পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮৩৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮৬৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 208 Monday, 29 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০৮ সংখ্যা ❋ ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার, ২৯ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আজই কি বিধানসভায় ইউসিসি বিল? সরগরম রাজনৈতিক মহল

বিরোধিতায় প্রস্তুত বিরোধী শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চলতি অধিবেশনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি)-সংক্রান্ত বিল পেশ হতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও সরকারিভাবে এখনও বিল পেশের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়নি, তবুও বিধানসভা এবং রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন সূত্রের দাবি, সোমবারের কার্যসূচিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে অধিবেশন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন নিয়ে. তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, ইউসিসি শুধুমাত্র একটি আইনি বিষয় নয়, এটি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন, পারিবারিক অধিকার এবং সাংবিধানিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। তাই বিল পেশ হলে বিধানসভায় বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউসিসি বিল অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে পেশ হতে পারে। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের কৌশল চূড়ান্ত করছে। বিরোধী দল ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা বিলের প্রতিটি ধারা খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজন হলে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বিষয়টি নিয়ে সরব হবে। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এই ইস্যুতে একযোগে অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিলটি পেশ হলে তা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য, সংশোধনী প্রস্তাব এবং আইনি প্রশ্ন তোলার পরিকল্পনাও করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সরকারপক্ষও বিল পেশের আগে নিজেদের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে বলে সূত্রের দাবি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই যেসব রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হয়েছে, সেই রাজ্যগুলির আইনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে অসম, উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাটে কার্যকর ইউসিসির বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য আইনি ও প্রশাসনিক প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। আইন দপ্তরের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আইন, বিধি এবং আদালতের পর্যবেক্ষণও বিশ্লেষণ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। বিরোধীরা কোন কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে, তার সম্ভাব্য তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য আপত্তির জবাব দেওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ইউসিসি এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, সামাজিক এবং সাংবিধানিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত আইন, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং পারিবারিক অধিকারের মতো বিষয়গুলি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে আলাদা আইনের আওতায় পরিচালিত হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সেই কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। ফলে ইউসিসি কার্যকর হলে তার সামাজিক ও আইনি প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের দাবি, এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিধানসভা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিলটি পেশ হলে তা সরাসরি পাস না করে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির কাছেও পাঠানো হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি, তবুও এমন সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছে। কমিটি গঠিত হলে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা, জনমত এবং আইনি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই আইন কার্যকর হলে তা রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিক জীবনে

একপর ৬-র পাতায়

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মুকুটে আরও এক পালক

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

ভিক্টোরিয়া, সেশেলস,২৯ জুনঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিসরে ভারতের উপস্থিতি আরও জোরালো করার লক্ষ্যে বিদেশ সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেশেলসের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হোরাইজন'-এ ভূষিত করা হয়েছে। রবিবার সেশেলসের রাজধানী ভিক্টোরিয়ায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন তিনি। এই স্বীকৃতিকে ভারত-সেশেলস সম্পর্কের নতুন মাইলফলক হিসেবে দেখছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ। সেশেলস সফর ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির চলতি বিদেশ সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সহযোগিতা রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই সম্মানকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বীকৃতি নয়, বরং ভারত ও সেশেলসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেও দেখা হচ্ছে। সম্মান গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হোরাইজন' সম্মানে ভূষিত হওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের। এই সম্মান আমি সেই সমস্ত দেশ ও মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন। তিনি সেশেলস সরকার এবং সেখানকার জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির বিদেশনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, কৌশলগত অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাঁকে একাধিক দেশ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। ২০১৬ সালে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'কিং আব্দুলআজিজ স্যাশ'-এ ভূষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই ধারার সূচনা হয়। এরপর ২০১৮ সালে তিনি পান 'গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য স্টেট অফ প্যালেস্টাইন'। ২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অফ জায়েদ' প্রদান করে। একই বছরে বাহরাইনও তাদের অন্যতম সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'কিং হামাদ অর্ডার অফ দ্য রেনেসাঁ'-এ তাঁকে সম্মানিত করে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারত মহাসাগরীয়. অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার, নীল অর্থনীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারতের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সেশেলসের এই সম্মানও সেই সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত ও সেশেলসের সম্পর্ক শুধু কূটনৈতিক নয, প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নজরদারি, উপকূলীয়. নিরাপত্তা, মস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু.

একপর ৬-র পাতায়

কলকাতা সফরে অনুপম খেরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বার্তা

কলকাতা,২৯ জুনঃ দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর কলকাতায় নতুন চলচ্চিত্র প্রযোজনার সূচনা করতে এসে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের। নতুন ছবির মহরত, নাট্য মঞ্চায়ন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রবিবার সকালে তিনি কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে মা কালীর পুজো দেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কলকাতা, বাংলা এবং এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রশংসা করেন তিনি। অনুপম খের জানান, কালীঘাটে তাঁর আসা নতুন নয়। সুযোগ পেলেই তিনি মা কালীর আশীর্বাদ নিতে আসেন। তাঁর কথা, কলকাতার সঙ্গে আমার আবেগের সম্পর্ক বহু দিনের। এখানে এলেই এক আলাদা ইতিবাচক অনুভূতি কাজ করে। মা কালীর আশীর্বাদ নিয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। কলকাতা সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অভিনেতা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা তথা রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ নিয়ে সরকারের আগ্রহ তাঁকে আশাবাদী করেছে। অনুপম খেরের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার উদ্যোগী। অভিনেতার কথায়, যে কোনও রাজ্যের উন্নতির অন্যতম ভিত্তি তার সংস্কৃতি। যদি সেই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা যায়, তাহলে রাজ্যের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে। এই বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে শিল্প, বাণিজ্য এবং সংস্কৃতি একসঙ্গে এগিয়ে যায়, সেখানেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলা সেই দিকেই এগোবে বলে তিনি আশাবাদী। কলকাতা সফরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছিল রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে অনুপম খেরের সৌজন্য সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাতে রাজনীতির পাশাপাশি হালকা মেজাজের কথোপকথনও হয়। শমীক ভট্টাচার্য মজার ছলে অনুপম খেরের টাক মাথা নিয়ে একটি মন্তব্য করলে উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। অনুপম খেরও রসিকতার সুরে সেই মন্তব্যের জবাব দেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দিন আমার মাথায় চুল গজায়, তাহলে সেটাও এক বিরাট খবর হবে। তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত সকলেই হাসিতে ফেটে পড়েন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে শমীক ভট্টাচার্য রসিকতার ছলে বলেন, আকাশ মাটিতে নেমে আসতে পারে, গঙ্গার জল অন্য পথে বইতে পারে, অনুপমজির মাথায়য চুলও গজাতে পারে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরবে না। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে কলকাতা সফরে অনুপম খেরের উপস্থিতি শুধু চলচ্চিত্র জগতেই নয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মহলেও যথেষ্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কালীঘাটে পুজো, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, বাংলা নিয়ে আশাবাদী বার্তা এবং শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে হালকা মেজাজের কথোপকথন-সব মিলিয়ে অভিনেতার এই সফর বহুমাত্রিক গুরুত্ব পেয়েছে।

কংগ্রেসের ধারাবাহিক হারে রাহুলকে দায়ী করে কটাক্ষ প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় ফের কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনীতিতে ধারাবাহিক উপস্থিতি এবং সাংগঠনিক নেতৃত্বের অভাবই কংগ্রেসের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। শুধু তাই নয়, ২০১৪ সালের পর থেকে একের পর এক নির্বাচনী ব্যর্থতার দায়ও কার্যত রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের উপরই চাপিয়েছেন তিনি। এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাকারে শর্মিষ্ঠা বলেন, রাজনীতি কোনও খণ্ডকালীন কাজ নয়। এটি এমন একটি দায়িত্ব, যা ২৪ ঘণ্টা, বছরে ৩৬৫ দিন পালন করতে হয়। তাঁর বক্তব্য, কোনও বড় কর্মসূচি বা যাত্রা করার পর দীর্ঘ সময় জনসমক্ষে অনুপস্থিত থাকা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মোটেই ইতিবাচক বার্তা দেয় না। রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ না করেই শর্মিষ্ঠা বলেন, একটি কর্মসূচি করলেন, কয়েকটি সভা করলেন, তারপর দীর্ঘ সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন- এভাবে রাজনীতি করা যায় না। মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং মাঠে সক্রিয় থাকা একজন নেতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত ' জোড়ো যাত্রা' কংগ্রেসের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর মতে, সেই প্রচারের ফলেই দলটি ৯৯টি আসন জিততে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেই রাজনৈতিক গতি ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেস। শর্মিষ্ঠার প্রশ্ন, ' জোড়ো যাত্রা'র প্রথম বর্ষপূর্তির সময় রাহুল গান্ধী কোথায় ছিলেন? তাঁর দাবি, এমন ধারাবাহিকতার অভাবই কংগ্রেসের রাজনৈতিক লড়াইকে দুর্বল করে দিয়েছে। শুধু রাহুলের সক্রিয়তা নিয়েই নয়, কংগ্রেসের সামগ্রিক রাজনৈতিক কৌশল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শর্মিষ্ঠা। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরেই দলটি নিজেদের সাংগঠনিক ভিত শক্ত করার পরিবর্তে জোট রাজনীতির উপর অতিরিক্ত নির্ভর করেছে। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে দলের নিজস্ব শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন কংগ্রেসে কাজ করতাম, তখনও দেখেছি দলের মূল লক্ষ্য ছিল জোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরা। কিন্তু একটি জাতীয় দলের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত নিজের সংগঠনকে শক্তিশালী করা। নিজেদের শক্তিতে লড়াই করার মানসিকতাই আজ কংগ্রেসের মধ্যে অনুপস্থিত। শর্মিষ্ঠার মতে, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং বারবার নির্বাচনী পরাজয় নেতৃত্বের ব্যর্থতারই প্রতিফলন। তাঁর কথায়, ২০১৪ সাল থেকে রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের প্রধান মুখ। সেই সময়ের পর থেকে দল একের পর এক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা তাঁর বিপুল জনসমর্থনেই স্পষ্ট। রাহুল গান্ধী এখনও সেই মাত্রার জনসমর্থন কংগ্রেসের পক্ষে গড়ে তুলতে পারেননি।

মৃত্যুকে ভয় পাই না, এবছরই দেশে ফিরব' নির্ভয়ে ঘোষণা হাসিনার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুনঃ মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে মাথার উপর। দেশের মাটিতে পা রাখলেই মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত! তবু অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্ভীক ঘোষণা, ' আমি ফিরছি দেশে। এটা আমার ব্যক্তিগত কোনও লক্ষ্য নয়। দেশের গণতন্ত্র ফেরাতে, দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে এটা জরুরি। আর মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। চ্যালেঞ্জের সুরে তাঁর আরও বক্তব্য, ' সালে গোটা পরিবারকে হারিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। আমাকেও বহুবার মারার চেষ্টা হয়েছে। ওরা আওয়ামি লিগকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে, কিন্তু তা হবে না। ওরা ব্যর্থ হবেই। মুজিবকন্যার কথায়, ' অসংসদীয় একটা সরকারের অনৈতিক বিচারপ্রক্রিয়া। আমাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়ে ওরা আওয়ামি লিগকে নেতৃত্বহীন করে দেবে। আমি সাফ বলে দিচ্ছি, সমস্ত ষড়যন্ত্র, বাধা পেরিয়ে এবছরই দেশে ফিরব। মনে রাখবেন, আওয়ামি লিগ কাগজ-কলমের দল নয়, এটা জনগণের পার্টি। যতবার বাধা এসেছে, জনসমর্থনেই তা বেশি বেশি করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংরক্ষণ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জেরে গদিচ্যুত হতে হয় দেশের দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীকে। বঙ্গভবন ছেড়ে হাসিনা আকাশপথে চলে আসেন দিল্লিতে। আপাতত এখানেই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। ওদিকে, হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রায় বছর খানেক ধরে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। তাঁর আমলে গণহত্যা মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি তকালীন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকেও একই সাজা দেওয়া হয়েছে। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও নিষিদ্ধ করেছিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। তাই ছাব্বিশের সাধারণ নির্বাচনে লিগের কেউ ভোটে দাঁড়াতে পারেননি। যদিও বাংলাদেশের বাইরে নানা জায়গায় আওয়ামি লিগ সক্রিয়।

ফ্রান্সের তঁম ব্লেঁ-তে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা! মৃত্যু ১১

তঁম ব্লেঁ , ২৮ জুন ঃ ফ্রান্সে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। রবিবার ফ্রান্সের তঁম ব্লেঁ এলাকায় ভেঙে পড়েছে একটি যাত্রিবাহী বিমান। এই ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি সূত্রে খবর, স্কাইড্রাইভারদের একটি দলকে নিয়ে আকাশে উড়েছিল বিমানটি। কিন্তু স্কাইড্রাইভিংয়ের আগেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। স্থানীয় সময় রবিবার দুপুরে ফ্রান্সের ন্যান্সি শহরের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, বিমানটি একটি স্কাইড্রাইভিং স্কুলের মালিকানাধীন ছিল। বিমানটি 'পিলাটাস পিসি-৬' মডেলের একটি ছোট এয়ারক্রাফট। স্কাইড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা নিতে আসা পাঁচজন শিক্ষার্থী, পাঁচজন প্রশিক্ষক এবং একজন পাইলট-এই ১১ জন বিমানটিতে সওয়ার ছিলেন। স্থানীয় সময় রবিবার দুপুরে ফ্রান্সের ন্যান্সি শহরের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, বিমানটি 'পিলাটাস পিসি-৬' মডেলের একটি ছোট এয়ারক্রাফট, একটি স্কাইড্রাইভিং স্কুলের মালিকানাধীন ছিল। মৃত ১১ জনের মধ্যে স্কাইড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা নিতে আসা পাঁচজন শিক্ষার্থী, পাঁচজন প্রশিক্ষক এবং একজন পাইলট। বিমানটিতে আর কোনও সওয়ারি ছিলেন না বলেই জানা গিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং জরুরি চিকিসার কাজে নিয়োজিত বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম, 'ফ্রান্স ৩ গ্র্যান্ড ইস্ট'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনাস্থলে বিমানটিতে আগুন লেগে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটার ঝুঁকি ছিল। তাই সালভাদর আলেন্দে স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকাটি পুলিশ দ্রুত ঘিরে ফেলে।

কালীঘাট তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৭ জুন ঃ ভেঙ্গে পড়া ঘাসফুল শিবিরে এবছর কীভাবে ২১ জুলাই পালিত হবে, তা নিয়ে বিস্তর জটিলতা তৈরি হয়েছে। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ দিবস পালন করতে চেয়ে কলকাতা পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল, 'নব্য তৃণমূল - দু'পক্ষই। কার অনুমতি মেলে, এখন সেই অপেক্ষা। যদিও দু'পক্ষই ২১ জুলাই উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই মাঝে দেখা গেল, কালীঘাট তৃণমূলের প্রস্তুতিতে বদল এসেছে। গত ১৩ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের নানা অনুষ্ঠানে যে ডেকরেটর্স সমস্ত কাজ করত, তাদের কাছে এবার বরাতই গেল না! তাদের বদলে অন্য এক ডেকরেটর সংস্থার কর্মীদের নিয়ে রবিবার ঘটনাস্থল মাপার কাজ করতে দেখা গেল কুণাল ঘোষ, দোলা সেনদের।

মধ্যপ্রাচ্যে ফের চরম উত্তেজনা! মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার দাবি

তেহরান,ওয়াশিংটন, ২৯ জুনঃ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের পর ইরানের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলার দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তেহরান। যদিও ঘটনাগুলির একাধিক দিক এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষ থেকেও সব দাবির আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্রের দাবি, শনিবার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন-সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং উপকূলীয় রাডার ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে মার্কিন বাহিনী সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। ইরানের অভিযোগ, এই হামলার মাধ্যমে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি মার্কিন সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করে ইরান। বিভিন্ন প্রতিবেদনে কুয়েত এবং বাহরিনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটির নাম উঠে এসেছে। তবে হামলার প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখনও স্পষ্ট নয। কুয়েতের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংঃদেহভাজন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন শনাক্ত করে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় মার্কিন সেনা বা সামরিক স্থাপনার কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। এদিকে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত সমঝোতা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। আইআরজিসির দাবি, যদি পূর্ববর্তী সমঝোতার শর্ত মানা না হয়, তাহলে কূটনৈতিক আলোচনার বর্তমান প্রক্রিয়া.

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে স্বাধীন সূত্র থেকে এখনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলার দাবির পর আইআরজিসি আরও কড়া ভাষায় সতর্কবার্তা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি ভবিষ্যতে আরও হামলার মুখে পড়তে পারে। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল হবে না বলেও তারা দাবি করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালী বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। প্রতিদিন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে যে কোনও সামরিক উত্তেজনা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার, বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ আরও বাড়লে তা শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলির নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। জাতিসংঘসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। তাঁদের মতে, সামরিক সংঘাতের পরিবর্তে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধানই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে .কার্যকর পথ হতে পারে। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে মানবিক সংকটের পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারেও এই উত্তেজনার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। জ্বালানির দাম, শেয়ারবাজার এবং নিরাপদ বিনিযোগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বেড়েছে বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ। বিনিয়োগকারীরা এখন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছেন। এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার দাবির বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ফলে ঘটনাটির প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী কয়েক দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ের কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপই নির্ধারণ করতে পারে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে, নাকি আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত করার পথ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া এই অস্থিরতা গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই-উত্তেজনা কি পূর্ণমাত্রার সংঘাতে রূপ নেবে, নাকি কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে? আগামী দিনের ঘটনাপ্রবাহই তার উত্তর দেবে।

প্রবল বৃষ্টিতে সিকিমে ভেসে গেল সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

গ্যাংটক, ২৮ জুন ঃ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সিকিমে ভেসে গেল সেতু। মঙ্গন জেলায় বন্যা ও ধসের ফলে ভেঙে পড়েছে ফি খোলা নদীর উপরের এই বেইলি সেতু। সেটি ফিডাং ও সানকাললাং এলাকা দু'টিকে যুক্ত করে। এর ফলে ডোজঙ্গু এলাকার বাসিন্দারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য সেতু ভেসে যাওয়ার ভয়াবহ ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন।প্রশাসন জানিয়েছে, উত্তর সিকিমের জংগু এলাকার ফিডাং-এ ভারী বর্ষণের ফলে শনিবার রাতে ফি খোলা নদীর ওপর নির্মিত বেইলি ব্রিজটি সম্পূর্ণ ভেসে গেছে, যার ফলে ফিডাং-সানকাললাংয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে। এই ঘটনার জেরে ওই এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে বলে জানি।

রামমন্দির অনুদান-কাণ্ডে অযোধ্যায় জোরদার তল্লাশি

অযোধ্যা, ২৮ জুন ঃ অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অনুদান চুরির ঘটনায় জড়িত আট অভিযুক্তের বাড়িতে রবিবার এক যোগে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের কাছে থাকা অর্থের উৎস খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ দিন তল্লাশি দলে পুলিশ ছাড়াও ছিলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার আধিকারিকেরা। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে এক রাজস্ব দফতরের কর্মকর্তাও রয়েছেন। গত সপ্তাহে সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতে আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মন্দিরে জমা পড়া নগদ গোনার কাজে ওই আট জন যুক্ত ছিলেন। রবিবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের উপস্থিতিতে লভকুশ মিশ্র, অবিনাশ শুক্ল এবং রামাশঙ্কর যাদব-সহ বাকিদের বাড়িতে এই অভিযান চালায় পুলিশের পৃথক দল। শুক্রবার আদালত আট জনকেই ২৯ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল।

অপারেশন আমিস্টাডঃ ভারতের মানবিক সহায়তা পৌঁছল ভেনেজুয়েলায়

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুন ঃ ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপর্যস্তদের পাশে দাঁড়াতে ভারত 'অপারেশন আমিস্টাড' শুরু করেছে। মানবিক সহায়তা ও বিপর্যয়ের পর উদ্ধারকারীদের সাহায্যার্থে এই মিশনের মাধ্যমে ভারত ভেনেজুয়েলার বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারত থেকে মানবিক সহায়তা পৌঁছে গিয়েছে ভেনেজুয়েলায়। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর।'অপারেশন আমিস্টাড'-এর আওতায় ভেনেজুয়েলায় ভারতের মানবিক সহায়তা পৌঁছনোর পর এক্স মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আমি নিশ্চিত ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম দেশটিতে ভূমিকম্প-পরবর্তী চলমান ত্রাণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

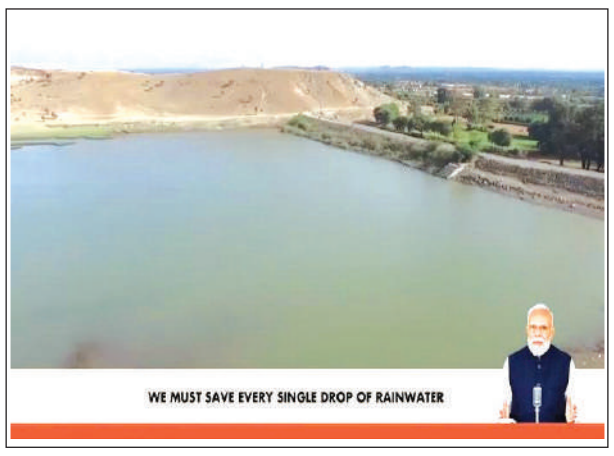

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃবৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বৃষ্টির জলের প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণ করতে হবে। 'ক্যাচ দ্য রেইন' অভিযানের গতি যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই আমি আপনাদের বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি, আসুন, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণে আমরা সবাই একত্রিত হই।মন কি বাত অনুষ্ঠানে এদিন আরও একটি বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেকেই আমাকে একটি বিশেষ বিষয়ে কথা বলার অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টি হলো ' গড়েশ উৎসব'। যদিও ' গণেশ উৎসব' আসতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি, তবুও মানুষ চাইছেন যেন এখনই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দয়া করে নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন যেন আপনার বাড়ি, আবাসন বা এলাকায় স্থাপিত গণপতি বাপ্পার মূর্তিটি আমাদের দেশের মাটি দিয়ে এবং আমাদের দেশের কুমোর ও স্থানীয় কারিগরদের হাতে তৈরি হয়। যারা গণেশের মূর্তি তৈরি করেন তাঁদের কাছেও আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন মাটির মূর্তি তৈরির ওপরই জোর দেন আর ক্রেতাদের কাছে আমার আবেদন, মূর্তিটি কী দিয়ে তৈরি এবং কোন দেশে প্রস্তুত-তা যেন তাঁরা যাচাই করে নেন। ' প্লাস্টার অফ প্যারিস' দিয়ে তৈরি মূর্তি একেবারেই কিনবেন না।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পূজা-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মাটির প্রতিমাগুলো প্রাকৃতিকভাবেই জলে মিশে যায়। এটি আমাদের নদী, পুকুর ও পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখি, তেমনই প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্বও পালন করি। স্থানীয় কারিগরদের কাছ থেকে প্রতিমা কেনার মধ্য দিয়ে আমরা 'ভোকাল ফর লোকাল' বা দেশীয় পণ্যের প্রতি সমর্থনের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই 'গণেশ উৎসব'-এবং বস্তুত এই ধরনের প্রতিটি উৎসবের সময়-আমরা এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করব এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।অন্যদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বজুড়ে মানুষ আমাদের গান, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিকতাকে আবিষ্কার করছে এবং আপন করে নিচ্ছে। ভারত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে অবস্থিত ডোমিনিকান রিপাবলিক নামের একটি দেশ। সেখানে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র ১০০ জনের মতো-হয়তো তারও কম। তা সত্ত্বেও, সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক এক চমৎকার উদ্যোগ চলছে। স্প্যানিশ-ভাষী স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে এই দলটির নাম দেওয়া হয়েছে ' ডোমিনিকানা'। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সদস্যরা একত্রে বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করা শিখছেন। এ বিষয়ে তাঁরা কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেননি তবে অডিও রেকর্ডিং শুনে তাঁরা সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করেছেন। বর্তমানে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পুরুষ-সূক্ত, শ্রী-সূক্ত, শ্রী-রুদ্রম, দুর্গা-সূক্ত ও দেবী-মাহাত্ম্যমের মতো বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করেন। ভারত থেকে এত দূরে থেকেও আমাদের ঐতিহ্যকে জানার ও শেখার ক্ষেত্রে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। 'ব্রহ্মকমল ডোমিনিকানা'-র সকল সদস্যকে তাঁদের এই উদ্যোগের জন্য আমি আমার শুভেচ্ছা জানাই।অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ায় বিদ্যমান যুদ্ধাবস্থায় আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি অনুরোধ করেছিলাম, যেন তারা কিছুদিন যথাসম্ভব সোনা কেনা থেকে বিরত থাকেন। আমি দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা কেবল আমার আহ্বানে সাড়াই দেননি, বরং সর্বতোভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন। অনেক পরিবার বার্তার মাধ্যমে আমার সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছেন। গাড়ি ভাগ করে চলা বা 'কারপুলিং'-এর বিষয়েও মানুষ তাঁদের নানা অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। যাঁরা আগে প্রতিদিন একই পথে নিজেদের গা।িতে যাতায়াত করতেন, তাঁরা এখন একসঙ্গে যাতায়াত শুরু করেছেন।মন কি বাত'-এর ১৩৫-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, অনেক পরিবার বার্তার মাধ্যমে আমার সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়েছে। বহু পরিবার এবার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য নতুন সোনা না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রয়োজনে তারা পুরনো সোনা গলিয়ে নতুন গয়না তৈরি করবে। এমনকি অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তারা এবার তাদের বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাও স্থগিত রেখেছেন। অন্যদিকে মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের সাফল্যের গল্প তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধ শেষ হতে চলেছে। গত ছয় মাস ধরে আমরা 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে আমাদের দেশবাসীর বহু সাফল্যের কথা আলোচনা করেছি। জুন মাসেও দেশ এমন কিছু সাফল্য অর্জন করেছে যা প্রতিটি নাগরিককে গর্বিত করে তোলে। এই সাফল্যগুলো দেশের নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি কলকাতায় নৌবাহিনী সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেখানে ভারতীয় নৌবাহিনীর বহরে আইএনএস দোনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জাহাজগুলোর নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ-সবকিছুই সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জুন মাসেই দেশ বিমান চলাচল ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য অর্জন করেছে। ' মেক ইন ইন্ডিয়া' বা ভারতে তৈরি সি-২৯৫ বিমান নিজের প্রথম উড়ান সম্পন্ন করেছে এবং এই ধরনের ৪০টি বিমান ভারতেই তৈরি করা হচ্ছে। এটি এমএসএমই ও মহাকাশ-প্রতিরক্ষা (অ্যারোস্পেস) সেক্টরকে নতুন গতি জোগাচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াচ্ছে এবং ' বিকশিত ভারত'-এর সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করছে। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, এই মাসে ডিআরডিও সফলভাবে একটি দেশীয় ' ল্যান্ড-অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল'-এর পরীক্ষাও চালিয়েছে। এটি ডিআরডিও-র গবেষণাগার এবং ভারতের শিল্প-অংশীদারদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে অর্থা, সমুদ্র থেকে আকাশ-সর্বত্রই আমাদের ভারত ক্রমশ আরও বেশি সুরক্ষিত ও স্বনির্ভর হয়ে উঠছে।অন্যদিকে দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য সুরক্ষাবলয় সম্প্রসারিত করছে সরকার, মন কি বাত অনুষ্ঠানে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। 'মন কি বাত'-এর ১৩৫-তম পর্বে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সরকার সারা দেশের কোটি কোটি পরিবারের জন্য সুরক্ষার কবচ বা সুরক্ষা-বলয় সম্প্রসারিত করছে। 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা'-র আওতায় বছরে মাত্র ২০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে-অর্থাৎ পুরো বছরের জন্য মাত্র ২০ টাকা খরচ করে-একজন ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'দুর্ঘটনাজনিত বিমা'র সুবিধা পেতে পারেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা'-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পের আওতায় কোনও ব্যক্তির দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার ২ লক্ষ টাকার বিমা সুরক্ষা পায়। এর বার্ষিক প্রিমিয়াম মাত্র ৪৩৬ টাকা-অর্থা দিনে খরচ পড়ে মাত্র ১.৫০ টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ১১ লক্ষ পরিবার মোট প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকার সহায়তা পেয়েছে।

উন্নত গ্রাম ছাড়া বিকশিত ভারত গড়া সম্ভব নয়ঃশিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুন ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন। এই অনুষ্ঠানকে অনুপ্রেরণাদায়ক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, উন্নত গ্রাম ছাড়া বিকশিত ভারত গড়া সম্ভব নয়। 'মন কি বাত' প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য বা ভিশন সামনে রেখেছেন। উন্নত গ্রাম ছাড়া উন্নত ভারত গড়া সম্ভব নয়। উন্নত গ্রাম বলতে এমন গ্রামকে বোঝায় যা দারিদ্র্যমুক্ত, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এবং যা স্বনির্ভর। আজকের এই গ্রামীণ উন্নয়ন সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো কীভাবে এমন গ্রাম গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা। সারা দেশ থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের কর্তারা এখানে সমবেত হয়েছেন। দিনব্যাপী পাঁচটি ভিন্ন অধিবেশনে এই আলোচনা চলবে। আগামীকাল আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপস্থাপনা পেশ করা হবে। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে তোলাই এই আলোচনার মূল বিষয়।

কলকাতায় চিঁড়া-দধি মহোৎসব, ভক্তদের পদযাত্রা ও প্রসাদ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ জুন ঃ পাঁচশো বছরেরও বেশি প্রাচীন বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে সামনে রেখে রবিবার দক্ষিণ কলকাতায় শুরু হল 'কলকাতা চিঁড়া-দধি মহোৎসব'। পানিহাটির ঐতিহাসিক চিঁড়া-দধি উৎসবের ৫১০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে কলকাতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিন আরতি করে ও নারকেল ফাটিয়ে উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক।''আয়োজকদের বক্তব্য, প্রায়.৫১০ বছর আগে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটিতে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে চিঁড়া-দধির প্রসাদ বিতরণের যে প্রথার সূচনা করেন, সেটা স্মরণ করে এই উসব। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ভগবান দাস জানান, ভক্তি, সেবা ও সমতার এই মহান ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কলকাতায় এই মহোৎসবের সূচনা।এদিনের অনুষ্ঠানে ২০০-রও বেশি ভক্তের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, মহানগর - সংকীর্তন এবং সর্বসাধারণের জন্য চিঁড়া-দধির প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টি সুমন্ত রুদ্রের কথায়, ' এটি শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, ভালোবাসা, সেবা ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক জীবন্ত ঐতিহ্য।''

ফের হামলা আমেরিকার, ইরানকে হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ জুন ঃ ইরানের একাধিক সামরিক নজরদারি পরিকাঠামোয় ফের হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্য বস্তুতে এই হামলা হয়েছে। ইরান অভিযোগ করেছে, আমেরিকা তাদের মধ্যে হওয়া যুদ্ধ বিরতির চুক্তি ভঙ্গ করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার লক্ষ্য বস্তুতে পাল্টা আক্রমণ করেছে বলে দাবি করেছে তেহরান।ইরানকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ' ট্রুথ সোশ্যাল'-এ পোস্ট করে জানান, যুদ্ধবিরতি চুক্তি আবারও লঙ্ঘন করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত করার স্থান এবং উপকূলীয় রাডার কেন্দ্র গুলিতে আঘাত হেনেছে! খবর সূত্র আমরা জানতে পেরেছি আজ

জম্মু-কাশ্মীরে ৩০ জুন থেকে বৃষ্টির দাপট বাড়ার পূর্বাভাস, বজ্রপাত-ভূমিধসের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি

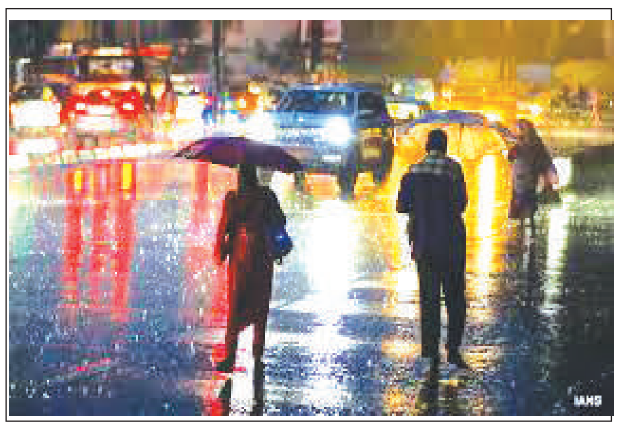

শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জুনঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকলেও আগামী ৩০ জুন থেকে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে শ্রীনগরের আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩০ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু এলাকায় স্বল্প সময়ের জন্য ভারী বর্ষণও হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় শুষ্ক আবহাওয়াই বিরাজ করবে। তবে বিকেল এবং সন্ধ্যার দিকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্থানে হালকা বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এছাড়া জম্মুর সমতল অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাত ও ভোরের দিকে প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, ৩০ জুন থেকে পশ্চিমী আবহাওয়া ব্যবস্থার প্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। এর ফলে বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে। কিছু এলাকায় স্বল্প সময়ের জন্য প্রবল বর্ষণ পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে।সম্ভাব্য প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বজ্রপাত এবং ঝড়ো হাওয়ার সময় দুর্বল বা অস্থায়ী নির্মাণ, বিদ্যুতের খুঁটি, ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তার এবং পুরনো বা দুর্বল গাছের কাছাকাছি না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় নৌকা ও শিকারা চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।এছাড়া বিকেলের পর কয়েকটি এলাকায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের আশঙ্কা, স্বল্প সময়ে অতিবৃষ্টির কারণে সংবেদনশীল এলাকায় আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস এবং কাদামাটির ধসের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেই কারণে নদী, নালা এবং ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি ৩০ জুন থেকে কয়েকটি নিচু এলাকায় সাময়িক জল জমার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন ও আবহাওয়া দফতর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজন ছাড়া খারাপ আবহাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

জলস্তর বাড়ছে উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর, ধস মিরিকের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ২৮ জুন ঃ বর্ষার শুরুতেই প্রকৃতির রুদ্ররূপ উত্তরবঙ্গে। শনি ও রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির জেরে কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরের একাধিক জেলা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার ও সোমবার উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতল- সর্বত্রই চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা এবং জলঢাকা নদীর জলস্তর হু হু করে বাড়ায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায়।পাহাড়ে শুরু হয়েছে মারাত্মক ধস। শিলিগুড়ি-মিরিক রোডের গয়াবাড়িতে বিশাল ধস নামার ফলে ওই রুটে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলের একাধিক ছোট-বড় রাস্তায় ধস নেমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। প্রবল জলের তোড়ে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের অস্থায়ী ডাইভারশনটি সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে। মঙ্গনে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বাড়ছে তিস্তার জলস্তর। মঙ্গন থেকে জঙ্গুতে যাতায়াত বন্ধ। সর্বত্রই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

সেশেলসে সে দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদীর

ভিক্টোরিয়া, ২৮ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার সেশেলসের ভিক্টোরিয়া স্টেট হাউসে সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন স্টেট হাউসে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেশেলসের রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে মউ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, ৩ দিনের সফরে শনিবারই সেশেলসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সে দেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে মোদীর।মউ চুক্তি স্বাক্ষরের পর সেশেলসের রাষ্ট্রপতি বলেন, সামুদ্রিক প্রতিবেশী হিসেবে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা আমাদের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ভারতের ' মহাসাগর' ভিশনে সেশেলসের বিশেষ অবস্থানের বিষয়টি আমরা পুনর্ব্যক্ত করেছি। জলদস্যুতা, মাদক পাচার, অবৈধ মস্য আহরণ এবং আন্ত ঃসীমান্ত অপরাধ দমনে আমাদের অঙ্গীকার আমরা পুনরায় নিশ্চিত করেছি। সামুদ্রিক নজরদারি, হাইড্রোগ্রাফি এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতের সহায়তার বিষয়টি আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছি এর মধ্যে রয়েছে ' পি এস জরোয়াস্টার'-এর সংস্কার এবং সেশেলস কোস্ট গার্ডকে ' পিএস লেসপোয়ার' নামক দ্রুতগামী আক্রমণকারী জলযান উপহার দেওয়া। উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব ভারত ও সেশেলসের সম্পর্কের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ।

আইটিআই কলেজগুলির আধুনিকীকরণের উপরে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃরাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে আইটিআই কলেজগুলির আধুনিকীকরণের উপরে জোর দিয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ দিবস উপলক্ষে আজ কলকাতায় বণিক সংগঠন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন অনেক বেশি বিনিযাগের মাধ্যমে শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নতি করতে রাজ্যের একান্নটি আইটিআই কলেজ কে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সরকার কলেজগুলি পরিচালনা করবে বলে তিনি জানিয়েছেন। যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী সেতু যোজনার ওপর জোর দেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ক্ষুদ্র কলকারখানা নতুন করে খোলাই বর্তমান সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৮জুনঃরাজ্যে বন্ধ হয়ে থাকা আট হাজার ক্ষুদ্র কলকারখানা নতুন করে খোলাই বর্তমান সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা। কলকাতায় গত শনিবার বণিক সভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত উন্নয়নের মূল ক্ষেত্রগুলির দ্রুত উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রী দিন্দা বলেন, আমতার এম এস এম ই পার্কের প্রসারে পরিকাঠামো গত উন্নয়নে আগে নজর দিতে চায় সরকার। এক্ষেত্রে রাস্তাগুলির সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীরা সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেতে যাতে কোন রকম দেরী না হয় সেজন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। কাটমানি সংস্কৃতির জন্যই বিগত সরকারের আমলে ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে বাংলা সারা ভারতে পিছিয়ে পড়েছে বলে মন্ত্রী অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসার গুরুত্ব তুলে ধরতে আজ সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব এম এস এম ই বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস। আলোচনায় অন্যদের সঙ্গে অংশ নেন,সংগঠনের চেয়ারম্যান বিষ্ণু কুমার ভান্ডারী, ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের আঞ্চলিক প্রধান ডঃ অনুপম গায়েন, ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ডঃ শতরূপা প্রমুখ।

পন্য পরিষেবা সংক্রান্ত জিএসটি পরিষদের বৈঠক বসতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৮জুনঃএই প্রথম রাজ্যে পন্য পরিষেবা সংক্রান্ত জিএসটি পরিষদের বৈঠক বসতে চলেছে। আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় প্রস্তাবিত এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ছাড়াও দেশের সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক না হলেও ১৯ থেকে ২৬ শে জুলাইয়ের মধ্যে কলকাতায় এই বৈঠক হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ২৭ তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কলকাতায় একটি কর্মসূচি রযেছে। তার আগে তিনি পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে দেশে জিএসটি চালু হওয়ার আগে ২০১৬ সাল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে জিএসটি পরিষদের বৈঠক বসছে। এখনো পর্যন্ত এই পরিষদের ৫৬ টি বৈঠক হলেও সবকিছু ঠিক থাকলে রাজ্যে এই প্রথম বৈঠক বসতে চলেছে।

পুকুর পরিষ্কার করলেন মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

পূর্ব বর্ধমান, ২৮ জুন ঃ পুকুরে নেমে আবর্জনা পরিষ্কার করলেন রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। রবিবার সকালে বর্ধমানের লোকো কলোনি এলাকায় একটি পুকুরে নেমে নিজে হাতে আবর্জনা পরিষ্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি জানান, পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকেও। মানুষ সচেতন থাকলে তবেই পরিবেশ সুস্থ থাকবে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রুখতে এই উদ্যোগ খুবই জরুরি বলে জানান মন্ত্রী।মন্ত্রী এদিন জানান, আগামী দিনে বর্ধমানকে গ্রিন সিটি ও ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তুলবো। এর জন্য আজ(রবিবার) থেকেই আমাদের পদক্ষেপ শুরু হল। সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থাকে এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি আজ।

রাশিফল

মেষঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, কোনও অবহেলা আপনার জন্য ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে তাই সতর্ক থাকা এবং শরীরের যে কোনও অস্বস্তির লক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত জরুরি।।

বৃষঃজাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে বেশ অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি পেটের পীড়াজনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন তাই এই সময়ে একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শুভদিন হবে।

মিথুনঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে । আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিযগে আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা স্কুল প্রকল্পের জন্য কিছু পরামর্শ চাইতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা এবং হারার সুযোগ আপনার নেই । এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে । আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃ আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে । আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে ।

তুলাঃ একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে । এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে । দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে । শুভদিন হবে

বৃশ্চিকঃ প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে । ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন। ভালো রেজাল্ট হবে।

ধনুঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে শুভ হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মকরঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ মাইগ্রেন, মাথাব্যথা বা ত্বকের সমস্যাগুলোর মতো শারীরিক জটিলতা আপনাকে ভোগাতে পারে।আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কুম্ভঃব্যবসায়ীদের তাদের উদ্যোগ প্রসারিত করতে এবং বৃদ্ধি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজ।

মীনঃ স্বাস্থ্যগতভাবে, আপনার মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে, সময়টা স্থিতিশীল হতে পারে, তবে ক্রমবর্ধমান অপ্রয়োজনীয় খরচ চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্ক

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র প্রতি দিনই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হচ্ছেও ঠিকই, তবে তাতে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হচ্ছে না। বৃষ্টি থামতেই বাড়ছে অস্বস্তি, কমছে না ভ্যাপসা গরম। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে পারে মঙ্গলবার থেকে। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে শুক্রবার পর্যন্ত টানা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে। মঙ্গলবারের আগেও ঝড়বৃষ্টি হতে পারে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে।উত্তরবঙ্গ জুড়ে দুর্যোগের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বর্ষার বৃষ্টিতে নাজেহাল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের মতো জেলা। টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে এই সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি চলছে। উত্তরের নদীগুলির জলস্তরও বেড়ে গিয়েছে। এখনই পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ০১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

স্বপন বাউলের সচেতন ডিম থেরাপি বন্ধহোক, আইন হাতে তুলে নিও না

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, হুগলী, ২৮ জুন ঃ সোনাপুরের মানুষ প্রথম ডিম ছোড়া শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর চোর চোর বলে। তারপর থেকেই রাজ্যের জেলায় জেলায় ডিম থেরাপি ভাইরাল। ডিম ছোড়া ছুরি পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে।চোরের গন্ধ পেলেই জনগণ ডিম থেরাপি ডিম ছোঁড়া ছুরি করে চোরকে ডিম মেরে তার গায়ে গন্ধ ছড়িয়ে চোরের লজ্জা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আর্শিবাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী এই পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল হুগলী জেলার কোন্নগর স্টেশন চত্বরে, জনবহুল পথে পথে ডিম থেরাপি ডিম ছোঁড়া নিয়ে গান ও বক্তব্যে জনগণ কে সচেতন করেন। রাজ্যের জেলায় জেলায় মানুষের উদ্দেশ্যে বাউল গানে গানে বলেন, চারিদিকে ডিম থেরাপি, ডিম ছোঁড়া ছুরি। জেলায় জেলায় বাড়ছে তবু কমছে না। দুর্নীতি বাজ চোর গুলো ধরা পোড়ে বড্ড জব্দ হচ্ছে সবাই দেখো না। স্বপন বাউল বলে আইন হাতে কেউ নিও না তুলে, আইন আদালতের উপর ভরসা রাখো চোরেরা ঠিক কঠিন সাজা পাবে ছাড়া পাবে না। গানে বক্তব্যে আরও বলেন চোরের গন্ধ পেলেই মাথায় পড়ে ডিম । হাট্টিমাটিম টিম ওরা চোরেদের মাথায় পাড়ে ডিম। ডিমের দাম বাড়ছে তবু কমছে না। গরিব মানুষ ডিম ভাত কেমনে খাবে বলো না।। স্বপন দত্ত বাউল তার বক্তব্যে ও গানে বার বার বলছেন আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না । আইন আদালতের উপর ভরসা রাখুন দুর্নীতি বাজ, চোর সকলেই কঠিন শাস্তি পাবে। সারা রাজ্যের অনেকেই বলছেন এই ভাবে পচা ডিম ছুঁড়ে মেরে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। হঠাৎ করে ডিম থেরাপি পচা ডিম ছুঁড়ে মারা সমাজের বুকে এক ছোঁয়াচে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম থেরাপি সভ্য সমাজে বেশি দিন চললে সুস্থ সমাজ গঠনের অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

গোপন ডেরায় অভিযান, নাটকীয় গ্রেপ্তার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুন ঃ আবার রাজ্য রাজনীতিতে ফের চরম আলোড়ন। শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হলো হাওড়ার হেভিওয়েট নেতা অরবিন্দ দাসকে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়িতে অভিযান চালিয়ে অবশেষে তাঁকে জালে তুলল পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশের নজরে ছিলেন হাওড়ার এই প্রভাবশালী নেতা। সূত্র মারফত খবর আসে, অরবিন্দ বাবু শিলিগুড়িতে আত্মগোপন করে আছেন। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই শিলিগুড়ির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অতর্কিতে হানা দেয় পুলিশবাহিনী এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর ধৃত নেতাকে ট্রানজিট রিমান্ডে এনে কলকাতায় বা হাওড়ায় এনে জেরা করা হতে পারে। এই গ্রেপ্তারি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বিরোধী শিবির বিষয়টিকে শাসকদলের ওপর চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে দেখছে, অন্যদিকে শাসক শিবির পুরো বিষয়টিকে আইনের স্বাভাবিক গতি বলেই মনে করছে।

হাওড়া স্টেশন এলাকায় তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ জুন ঃ হাওড়া স্টেশন এলাকায় তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগ, শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার হাওড়া সদরের প্রাক্তন আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি অরবিন্দ দাস। তোলা হলো কোর্টে। তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগে হাওড়া সদরের প্রাক্তন আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি অরবিন্দ দাস ওরফে টাবলু গ্রেফতার হলেন। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মূলত হাওড়া স্টেশন চত্বরে তোলাবাজি, হুমকি এবং ভয় দেখানোর বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে হাওড়ায় এনে রবিবার কোর্টে পেশ করা হয়। শনিবার হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল শিলিগুড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। সেখানে এক আত্মীয়র বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন অরবিন্দ।

রাজ্যে বন্ধ হয়ে পরে থাকা ৮০০০ ফ্যাক্টরিকে খোলা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ - অশোক দিন্দা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ নতুন রাজ্য সরকার এবার জোর দিয়েছে কর্মসংস্থানের দিকে। তাই তাদের প্রথম লক্ষ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোকে আবার খোলা। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প অর্থাৎ MSME খাতকে পুনরুজ্জীবিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। এরমধ্যেই রয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রায় ৮ হাজার ফ্যাক্টরি খোলার পরিকল্পনাও। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্যের MSME ও বস্ত্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা।শনিবার মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র আয়োজিত এক ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিন্দা বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের অন্যতম বৃহৎ উৎস MSME খাত গত কয়েক বছর ধরে 'ম্রিয়মাণ' অবস্থায় রয়েছে। এই খাতের দিকে জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।' পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০ লক্ষ MSME রয়েছে, যেখানে প্রায় ১.৩৫ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে অশোক দিন্দা বলেন, 'নতুন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হবে এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা।' তিনি আরো বলেন, 'বর্তমানে প্রায় ৮০০০ MSME ফ্যাক্টরি রাজ্যে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হল এই ইউনিটগুলোকে ফের চালু করা।' পাশাপাশি এদিন 'ভোকাল ফর লোকাল' নিয়েও মুখ খুলেছেন দিন্দা। তিনি জানান, স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেবে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি বিধানসভায় পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে শিল্প ক্লাস্টার এবং শিল্প পার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে MSME খাতকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী।

বিরোধী শিবিরকে একহাত নিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় - রচনাকে স্পষ্ট করেই বিশ্বাস ঘাতক বললেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ তৃণমূলের ভিতরের বিভাজন এবার তীব্র হয়ে উঠছে। একপক্ষ আরেক পক্ষেকে ব্যক্তিগত আক্রমনও করছে। আর এই বিষয়ে খুবই সিদ্ধহস্ত শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা আমরা সবাই জানি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিন নিশানায় ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতালী বাগ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল সাহার পুত্র সন্দীপন সাহা এবং জাভেদ খানও। তৃণমূলের ক্ষমতা হাত থেকে ফস্কে যেতেই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে কয়েকজন বিক্ষুব্ধ সাংসদ NCPI-তে যোগদান করেন। সেই তালিকায় নাম আছে রচনার। আজ হুগলিতে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে সভা করতে গিয়ে কল্যাণের কটাক্ষ, 'এই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে, শুধু কি তৃণমূলের জন্য জিতেছি? আমি তো আমার জন্যও জিতেছি। বলি শুনুন, আপনার কোনও দাম নেই। অভিনেত্রী দিদি নম্বর ১ বলে লোকে দাঁড়িয়ে ভিড় করে দেখতে গিয়েছিল। ভগবানের কী খেলা। পাপ করলে পাপের ফল দিতে হবে। দিদি নম্বর ওয়ান থেকে দু'দিনের মধ্যে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখন বলছে ওরা ভদ্রতা জানে না। আরে তুমি কোন ভদ্রতা জানো হে? তুমি বিশ্বাসঘাতক।' সাংসদ আরও বলেন, 'বড় বড় বাইট দিচ্ছে। আরে এলাকার উন্নয়ন তুমি কী করবে ভাই? তুমি তো এলাকাতেই আস না। যে এলাকাতেই ছিল না দু'বছর। যাঁর হুগলি সংসদীয় ক্ষেত্রের ভৌগলিক জ্ঞান নেই। জানেই না হয়ত সাতটা বিধানসভার নাম বলতে পারবে না। এখন শুধু আরবানার ফ্ল্যাট, বিমানবন্দর-দিল্লি-পার্টি এর বাইরে কিছু নেই। এখন ও ডাকলে পাঁচটা লোক যাবে না। পেপারওয়ালা আর দুধওয়ালা ছাড়া কেউ যাবে না ওঁর বাড়ি।' যদিও রচনার কোনো প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

সম্ভবত দুটো ২১ জুলাই পালন হতে চলেছে এই বছর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ একেই বলে তৃণমূল। ভোটের রেজাল্ট বের হবার পরে অধিকাংশ বিধায়ক মমতার হাত ছেড়ে তৈরী করেছেন নয়া তৃণমূল আর কয়েকজন আছে মমতার পাশে পুরোনো তৃণমূলের। এখন প্রশ্ন ২১ জুলাই 'শহীদ দিবস' করা পালন করবে? কালীঘাট তৃণমূলের পর এবার কলকাতা পুলিশকে চিঠি দেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলও। সেই কারণে, ঋতব্রত মন্ডলের তৃণমূলপন্থী কাউন্সিলরদের এবার একুশে জুলাই-এর জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। জানা যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছেই ২১ জুলাই হবে। কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে কাগজপত্র ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, এ দিন বৈঠক থেকে কাউন্সিলরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কর্মীদের প্রস্তুত করার জন্য। নিজ নিজ এলাকা থেকে যতটা সম্ভব বেশি লোক আনতে হবে এমনই টার্গেট দিয়েছেন নব তৃণমূলের নেতারা। এছাড়া গুন্ডা দমন বিল রাজ্য সরকার পেশ করতে চলেছে। যা মানবতা বিরোধী বলে এদিন বৈঠকে তুলে ধরেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতৃত্ব। তা নিয়ে পথে নামতে হবে ভবিষ্যতে, এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলরদের। এ প্রসঙ্গে নব তৃণমূল ব্লকের কোষাধ্যক্ষ আখরুজ্জামান বলেন, 'একুশে জুলাই আমাদের আবেগ। এর আগে এই দিন যা ঘটেছিল তা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যন্ত্রণা। এর আগে নায়ক-নায়িকাদের ভিড়ে শহিদ পরিবার মর্যাদা পায়নি। এবার আপনারা দেখবেন এই সমাবেশে সঠিক ভাবে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হবে।' একুশে জুলাই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান জানাবেন? আখরুজ্জামান বলেন, 'এটা আমাদের আবেগ। সকলকে আমাদের মঞ্চে আহ্বান জানাব। প্রশাসন যেখানে আমাদের অনুমতি দেবে সেখানে করব। বরাবরই তো ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে করি। সেখানেই করার চেষ্টা করব।' এর আগে দুই তৃণমূলের মধ্যে দড়ি টানাটানি অন্ত ছিল না। দুই তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে দ্বৈরথ হয়েছে। এখন দেখা যাক করা মঞ্চে তুলতে পারেন।

সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি - বিষয়টা পরিষ্কার করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ সোমবার আসছে এই নতুন বিল। বিরোধীরা বিরোধিতা করলেও সহজেই যে এই বিল পাশ হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে Uniform Civil Code বা UCC। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের পক্ষ থেকে এই বিল পেশ করা হবে বিশেষ অধিবেশনে। তার ঠিক আগেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য নিজের সোশাল মিডিয়াতে UCC প্রসঙ্গে লিখলেন, ''ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) নিয়ে বিজেপির অবস্থান বহুদিনের এবং সুস্পষ্ট । এটি দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অংশ। এখানে কোনও লুকোচুরি নেই, কোনও মুখোশের আড়ালও নেই।" বঙ্গ পদ্ম সেনাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য এও উল্লেখ করেন যে, ''পশ্চিমবঙ্গে Uniform Civil Code প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, কারণ আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য নিশ্চিত হওয়া উচিত। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ-সহ নাগরিক বিষয়গুলিতে ধর্মভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে একটি অভিন্ন নাগরিক কাঠামো দেশের ঐক্য, ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক সমতার আদর্শকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।" একই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার রাখা দরকার বলে শমীক ভট্টাচার্য X পোস্টে লেখেন, Nothing contained in this Code shall apply to the members of any Scheduled Tribes within the meaning of clause 25 of Article 366 read with Article 342 of the Constitution of India অর্থাৎ, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৫) এবং অনুচ্ছেদ ৩৪২ অনুযায়ী স্বীকৃত তফসিলি জনজাতি (Scheduled Tribes)-এর সদস্যরা এই আইনের আওতার বাইরে থাকবেন। তাদের সংবিধান স্বীকৃত প্রথা, রীতি ও বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। এমনকী, এই আইন কার্যকর হলে সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের নাগরিক বিধান প্রযোজ্য হবে এবং যেখানে ব্যক্তিগত আইনে বহুবিবাহের সুযোগ রয়েছে, সেই ধরনের বৈষম্য দূর করার দিকেও এটি উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে।

লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার বৃহত্তর আন্দোলন, বারাসাতে অনশন আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী বারাসাত, ২৮ জুন ঃ লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার বার্তা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । এবার হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশজন মহাসভা সদস্য বারাসাতের হেলা বটতলা অঞ্চলে সারাদিন অনশন করলেন । উপস্থিত ছিলেন লাভ জিহাদে পারিবারিক ভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি দীপঙ্কর মল্লিক । হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করে আসছে । আগের দিন রবীন্দ্র সদনে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমার । সেখানে প্রধান অতিথি ও বক্তা বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন লাভ জিহাদ ও ল্যান্ড জিহাদের মত ঘটনাকে আইন এনে কঠোর হাতে দমন করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । অমরা শুভেন্দু বাবুর সরকারের এই উদ্যোগকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাচ্ছি । লাভ জিহাদের আসলে সনাতনী জাতীয়তাবাদী মানুষ এবং ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত । কিন্তু জিহাদি সন্ত্রাসীদের মাথায় রাখা উচিত এটি মোদী জির পরিবর্তিত ভারত এবং শুভেন্দু বাবুর পরিবর্তিত পশ্চিমবঙ্গ । শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মত্যাগের মাটিতে আমরা জিহাদী মৌলবাদীদের বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করব । তবে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই একটি জিয়াদী চক্র রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, হেল্পার, ফল ও বিরিয়ানি বিক্রেতা ইত্যাদি রূপে হিন্দু বাড়ির বৌদের টার্গেট করে এবং তাদের প্রেম বা বন্ধুত্বের অছিলায় ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে । আগামী দিনে মনে হচ্ছে কোন মিস্ত্রি বা কর্মচারীকে নিয়োগ করার আগে আধার কার্ড দেখে তার আসল পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত । অঞ্চলের আক্রান্ত পরিবার দীপঙ্কর মল্লিক বলেন গণমাধ্যমে নিজের পরিচয় গোপন করে আমার স্ত্রীর সাথে বন্ধুত্ব পাতায় একটি মুসলমান লোক । তারপর এখন আমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বারাসাতেই অন্যত্র ভাড়া থাকছে জিহাদী লোকটি । আমি প্রতিবাদ করায় আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে । শুধু তাই নয় আমার জমানো প্রায় বারো লক্ষ টাকার তছরুপের শিকার হয়েছি আমি । প্রলোভন দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা ব্রেন ওয়াশ করে ওই মুসলমান লোকটা আমার স্ত্রী ও পরিবারকে প্রতারিত করল । আজ আমার বেঁচে থাকার আর কোন আগ্রহ নেই । আমরা সনাতনী হিন্দু, এটাই কি আমাদের অপরাধ ? হিন্দু মহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল বলেন অপরাধীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর সমাজ সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আমরা কারণ এই লাভ জিহাদ চক্রটি নারী পাচার, ড্রাগস সাপ্লাই এমনকি বিভিন্ন রকম নাশকতার সাথে যুক্ত থাকে । স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও ভোট দেওয়ার সময় ওরা মুসলমান পরিচয় ও চিহ্ন বহন করতে তৎপর শুধু প্রেম বা বন্ধুত্ব করার সময় নিজের পরিচয় গোপন করতে হয় কেন ? নির্যাতিতার বান্ধবী বনানী পাল বলেন আমাদের হিন্দু পরিবারের মহিলাদের আরো বেশি করে ধর্ম ও সংস্কৃতি সচেতন হতে হবে আর তাহলেই জিহাদিরা হিন্দু বাড়িতে লাভ জিহাদের মত পাপ করার সুযোগ পাবেনা । আজ অনুষ্ঠানে হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে রাজ্যে সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ছাড়াও অনামিকা মন্ডল, সোমা দে মন্ডল, মৌমিতে নাগ, সন্দীপন সরকার, অমলেন্দু বিকাশ মন্ডল, নবদ্বীপ দাস, সুব্রত সরকার, শ্রীমন্ত পালিত, মিন্টু ঘোষ সহ একাধিক রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

মেয়ের বিয়ের আগের দিন ১৬ ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে! ববির বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ নিজের জমি রক্ষা করতে কাউন্সিলরের স্বামীকে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। বিস্ফোরক অভিযোগ জোকার নবপল্লি এলাকায় জেমস লং সরণিতে। অভিযোগকারী সুনীল হালদার নামে ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি। অভিযোগ, জোকার নবপল্লি এলাকায় জেমস লং সরণির ধারে সাড়ে ১৩ কাঠা জমির মালিক সুনীল হালদার। তাঁর দাবি, ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাস ওই জমি কম দামে জোরপূর্বক কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। সুনীল হালদারের দাবি, তাঁর মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদের আগের দিন ববি বিশ্বাস তাঁকে প্রায় ১৬ ঘণ্টা নিজের দোকানে বসিয়ে রাখেন। ভয় পেয়ে সেদিন তিনি ৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। এরপরও বারবার টাকা দাবি করা হয় এবং টাকা না দিলে বাড়িতে বোমা ফেলা-সহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত নিজের জমি রক্ষা করার জন্য ধাপে ধাপে মোট ১৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন বলে দাবি করেছেন তিনি। সরকার পরিবর্তনের পর সাহস পেয়ে তিনি বিষয়টি নিয়ে হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের তির ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ক্রিস্টিনা বিশ্বাসের স্বামী ববি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীর বক্তব্য, 'সাড়ে ১৩ কাঠা জমি মাত্র ১০ লাখ কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এটা কি কোনওভাবে সম্ভব। কিন্তু জমিটার ওপর নজর থাকে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মেয়ের বিয়ের ঠিক আগের দিনই তুলে নিয়ে যায় সকালে। ১৬ ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়।' ববি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনওভাবে পুলিশ অভিযোগ নিতে চাইছে না বলে অভিযোগ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ববি বিশ্বাস এদিকে আদালতে আগাম জামিনেরও আবেদন করছেন।

'হাওড়া শহরের ড্রেনেজ সিস্টেম গত ১৫ বছরে পুরো ভেঙে পড়েছে',

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২৮ জুন ঃ 'হাওড়া শহরের ড্রেনেজ সিস্টেম গত ১৫ বছরে পুরো ভেঙে পড়েছে', অভিযোগ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-এর। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘প্রতি বছর বর্ষার আগে ডিসেলটিং এর কাজ হতো। নর্দমা পরিষ্কারের কাজ হতো। এবার নির্বাচন ছিল। কিন্তু চাইলে সেই কাজ হাওড়া পুরসভা করতেই পারতো। পুরসভা সেই কাজ করেনি। নির্বাচনের পর আমরা সেচ দপ্তর, কেএমডিএ, পুরসভা সকলকে নিয়ে একটা বৈঠক করেছিলাম। এরপর দ্রত গতিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন এমন ১১টি কাজ কেএমডিএ হাতে নিয়েছে। ৫০টি ডিসেলটিং এর কাজের মধ্যে হাওড়া পুরসভা ৩০টির কাজ শুরু করে দিয়েছে। কেএমডিএ ৪টি কাজ শুরু করে দিয়েছে। ২-৩ দিনের মধ্যে বাকি কাজ শুরু হবে। ড্রেন, খাল, ক্যানাল সব পরিষ্কারের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ভাগাড়ের কাছে 'এনক্লোচমেন্ট' সরিয়ে খাল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি পাপিয়া অধিকারী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ বেশ কিছুদিন ধরেও ডান হাতের আঙ্গুল ফুলে গিয়ে প্রবল ব্যথা ছিল। শনিবার তাঁকে বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে এ দিন তাঁর একটি মাইক্রো সার্জারি করা হয়। পাপিয়ার সোশাল মিডিয়াতেই বেশ হাসপাতালের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। পাপিয়া অধিকারী জানান, ডান হাতের মধ্যমায় ইনফেকশন হয়েছিল তাঁর। এই সংক্রমণের কারণে আঙুলটি মারাত্মক ফুলে গিয়েছিল। এই আঙুলের জন্য ডানহাতে কোনওরকম কাজ করতে পারছিলেন না তিনি। ডাক্তার তাঁকে জানিয়ে ছিলেন এই অবস্থায় যদি বেশিদিন আঙুলটি থাকত, তাহলে কেটে বাদ দিতে হত। এই কারণেই দ্রুত একটি মাইক্রোসার্জারি করতে হয়েছে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে অস্ত্রোপচার চলেছে। বাঙুরের মতো সরকারি হাসপাতালের প্রশংসা করে পাপিয়া বলেন, 'আমি টালিগঞ্জের বাসিন্দা। তাই বাঙুরই আমার যাওয়াটাই সুবিধাজনক ছিল। তাছাড়াও বাঙুরের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। অপারেশন থিয়েটারও দারুণ। আমি যখন গিয়েছি, খুবই সচেতন ও যত্ন করে আমার চিকিৎসা করেছে। তাহলে অন্য কোথাও যাব কেন!' পাপিয়া অধিকারীর আচমকা অসুস্থতার খবরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে টলিপাড়া থেকে শুরু করে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে। তাঁর অসুস্থ হওয়ার খবরটি জানাজানি হতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বহু সতীর্থ ও অনুগামীরা।

বাড়ছে স্নায়ুর চাপ! এবার ধর্মতলায় রাস্তায় বসে মাপজোক শুরু কুণালদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ কলকাতা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতে নিয়ে পৌঁছে গেলেন কুণাল ঘোষরা। রাস্তায় বসে শুরু করে দিলেন মাপজোকও। ছুটির সকালে দৃশ্যত ধরা পড়ল এই ছবি। যা সমালোচকদের মতে, স্নায়ুর চাপ বাড়ানোই লক্ষ্য কুণালদের। বিষয়টা কী? আসলে তৃণমূলের এখন দুই শিবির। আর ২১ জুলাই কারা মূলত পালন করবে, তা নিয়েও দুই শিবিরের মধ্যেই কার্যত টানাপোড়েন। গত কয়েক বছর ধরে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই একুশে জুলাই পালন করে আসছে তৃণমূল। এখন তৃণমূলে সমান্তরালভাবে তৈরি হয়েছে ঋতব্রত শিবিরও। তাঁরাও ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই একুশে জুলাই পালন করতে চান। ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার অনুমতি চেয়ে চিঠি করেছে মমতা শিবির। কিন্তু কার্যত তাঁদের ওপর স্নায়ুর চাপ বাড়াতে রবিবার সকালে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই ফিতা নিয়ে মাপার কাজ শুরু করে দিলেন কুণালরা। সাধারণত দেখা যায়, পুলিশের কাছ থেকে সভার অনুমতি পাওয়ার পরই সভাস্থল মাপজোকের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আগেভাগেই শুরু হয়ে গেল মাপজোক। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এদিন সকালে কুণাল ঘোষ, দোলা সেনরা ডেকরেটর্সের লোকজন নিয়ে পৌঁছে যান। শুরু করেন রাস্তার মাপ নেওয়া। তাঁদের আশা, আদালত কিংবা পুলিশ তাঁদেরই অনুমতি দেবে। এদিকে, ঋতব্রত শিবিরও একই জায়গায় একুশে জুলাইয়ের সভা করতে চেয়ে আবেদনের তোড়জোড় করছে। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার কর্মীদের দেওয়া ফোনো-বার্তায় দাবি করেছিলেন, অনুমতি যেখানেই মিলবে, সেখানেই সভা করবেন তিনি। প্রয়োজন পড়লে এ বছর তিনি পাঁচ জনকে নিয়েই একুশে জুলাই পালন করবেন। বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের সময়ে সৈনিকরা শহিদ হয়েছিলেন। সেই শহিদ তর্পণ আজও হয়। এবার কোন আগাছা-ব্যাঙাচি কে কী বলছে বলতে পারব না। আমরা নিয়মমতো আবেদন করেছি, আশা করি আবেদন পাওয়া যায়।' সাংসদ মহুয়া মৈত্রও বলেছেন, 'একুশে জুলাই হবে। সেটা গাছের তলাতেও হতে পারে, ধর্মতলাতেও। জানি না কোথায় অনুমতি দেবে।' মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কোন তৃণমূল শহিদ দিবস পালন করবে, কে চিঠি দিচ্ছে, সেটা আগে ঠিক হোক, বাকি পুলিশ ঠিক করবে। কে তৃণমূল, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

কচু পাতার ওপর জল! তারাতলার এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার নেপথ্যের কারণ শুনলে চমকে যাবেন!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ প্রথম থেকেই নির্মাণপদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন উঠছিল। তারাতলার বিপর্যয়ে এবার সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য। ওই গোডাউনে ঢালাইয়ের সময়ে ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই মানা হয়নি। খোলা টিনের ওপর তৈরি হচ্ছিল কংক্রিটের ঢালাই। তদন্তকারীদের প্রাথমিক রিপোর্টে তেমনটাই উল্লেখ রয়েছে। যে টিনের ওপর কংক্রিটের ঢালাই হয়েছিল, সেগুলো সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় ছিল। লোহার বিমের সঙ্গে আটকানোই হয়নি স্ক্রু! কেবল একটা টিনের সঙ্গে আরেকটা টিন স্ক্রু দিয়ে লাগানো হয়েছিল। সেই কারণেই কংক্রিট ঢালাইয়ের ওজন ধরে রাখতে পারেনি টিনগুলো। ঢালাইয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই সিমেন্ট বালির মিশ্রণ টিন থেকে পিছলে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায়। গোডাউন নির্মাণের ক্ষেত্রে নকসায় যে ক্রটি ছিল, সেটা প্রথম দিনই ধরা পড়েছিল। এবার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এল এই ভয়ঙ্কর কারণ। তিন তলার যে অংশটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল, টিনের ওপর কংক্রিটের ঢালাই হচ্ছিল। বিশ্লেষকদের মতে, কচু পাতায় জল ঢাললে যেরকম পিছলে যায়, ঠিক তেমনটাই হয়েছে এক্ষেত্রে। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে ৮ এমএম রড ব্যবহার করা হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, এতটা বড় ছাদে ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট নয়। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে এক এক জায়গায় এক এক রকমের মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল। মাঝখান থেকে ধসে পড়েই লোহার বিমগুলো ভেঙে যায়। তারাতলা বিপর্যয়ের পঞ্চম দিনে উঠে এল ভয়ঙ্কর তথ্য। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত এখনও একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপরিহার্য ও জরুরী পরিষেবাকে জ্বালানির বিধি নিষেধের আওতা থেকে সম্পূর্ণ ছাড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ রাজ্য সরকার অপরিহার্য ও জরুরী পরিষেবাকে জ্বালানির বিধি নিষেধের আওতা থেকে সম্পূর্ণ ছাড় দিয়েছে। খাদ্য সরবরাহ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছেন এখন থেকে স্বাস্থ্য, কৃষি,খাদ্য সরবরাহ, মৎস্যজীবী, জন পরিষেবা বা চা বাগানের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও গ্রাহকরা ব্যারেল বা পাত্রে ডিজেল কিনে তা বহন করতে পারবেন। রাজ্যের অর্থনীতিকে মসৃণ রাখতে এই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে ছাড় দেওয়ার জন্য প্রধান তেল কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি দৈনিক গ্রাহকদের জ্বালানি দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল তাও শিথিল করা হয়েছে। ডিজেল কেনার জন্য পাম্পে শুধুমাত্র প্রাথমিক পরিচয় পত্র দেখানোর কথা বলা হয়েছে।

তুলসী চক্রবর্তী হাসির আড়ালে জীবনসংগ্রামের জীবন্ত মহাকাব্য

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ বাংলা চলচ্চিত্রের সুবিশাল আকাশে এমন কিছু নক্ষত্র রয়েছেন, যাঁদের শিল্প সাধনার দীপ্তি সময়ের সীমানা অতিক্রম করে আজও সমান ভাবে উজ্জ্বল। তাঁদের অভিনয় শুধু দর্শকদের নির্মল আনন্দই দেননি, বরং বাংলা সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে করেছে আরও সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। প্রতিভা, নিষ্ঠা ও অভিনয়ের অসামান্য দক্ষতায় যাঁরা হয়ে উঠেছেন এক একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, তাঁদেরই অগ্রগণ্যদের একজন কালজয়ী কিংবদন্তি অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক অবিস্মরণীয় অভিনেতা, যিনি কৌতুক ও স্বাভাবিক সাবলীল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। হাস্যরস, ব্যঙ্গ, বেদনা, ট্র্যাজেডি কিংবা সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম;সবকিছুকেই তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে এমন স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যে সাধারণ দর্শক চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তুলসী চক্রবর্তী ১৮৯৯ সালের ৩ মার্চ হাওড়া জেলার গোয়ারি নামক একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা নিস্তারিনী দেবী। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী ভারতীয় রেলের কর্মচারী ছিলেন। চাকরির সূত্রে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হত। তাই আশুতোষ চক্রবর্তী তার দাদা প্রসাদ চক্রবর্তীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক সময় তুলসী চক্রবর্তীকে রেখে আসতেন। বড় হয়ে ওঠার আগেই পিতা আশুতোষ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। বাবার অকাল প্রয়াণে সংসারের দায়ভার নেমে আসে কচি কাঁধে। ফলে লেখাপড়াও আর বেশি দূর এগোয়নি তুলসী চক্রবর্তীর। শুরু হয় পাল ছেঁড়া নৌকার নোঙরহীন অনিশ্চিত জীবন। জীবন নদীর নানান ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। কখনও মদের দোকানে চাট তৈরি করেছেন, কখনও সার্কাস দলে জোকারের ভূমিকায় কাজ করেছেন। জীবজন্তুকে স্নান করিয়েছেন, কখনও ছাপাখানা।

সন্ন্যাসী কাউরী

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩

রবীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্তচন্দ্র

ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মলকুমারীর সাথে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বিবাহ হয়। যদিও সেই বিবাহ সম্পন্ন হতে প্রশান্তচন্দ্রকে দীর্ঘ সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নানা কারণে এই কালক্ষেপ। বলা বাহুল্য রানি ও প্রশান্তের বিয়ের দিন কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন হেরম্বচন্দ্র ও তাঁর পত্নী। বিবাহ সম্পন্ন হয় স্যার নীলরতন সরকারের বাসভবনে। একটা জাহাজ ছাড়ার বিলম্ব বদলে দেয় রাশিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু আমাদের দেশ নয় সারা পৃথিবীর অন্যতম পথিকৃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জীবন। কেম্ব্রীজের পাঠ শেষ করে দেশে ফিরবেন, ওদিকে জাহাজ ছাড়তে কিছু বিলম্ব হয়। বাক্সবিছানা সবই তো গোছানো, এখন সময় কাটাবেন কী করে? গেলেন কিংস কলেজের লাইব্রেরিতে। ঘুরে ঘুরে বই দেখে চললেন। বিজ্ঞান বই সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ চোখে পড়ল সেখানকার শিক্ষক ম্যাকালের। তিনি প্রশান্তচন্দ্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ‘বায়োমেট্রিকা’ নামক সেই সময়কার বিশিষ্ট স্ট্যাটিসটিক্স জার্নালের দিকে। ‘বায়োমট্রিকা’র সব খণ্ড দেখে তিনি এত মোহিত হয়েছিলেন যে পরে সব কয়টি খণ্ড কিনেও ফেলেছিলেন, দেশে আসার সময়ে জাহাজে পড়লেন। সংখ্যাতত্ত্বে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান প্রশান্তচন্দ্রকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দেয়। শুধুমাত্র রাশিবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় প্রশান্তচন্দ্রের অসাধারণ কাজকর্মের মূল্যায়ন হয় না এই বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব যেমন বিশ্বে স্বীকৃত তেমন গঠনমূলক কাজে তিনি অসমান্য

সম্পাদকীয়

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ‘ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠায়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আই এস আই প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের একটি কক্ষে ছিল, পরে পাকাপাকি ভাবে বরাহনগরে চলে আসে। ফলে গবেষণার কাজ জোরদার হয়। স্বল্প পরিসরে যেমন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সম্পর্কে আলোচনা অসম্ভব তেমন কঠিন আই এস আইয়ের অগ্রগতির সঠিক বিবরণ দেওয়া। এটুকু অবশ্যই বলা যায় প্রশান্তচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্ষুদ্র সংস্থা বিশাল আকার ধারণ করতে পেরেছে। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যায় মানুষ বিপর্যস্ত হলেন। সরকার এই পরিস্থিতিতে কি করবে ভেবে পায়না। ডাক পেলেন প্রশান্তচন্দ্র। এর আগে বন্যা কমিটি ভেবেছিল বন্যার জল ধরে রাখতে নীচু জমিতে জলাধার করবে। তবে মহলাবিশ মহাশয় বললেন ওই প্রকল্পে শুধু অর্থব্যয় হবে। এর চেয়ে বরং দ্রত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহন করে এবং অনিবার্য সাফল্য আসে। আজকের দিনে ‘বিগ ডেটা’র মহাসমুদ্র মন্থন করে অমৃত পাওয়ার সাধনায় মশগুল রাশিবিজ্ঞানীরা, ডেটা সায়েন্টিস্টরা। সে যুগেও বেশ কিছু বড় মাপের স্টাডি করেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। পাশের রাজ্য ওড়িশাতেও বন্যা হয়। মেঘনাদ সাহার মধ্যস্থতায় সেখানকার সরকার এর কারণ খুঁজতে বলে। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে প্রশান্তচন্দ্র রিপোর্ট দাখিল করলেন। সেই গবেষণালব্ধ ফলগুলির একটা সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় ‘সংখ্যা’ পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে। নিবন্ধের নাম 'Rain Storms and River Flood in Orissa' (with a map)। রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। শুধু মাত্র স্বস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণসঙ্গী নয় তাঁর সাহিত্যকৃতির নানা বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্র অভিমত দিতেন। বিশ্বভারতীর জন্মলগ্ন থেকে তিনি যুগ্মসচিব এবং টানা দশবছর ওই দায়িত্ব পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আস্থাভাজন হবার জন্য প্রশান্তচন্দ্রকে কার্যত কবির ‘লিটারারি এজেন্ট’ হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। ‘চয়নিকা’, ‘স্ফুলিঙ্গ’, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব প্রশান্তচন্দ্র পালন করেছেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রশান্তচন্দ্র করেছিলেন। কবির নিজস্ব কণ্ঠে কিছু গান ও আবৃত্তি গ্রামোফোনে রেকর্ড করিয়েছিলেন। কোন কোন গান ও আবৃত্তি রেকর্ড করা হবে তিনিই নির্বাচন করেছিলেন। আজ তাঁর প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।।

কোটিপতি সঙ্গীতশিল্পী গওহর

দেশের প্রথম কোটিপতি সংগীত শিল্পী তিনি, জানেন কী তাঁর নাম? ১৯০২ সালের ১১ নভেম্বর ভারতবর্ষের প্রথম রেকর্ডিং আর্টিস্ট হিসেবে তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন । প্রকাশ্যে নাক সিঁটকোলেও, তথাকথিত অভিজাত লোকেদের তাঁর দরবারে হত্যে দিতে হত। আড়ালে অনেকেই তাঁকে বলতেন বাঈজি, কেউ মানসিকতায় উদার, শিল্পীর সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর গাওয়া ভজন ‘রাধে কৃষ্ণ বোল মুখসে’ আজও জনপ্রিয়। যখন বাজারে এক ভরি সোনার দাম ২০ টাকা তখন গওহর জান একটি গান গাইতে তিনি পারিশ্রমিক নিতেন

সম্পাদকীয়

৩০০০ টাকা। আজকের দিনে ওই টাকার মূল্য কত হতে পারে একবার অনুমান করতে পারেন!! শুধু কেন অভিজাত শ্রেণী, রাজা মহারাজারা তাঁর গান শুনবে? সেই গান সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। ১৯০২ সালে ৭৮আরপিএম-এ প্রথম গান রেকর্ড করা হয়। অনেকেই হয়ত বলতে পারেন এত হেঁয়ালির কি আছে নামটা বলে দিলেই হয়। তিনি ভারতীয় সংগীতের সেই দাপুটে রানি যাঁর গান শেষে সেই সিগনেচার কণ্ঠ মাই নেম ইজ গওহর জান। ওহ গওহরের চলাফেরাও ছিল রাজরাজড়াদের মত কলকাতার রাস্তায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন ঘোড়ার গাড়িতে। কিন্তু তখন সাধারণ জনগণের জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়া নিষিদ্ধ ছিল তাই সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাইসরয়কে দিনে এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়েই সামনে-পিছনে চারটি ঘোড়া নিয়ে কলকাতার রাস্তা দাপিয়ে বেড়াতেন এই কিংবদন্তি। জনৈক ব্রিটিশর এক হাজার টাকার জরিমানার টাকা তাঁর মুখে ছুঁড়ে মারেন। কারণ নাকি ফি -সন্ধ্যায় রেশমি পর্দা ছয় ঘোড়ার ফিটনে ময়দানে বেড়াতে বের হতেন । বাইজির এই ঠাটবাটে বিরক্ত হয়ে ছিলেন! এই মিথের সত্য মিথ্যা আমাদের অজানা তবে গওহর জান সম্পর্কে এই তথ্যটি অনেকেই বিশ্বাস করেন। গওহরের কথা বলার আগে চলুন একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক। বেনারসের বাঈজি পাড়ায় সংগীত কণ্ঠকে পারদর্শী মলকা জানের খ্যাতি লোকমুখে ছড়াতে সময় লাগে নি। একসময়ে তিনি চলে আসলেন বেনারস থেকে কলকাতা। কিন্তু কেন! ইংরেজ সৈনিক হার্ডি হেমিংস বিবাহ করেছিলেন রুক্মিনী নামের এক ভারতীয়কে। তাঁদের কন্যা অ্যাডলিন ভিক্টোরিয়া হেমিংস। ওই অ্যাডলিন বিবাহ করলেন রবার্ট উইলিয়াম ইওয়ার্ডকে। তবে একসময়ে নাচ-গানে দক্ষ ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে স্বামী রবার্টের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে । ওদিকে কন্যা সন্তানটিকে একা তাঁর পক্ষে মানুষ করা কঠিন হচ্ছে। সেই সময় খুরশিদের সঙ্গে আলাপ। মেয়ের নাম গওহর রাখলেন ভিক্টোরিয়া। নিজে হলেন ‘মলকা জান’।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

স্বামী বিবেকানন্দ যেমনটি বলেছিলেন, ভারতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য সর্বদা কোনো বিশেষ বিষয় শেখা বা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতার বিকাশ নয়, বরং মনোযোগের প্রশিক্ষণই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং উচ্চতর গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে কারণ উচ্চতর গবেষণা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা হলো বৃক্ষহীন শাখার মতো-মূলহীন পুষ্পের ন্যায়। অনুভূতি ও পছন্দদকে যদি আমরা সুশিক্ষিত না করি, তবে মানুষটি প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে না সে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু কৌশল আয়ত্ত করে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। এসব কৌশলের সাহায্যে সে হয়তো জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার বা প্রাণসঞ্চার করার ক্ষমতা তার থাকে না। সে আসলে মানুষ নয়-সে এক চতুর বানর।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সর্বোচ্চ মানের শিল্পকলা সর্বদা আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগঘন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, এর জন্য প্রয়োজন গভীরতম ও সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার। শিল্পীকে তাঁর সমস্ত দৃষ্টি ও উপলব্ধির উৎস করতে হবে হৃদয়কে। কারণ বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প কিংবা বাণিজ্যের মতোই শিল্পকলাকেও এখন চর্চা করতে হবে কেবল ‘মাতৃভূমির নবনির্মাণ’-এর লক্ষ্যে-অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। সেই আদর্শ আমাদের সামনে কোন রূপে ধরা দিল, তা বড় কথা নয় উন্নতির পথটি কঠিন না কি সহজ, সেটাও কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। একমাত্র যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমাদের নিজস্ব সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা ঊর্ধ্বে আরোহণ করি। আমাদের সন্তানদের ঘিরে রাখতে হবে তাদের জাতি ও দেশের ভাবনায়। তাদের মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুটি পরিবারের গণ্ডির বাইরেই নিহিত থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষাবিদ এবং ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ প্রণেতা অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলা অভিধানের গুরুত্ব বিবেচনায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান দুটিই সর্বাপেক্ষা পরিচিত। তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান শব্দার্থের গভীর ও ব্যাপকতর অর্থ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষার শব্দ ছাড়াও এ অভিধানে আছে ইংরেজি, পর্তুগিজ, হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দ। তিনি শব্দার্থ স্পষ্ট করতে বাংলা সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন আবার একটি শব্দের পূর্ণ পরিচিতির জন্য সংস্কৃত থেকেও আবশ্যকীয় উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই অভিধান প্রথমে পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয় (১৯৩২-১৯৫১), পরে দুখন্ডে। বঙ্গীয় শব্দকোষ ছাড়াও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের কথা, সংস্কৃত-প্রবেশ, ব্যাকরণকৌমুদী, Hints on Sanskrit Composition Translation, পালিপ্রবেশ, শব্দানুশাসন, কবির কথা প্রভৃতি গ্রন্থ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, ১৯৫৪ সালে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম (ডিলিট) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

।। বঙ্গীয় শব্দকোষ ।।

অভিধান ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয় ও বিশ্বকোষ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিবৃতি অনুসারে আনুমানিক ১৩১১ বঙ্গাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা ভাষায় একটি অভিধান প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময় তিনি কবিরই নির্দেশে ছাত্রদের পাঠার্থ সংস্কৃতপ্রবেশ গ্রন্থের রচনাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কারণে পরে অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দে সংস্কৃতপ্রবেশ সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে তিনি অভিধানরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গ্রন্থের সূচনালগ্নে সঙ্কলয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অভিজ্ঞ আভিধানিকেরই সাহায্যলাভ করেননি। কোন পথপ্রদর্শক না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বচেষ্টায় এবং পরিশ্রমে তিনি এই বিশাল শব্দকোষগ্রন্থ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন-

তখন অভিধান-রচনার অনুরূপ উপকরণ সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসানে নানা বাঙলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল। এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্য-পদ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে প্রকাশিত বাঙলাভাষার অভিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ পত্রিকা সমুহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত শব্দসংগ্রহ হইতে অনেক শব্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাকৃতব্যাকরণ হইতেও অনেক বাঙলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব শব্দও কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার প্রায় দুই বসর অতীত হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র আমার শব্দ-সংগ্রহের সমাপ্তির দিন। এরপর সঙ্কলয়িতা সংগৃহীত শব্দসকল প্রায় দুই বছর কাল অতিবাহিত করে বর্ণানুক্রমে নিবদ্ধ করেন। ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রারম্ভেই তাঁর শব্দানুক্রমিকা সমাপ্ত হয়। পরে তিনি বাংলা শব্দের সঙ্গে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দ সংযোজিত করে শব্দের ব্যুপত্তি ও শিষ্টপ্রয়োগ সহ অর্থ লিখতে আরম্ভ করেন। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে অভিধানের মূল অবয়বের সূচনা। অভিধান-রচনা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় চাকুরি গ্রহণ করতে হয় এবং এর ফলে অভিধান প্রণয়ন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে সকল সমস্যা ব্যক্ত করেন। কবিবরের অনুরোধে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সঙ্কলয়িতাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন। এর কয়েকদিন পরেই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কবির নির্দেশে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে পুনর্নিযুক্ত হলেন। তখন পুনরায় তিনি পূর্বমত শব্দকোষ রচনাকার্যে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হলেন। এইভাবে ত্রয়োদশ বছর সুকঠিন পরিশ্রম করে ১১ মাঘ ১৩৩০ সালে শ্রী বন্দ্যাপাধ্যায় এই সুবৃহৎ অভিধান সমাপ্ত করেন।

।। প্রথম প্রকাশ ।।

১৩৩০ সালের সঙ্কলয়িতা তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি এবং সাহিত্যিকগণের নির্বাচিত সাতচল্লিশটি গ্রন্থ থেকে দ্বিতীয়বার শব্দসংগ্রহ ও সংযোজন করে চৈত্র মাসে পূর্বপ্রণীত পাণ্ডুলিপির সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। এর অনতিকাল পরে বিশ্বভারতী তাঁর সঙ্কলিত অভিধানটি প্রকাশের ইচ্ছাপ্রকাশ করেও অর্থাভাবে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণে অসমর্থ হয়। তখন সঙ্কলয়িতা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post-Graduate Teaching in Arts-এর ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতির নিকট গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আবেদন করেন। উক্ত সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ভাষাচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় যেহেতু পূর্বেই পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছিলেন সেহেতু তিনি কালবিলম্ব না করেই সাগ্রহে অভিধানপ্রকাশবিষয়ে অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর মতই ব্যয়বাহুল্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়নি। ভাষাচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অশেষ প্রয়াস সত্ত্বেও সেই সময় গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হল না। তখন অভিধান সঙ্কলয়িতা স্বয়ং স্ব-অর্থব্যয়ে ১৩৪০ সাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই অভিধানের ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৩৫৩ সালে ১০৫ খণ্ডে এই মুদ্রণ পরিসম্পন্ন হয়। এর অনতিকালপরে ১০৫ খণ্ডের এই অভিধান পাঁচ ভাগে ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার এই সম্পদ প্রসঙ্গে লিখেছেন, শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাজশেখর বসুও শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে লিখেছেন, কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস করেন নাই। বঙ্গীয় শব্দকোষে প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতেতর শব্দ (তদ্ভব দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সংকলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অসংস্কৃত শব্দের উপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সমদর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যত বাঙলা সাহিত্যের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণত সংস্কৃত সাহিত্য চর্চারও সহায়ক হইয়াছে। সংস্কৃত মৃত ভাষা কিন্তু গ্রিক লাটিনের তুল্য মৃত নয়। ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই বিপুল সম্প ভোগ করিবার সামর্থ্যও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র ও ব্যঞ্জনা-শক্তি থাকুক, বাঙলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থপ্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব বাঙলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোৎপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রয়োগ দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে। তাঁর জন্ম চবিবশ পরগনা জেলার রামনারায়ণপুর গ্রামে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বসিরহাটের জামাইকাটিতে। তাঁর পিতা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় এক জমিদারের কাচারিতে চাকরি করতেন। ছাত্রজীবনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রবেশিকা ও এফএ পরীক্ষা পাস করার পর বৃত্তি নিয়ে বিএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হলে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বাংলা ১৩০৮ সনে কলকাতা টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন। এ স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করে ১৩০৯ সনের শ্রাবণ মাসে তিনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারির অন্তর্গত পতিসরের কাচারিতে সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন। পতিসরে জমিদারি পরিদর্শনে এসে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণের জ্ঞানচর্চায় আগ্রহ লক্ষ করে উক্ত সনের শেষে তাঁকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ স্কুলে তিনি তিরিশ বছর (১৩০৯-১৩৩৯) শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতায় নিষ্ঠা এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিধান রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর অভিপ্রায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কোষগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এরই ফসল বিখ্যাত বঙ্গীয় শব্দকোষ।

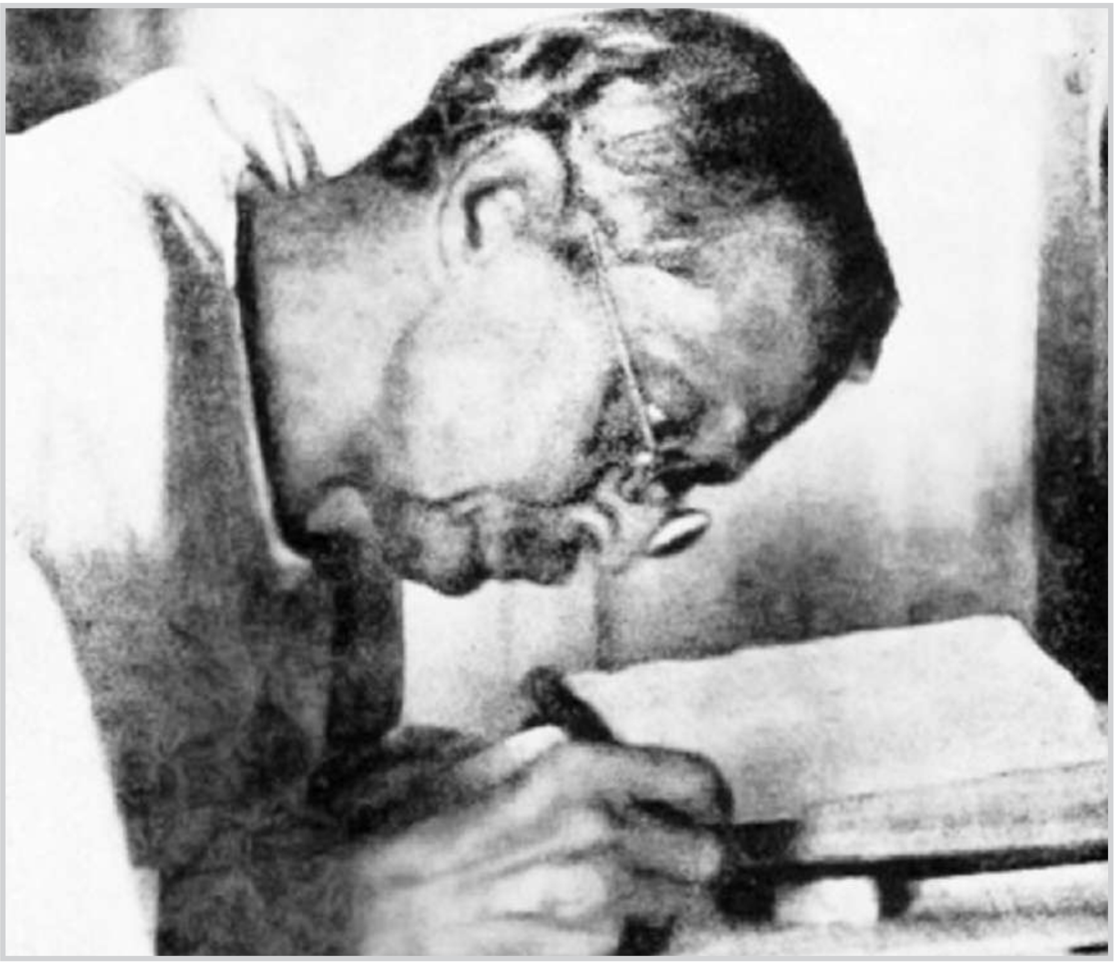

শৈশবের আড়ালে পরিণত অপরাধ। নদিয়ার ছাত্রাবাস হত্যাকাণ্ড এবং ভেঙে পড়া নৈতিকতার মানচিত্র

রবীন্দ্র কুমার শীল

নদিয়ার একটি ছাত্রাবাসে এক ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে যে ঘটনা সামনে এসেছে, তা আর নিছক একটি কিশোরসুলভ ভুল বা আবেগতাড়িত আচরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রাখে না। এটি এখন একটি গভীর, অস্বস্তিকর এবং ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সমাজকে-যেখানে অপরাধের বয়স কমে গেলেও অপরাধবোধ বা পরিকল্পনার পরিপক্কতা কমে যাচ্ছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, একেবারে অল্পবয়সী মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার, সুপরিকল্পিত এবং নির্মম মানসিকতা। এই ঘটনাকে কেবল একটি ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরীণ বিবাদ হিসেবে দেখা হলে তা হবে মারাত্মক ভুল। কারণ, এই ধরনের ঘটনা আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক চাপ এবং ডিজিটাল যুগের মানসিক বিকৃতি-সব মিলিয়ে তৈরি হওয়া এক জটিল সংকটের বহিঃপ্রকাশ। নদিয়ার এই হত্যাকাণ্ড তাই শুধুই একটি অপরাধ নয়, বরং এক গভীর সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। আজকের সমাজে ছাত্র শব্দটি আর সেই সরলতা বহন করে না, যা একসময় করত। ছাত্রাবাস, যা এক সময় ছিল শৃঙ্খলা, সহাবস্থান এবং শিক্ষার একটি নিরাপদ পরিসর, তা ধীরে ধীরে অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে চাপ, প্রতিযোগিতা এবং অস্থির মানসিকতার একটি জটিল ক্ষেত্র হিসেবে। সেখানে সম্পর্ক গড়ে উঠছে দ্রুত, ভাঙছে আরও দ্রুত, আর তার মাঝখানে জমে উঠছে অবিশ্বাস, ক্ষোভ এবং কখনো কখনো সহিংসতা। নদিয়ার ঘটনাটি এই বাস্তবতাকে আরও একবার নগ্নভাবে সামনে এনে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে যেটি একটি তর্ক বা সংঘাত হিসেবে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে, সেটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে প্রাণঘাতী পরিণতিতে। আর এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি উঠে আসে-এই ধরনের সিদ্ধান্ত কি সত্যিই অপরিণত মন এর কাজ, নাকি এর পেছনে কাজ করছে এক ধরনের পরিণত কিন্তু বিকৃত মানসিক কাঠামো? অনেক মনস্তত্ত্ববিদই বলবেন, বয়স সবসময় পরিপক্কতার মাপকাঠি নয়। একজন কিশোর বা তরুণও যদি দীর্ঘ সময় ধরে হিংসা, প্রতিযোগিতা, অপমান এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বেড়ে ওঠে, তাহলে তার মধ্যে এক ধরনের প্রিম্যাচিউর অ্যাডাল্ট হিংসা তৈরি হতে পারে। অর্থা, শরীরের বয়স কম হলেও মনের মধ্যে জন্ম নিতে পারে এক ধরনের স্থিত, পরিকল্পিত এবং যুক্তিনির্ভর সহিংসতা। নদিয়ার ঘটনা সেই তত্ত্বকেই যেন বাস্তবে প্রমাণ করে দিচ্ছে। এই ধরনের ঘটনায় সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো পরিকল্পনার উপাদান। যদি কোনো অপরাধ তাক্ষণিক রাগের ফল হতো, তাহলে সেটিকে আবেগের বিস্ফোরণ বলা যেত। কিন্তু যখন সেখানে একাধিক ধাপ, সিদ্ধান্ত, এবং সুযোগের ব্যবহার দেখা যায়, তখন সেটি আর কেবল আবেগ থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে একটি কনস্ট্রাক্টেড ক্রাইম। আর সেই নির্মাণ যত নিখুঁত হয়, ততই তা প্রমাণ করে অপরাধীর মানসিক পরিপক্কতা।

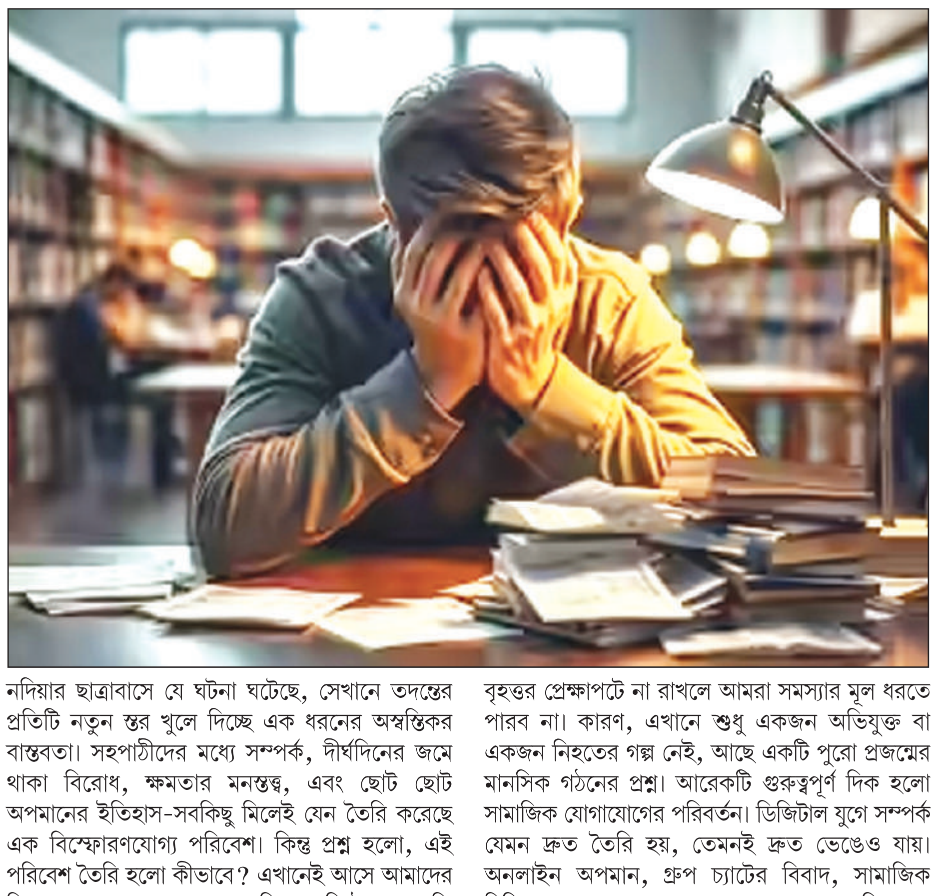

নদিয়ার ছাত্রাবাসে যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে তদন্তের প্রতিটি নতুন স্তর খুলে দিচ্ছে এক ধরনের অস্বস্তিকর বাস্তবতা। সহপাঠীদের মধ্যে সম্পর্ক, দীর্ঘদিনের জমে থাকা বিরোধ, ক্ষমতার মনস্তত্ত্ব, এবং ছোট ছোট অপমানের ইতিহাস-সবকিছু মিলেই যেন তৈরি করেছে এক বিস্ফোরণযোগ্য পরিবেশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পরিবেশ তৈরি হলো কীভাবে? এখানেই আসে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি শুধুই নম্বর, পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে? সেখানে কি ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সহনশীলতা এবং নৈতিক শিক্ষা যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে? উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তিকর। কারণ, অনেক প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের মানসিক জগৎ নিয়ে আলোচনা হয় না, তাদের ভেতরের চাপ বোঝার চেষ্টা হয় না, বরং সাফল্যের পরিমাপ হয় শুধুই ফলাফলের ভিত্তিতে। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিই ধীরে ধীরে তৈরি করছে এক ধরনের মানসিক বিচ্ছিন্নতা। একজন ছাত্র যখন অনুভব করে যে তার মূল্য শুধুই তার ফলাফলে, তখন ব্যর্থতা বা অপমান তার কাছে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংকট হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সংকট থেকেই জন্ম নিতে পারে রাগ, প্রতিশোধ এবং কখনো কখনো অপরাধ। নদিয়ার ঘটনাকে সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে না রাখলে আমরা সমস্যার মূল ধরতে পারব না। কারণ, এখানে শুধু একজন অভিযুক্ত বা একজন নিহতের গল্প নেই, আছে একটি পুরো প্রজন্মের মানসিক গঠনের প্রশ্ন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক যোগাযোগের পরিবর্তন। ডিজিটাল যুগে সম্পর্ক যেমন দ্রুত তৈরি হয়, তেমনই দ্রুত ভেঙেও যায়। অনলাইন অপমান, গ্রুপ চ্যাটের বিবাদ, সামাজিক মিডিয়ার চাপ-এসব আজকের তরুণদের মানসিকতায় গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেক সময় বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোও এই ভার্চুয়াল সংঘাতের ছায়ায় বিষাক্ত হয়ে উঠছে। ছাত্রাবাসের মতো সীমাবদ্ধ পরিবেশে এই চাপ আরও ঘনীভূত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কম, মানসিক স্পেস সীমিত, এবং সংঘাতের সুযোগ বেশি। ফলে ছোট ঘটনা বড় রূপ নিতে সময় লাগে না।

নদিয়ার ঘটনাও সেই একই ধারার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, সমাজ হিসেবে আমরা এই ধরনের ঘটনাকে কীভাবে দেখি? আমরা কি এটিকে কেবল অপরাধ হিসেবে দেখি, নাকি এর পেছনের মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণগুলোও বুঝতে চাই? যখন আমরা শুধুমাত্র শাস্তির দিকে মনোযোগ দিই, তখন আমরা উপসর্গকে দমন করি, কিন্তু রোগকে নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও জরুরি হলো সেই পরিবেশকে চিহ্নিত করা, যা এই ধরনের অপরাধ জন্ম দেয়। নদিয়ার ঘটনা আমাদের সেই অস্বস্তিকর সত্যের সামনে দাঁড় করায় যে, অনেক সময় অপরাধ শুধু ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং একটি কাঠামোগত ব্যর্থতা। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং নীতি-সব মিলিয়ে যদি একটি নিরাপদ মানসিক পরিবেশ তৈরি না হয়, তাহলে এই ধরনের ট্র্যাজেডি বারবার ফিরে আসতে পারে। এই ঘটনার আরেকটি দিক হলো নরমালাইজেশন অফ ভায়োলেন্স বা সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ। আজকের দিনে চলচ্চিত্র, সিরিজ, গেম এবং সামাজিক মিডিয়ায় সহিংসতা অনেক বেশি দৃশ্যমান। যদিও সবকিছুকে সরাসরি দায়ী করা যায় না, কিন্তু তরুণ মন যখন নিয়মিতভাবে সহিংস চিত্রের মধ্যে থাকে, তখন তার সংবেদনশীলতা ধীরে ধীরে বদলে যেতে পারে। নদিয়ার ঘটনায় তাই শুধু একজন অভিযুক্তকে নয়, বরং পুরো পরিবেশকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। কারণ, একটি সমাজ তখনই নিরাপদ থাকে যখন তার ভেতরের ছোট ছোট জায়গাগুলোও মানসিকভাবে নিরাপদ থাকে। ছাত্রাবাস, স্কুল, কলেজ-এসব শুধু পড়াশোনার জায়গা নয়, এগুলো হলো মানুষের চরিত্র গঠনের প্রথম বাস্তব ক্ষেত্র। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আইন তার নিজস্ব পথে এগোবে। কিন্তু সমাজের প্রশ্ন থেকে যাবে। আমরা কি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারছি, যেখানে একজন তরুণ তার রাগকে অপরাধে পরিণত না করে তা বোঝার এবং নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়? নদিয়ার ছাত্রাবাস হত্যাকাণ্ড তাই শুধুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি বড় আয়নার মতো, যেখানে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবহেলার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অপরাধের বয়স কমতে পারে, কিন্তু অপরাধের গভীরতা যদি বাড়তে থাকে, তাহলে সেটি আর কিশোরসুলভ থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে এক পরিণত, ঠান্ডা এবং ভয়ঙ্কর বাস্তবতা, যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া সমাজের আর কোনো পথ থাকে না।

শান্তিপুরে জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত ১

ছোটেন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ জুনঃ রবিবার বিকেলে শান্তিপুর বাইপাস সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ট্রাক্টর ও লরির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে ৩টা নাগাদ ইট ডেলিভারি করে শান্তিপুর থেকে ঝিটকেপোতার উদ্দেশ্যে ফিরছিল একটি ট্রাক্টর। অভিযোগ, বাথনা পার হওয়ার পর পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির লরি ট্রাক্টরটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরের ডালার নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জ্ঞানদা ঘোষ নামে এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত হন ট্রাক্টরের চালক ইজাবুল শেখ এবং সহযাত্রী বিকাশ দাস। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত ও আহত তিনজনেরই বাড়ি ঝিটকেপোতা এলাকায়। আহত চালক ইজাবুল শেখের দাবি, শান্তিপুর থেকে ইট নামিয়ে ফেরার সময় তাঁদের ট্রাক্টরের পিছনে এসে সজোরে ধাক্কা দেয় লরিটি। সংঘর্ষের পর ট্রাক্টর উল্টে গেলে জ্ঞানদা ঘোষ ডালার নিচে চাপা পড়েন। অন্যদিকে তিনি ও বিকাশ দাস ছিটকে রাস্তার ধারের ঝোপে পড়ে যান। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান দুটি সরিয়ে দেয়।

হুগলির পর বাঁকুড়া, এবার বড় স্বীকৃতি দশাবতার তাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ জুনঃ শনিবার হুগলি আর রবিবার বাঁকুড়া। সব মিলিয়ে বাংলার মিষ্টির জয়-জয়কার। গতকাল জলভরা সন্দেশ, মনোহরার মতো হুগলি জেলার একাধিক মিষ্টি পেয়েছিল জিআই ট্যাগ। আর এবার জিআই পেল বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস। স্বীকৃতি মেলায় খুশি তাস শিল্পীরা। মল্ল রাজাদের আমল থেকেই এই তাস তৈরির শিল্প চলে আসছে বিষ্ণুপুরের বুকে। একসময় এই তাস দিয়ে নিয়মিত তাস খেলা হলেও বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায়। তবে বিশেষ ঘরানার অঙ্কনরীতি অনুসরণ করে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে তৈরি এই তাস শুধু দেশের শিল্প রসিকদের কাছে নয়, বিদেশের শিল্পপ্রেমীদের কাছেও যথেষ্ট আগ্রহের

সামগ্রী। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর একসময় ছিল মল্ল রাজাদের রাজধানী। সেই বিষ্ণুপুরে আর পাঁচটা নামী কুটির ও হস্ত শিল্পের মধ্যে অন্যতম হল দশাবতার তাস শিল্প। শহরের শাঁখারিবাজার এলাকায় ফৌজদার পরিবার এই তাস অঙ্কনের সঙ্গে যুক্ত। কথিত আছে মুঘল রাজদরবারে চালু থাকা তাসের আদলে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা তাস খেলার প্রচলনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এরপর সেই তাস তৈরির দায়িত্ব পড়ে মল্ল সেনাপতি ফৌজদার পরিবারের উপর। সেই সময় বিষ্ণুপুরের রাজারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিষ্ণুর দশটি অবতার নিয়ে এই তাস অঙ্কনের রীতি চালু হয়। বিষ্ণুর দশটি অবতার, দশ অবতারের দশটি বাহন, দশটি অস্ত্র, দশটি প্রতীক মিলিয়ে মোট ১২০ টি তাস নিয়ে তৈরি হয় একটি সেট। এক সময় শুধু রাজপ্রাসাদেই নয়, বিষ্ণুপুর শহরের বহু মানুষ এই তাসের খেলা জানতেন। তবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই তাস খেলা হারিয়ে যায় বিষ্ণুপুরের বুক থেকে। বর্তমানে শিল্পী শীতল ফৌজদার সহ হাতেগোনা কয়েকজন এই তাসের খেলা জানেন। খেলার চল না থাকলেও রাজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই তাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের মানুষের আবেগ। এবার সেই তাসই জিআই তকমা পাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি তাস অঙ্কন শিল্পী থেকে শুরু করে বিষ্ণুপুরের আপামর মানুষ।

শিলিগুড়ি পুরসভার ৪৭ ওয়ার্ডে পরিষেবা দেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জুনঃ পুরসভার মেয়র পদত্যাগ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলাররা তার পরে কয়েকদিন ধরে পুরবোর্ড নতুন করে গঠনের তোড়জোড়ও করেন। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রশাসক বসানোর পরে কাউন্সিলাররা সকলেই এখন প্রাক্তন। তাঁদের কোনও কাজ নেই। ওয়ার্ড কাউন্সিলার-এর অফিসেও তালা পড়েছে। ফলে সকালে রাস্তার আবর্জনা সাফ হল কি না, বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছল কি না, তা দেখার এখন আর কেউ নেই। এই পরিস্থিতিতে শহরে পুরপরিষেবা বজায় রাখতে ৪৭টি ওয়ার্ডে জনকল্যাণ সেবা সমিতি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলাররা বৈঠকে বসে শহরের হাল হকিকত জানার পরে পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। তার পরেই ঠিক হয়, ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা না-থাকায় সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না-হন, সে জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ওই সমিতি গঠন করা হবে। ওই সমিতিই পুরকর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নাগরিক পরিষেবা

অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবে। বিজেপি নেতা নান্টু পাল বলেন, ''বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলাররা এমন ভাব করছেন যেন পুর নির্বাচনেও হেরে গিয়েছেন। মেয়র এবং তৃণমূল কাউন্সিলারদের কেউ না থাকায় জনকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে বিজেপি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখবে।'' পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এ বিষয়ে পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, ''তৃণমূল কাউন্সিলারদের বোর্ড গঠনের জন্য অনেক সময় দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বোর্ড গঠন করতে পারেননি। নাকাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়েই আমাদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে।'' বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের কেউ কোনও ওয়ার্ডেই বিদায়ী কাউন্সিলারের বিকল্প হওয়ার চেষ্টা করবেন না। বরং পুরকর্তৃপক্ষকে পুর পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে সহায়তায় করবেন। ডেঙ্গি যাতে না-ছড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শহরের কোথাও আবর্জনা জমে থাকলে পুর কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন। শিলিগুড়ি পুরসভার আবর্জনা সাফাই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মানিক দে। তিনি জানিয়েছেন, ওয়ার্ডে পরিষেবা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি কাজ করছেন। তিনি বলেন, ''আবর্জনা সাফাইয়ের ক্ষেত্রে পুরকর্তৃপক্ষ কোনও সহযোগিতা চাইলে আমি অবশ্যই করব। আবর্জনা সাফাইয়ের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। সেগুলি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেব, যাতে কাজে কোনও সমস্যা না-হয়। পদ ছাড়লেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছি।''

স্কুলে গিয়ে বাথরুমের ছাদে উঠে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে পড়ুয়ারা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রামঃ বয়স বড়জোড় সাত কী আট। কিংবা তার কম হবে। তারা উঠছে স্কুলের বাথরুমের ছাদে। আর তারপর পরিষ্কার করছে জলের ট্যাঙ্ক। স্কুলের ছাত্ররা জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করলে বাকি কর্মীরা কি করেন? কেন স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের দিয়ে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করানো হবে? বড়সড় বিপদ ঘটলে তার দায় কে নেবে? ঠিক এমনই গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন অভিভাবকরা। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের ধড়সা অঞ্চলের মুনিয়াদা প্রাইমারি স্কুল। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সকালে আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন অভিভাবক লক্ষ্য করেন, স্কুলের বাথরুমের ছাদে উঠেছে ছোট ছোট পড়ুয়ারা। এরপর বিপজ্জনকভাবে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে কয়েকজন ছাত্র। এমনকী, এক পড়ুয়াকে ওই জলের ট্যাঙ্কের ভিতরেও নামানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। যাতায়াতের পথে এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান গ্রামবাসীরা। পড়ুয়াদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সাফ জানায়, ''মাস্টারমশাই আমাদের এই কাজ করতে বলেছেন।'' প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বাচ্চারা ওই ছাদে উঠে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিল। সেখানে খেলাধুলো করছিল। ঘটনাটি জানাজানি হতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব বাগচীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অভিভাবকরা। প্রথমে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে প্রধান শিক্ষক বলেন, ''আমরা ক্লাসরুমের ভিতরে ছিলাম, তাই বুঝতে পারিনি কখন ছাত্ররা উপরে উঠে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে। চোখে পড়ামাত্রই আমরা বাচ্চাদের নামিয়ে দিই।''

হলদিয়া শিল্পাচালকে আবার সচল করতে উঠেপড়ে লেগেছে নতুন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়াঃ বছর ২৫ আগে বহু আশা নিয়ে গড়ে উঠেছিল হলদিয়া শিল্পাচল। বাম আমলে ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু মমতা সরকার প্রায় সব শেষ করে দিয়েছে ওই শিল্পাচলকে। আবার নতুন করে শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে শুভেন্দু সরকার। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের স্পেশাল ড্রাইভ শুরু। পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া। গা ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে হলদি নদী। এই নদীর পাড়েই শিল্পাঞ্চল। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল। একের পর এক কারখানা। স্থানীয়দের দাবি, এই কারখানাগুলির বেশিরভাগই তৈরি হয়েছে বছর তিরিশ আগে। তৃণমূল জমানায় শুধুমাত্র ঝাঁপ পড়েছে। নতুন শিল্প কার্যত আসেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার হলদিয়ায় দিনবদলের তোড়জোড়। হলদি নদীর তিরে শিল্পে গতি আনতে তাই তৎপরতা শুরু। সৌজন্যে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ। বিনিয়োগকারীদের জমি দিতে বিশেষ ড্রাইভ শুরু করেছে তারা। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কুমার বলেন, ''এইচডিএ-র কাছে আবেদন এসেছে এইচপিসিএলের থেকে। ওনারা জমি চাইছেন ইন্ডাস্ট্রির জন্য। ডেটা সেন্টার করতে চাইছেন। তার জন্য জমি চাইছেন। আলোচনা করে জমি দেব।'' হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চল। কিন্তু পলি জমে নাব্যতা কমেছে হলদি নদীর। এর জেরে হলদিয়া বন্দরে জাহাজ যাতায়াতে সমস্যা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূল জমানায় শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নের কাজ থমকে ছিল। অভিযোগ হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদকে কার্যত অকেজো করে রাখা হয়েছিল। পালাবদলের পর হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদকে ফের সক্রিয় করা হয়েছে। চেয়ারম্যান করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমারকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ মতো বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেন তিনি।

পুকুরে জাল ফেললেই উঠবে ইলিশ, বিরাট গবেষণা বাংলায়, বিশ্বজুড়ে নজির গড়বে কাকদ্বীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ২৮ জুনঃ বাঙালি আর ইলিশ মাছ একে অপরের পরিপূরক। বর্ষাকাল এলে বাঙালির পাতে ইলিশ থাকবে এমনটা হয় না। কিন্তু ভাল সুস্বাদু ইলিশের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে বর্ষার জন্য। কিন্তু সারা বছরই যদি এই মাছ পাওয়া যায় কেমন হয়? সেই লক্ষ্যেই পুকুরে ইলিশ চাষ নিয়ে চলছে গবেষণা। ইতিমধ্যেই পুকুরে ইলিশ চাষের জন্য পঞ্চম ধাপ হয়। আর এই প্রক্রিয়াতেই সাফল্য পেতে শেষ ধাপের গবেষণা চলছে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ধাপের গবেষণায় সাফল্য আনতে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে অত্যাধুনিক স্যালিনিটি গ্রেডিয়েন্ট রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেমের (আরএএস) উদ্বোধন করা হয়। শনিবার এটির উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-সিবার অধিকর্তা ডঃ

পর্যন্ত সাফল্য মিলেছে। এবারে শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ ধাপের গবেষণা শুরু করল কাকদ্বীপের কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা। আর এই ধাপের গবেষণায় সাফল্য পেলেই, আগামী দিনে ব্যক্তিগত পুকুর গুলিতেও ইলিশ মাছ চাষ করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, বাজারেও কিনতে পাওয়া যাবে পুকুরের ইলিশ। তবে, পুকুরে ইলিশ চাষের শুরু আজ থেকে নয়। দশ বছর আগে থেকে কাকদ্বীপের মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত সেই সাফল্য এসেছে। গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৯৮২ গ্রামের ইলিশ পুকুরে চাষ করা গেছে। তবে সাফল্য আসবে তখনই যদি ডিম থেকে পোনা ফোটানো সম্ভব কুলদীপ কে লাল ও কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডঃ দেবাশীষ দে। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন গবেষণার প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থার কাকদ্বীপ শাখার অধ্যক্ষ ও ইলিশ গবেষণার মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টর দেবাশীষ দে বলেন, ''পরিবেশগতভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে পুরো প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনটি পাতকুয়ায় তিন রকমের জল রাখা রয়েছে। সেই জলকে বৈদ্যুতিক পাম্পের মাধ্যমে ঘূর্ণিজল করা হয়েছে। এছাড়াও ওই জলের উষ্ণতা, দূষণ ও স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করে ইলিশের পোনা ছাড়া হয়েছে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রায় এক বছর নজরদারি চালাতে হবে।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.
THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DP)

POWERTRONIX ENGINEERING LIMITED

Corporate Identity Number: U93000WB2011PLC160665

Our Company was incorporated under the name and style of 'Powertronix Engineering Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 14, 2011 issued by the, Deputy Registrar of Companies, West Bengal. On April 1, 2014, Powertronix Engineering Private Limited acquired the business of M/s. Powertronix, a partnership firm, along with its assets, goodwill, and ongoing business operations, pursuant to Acquisition agreement. Consequent to this acquisition, the business operations of M/s. Powertronix were integrated into our Company. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on November 14, 2025 and by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on November 18, 2025, our Company was converted into a public limited company, consequently our name was changed to 'Powertronix Engineering Limited' and a fresh certificate of incorporation dated December 23, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The corporate identification number of our Company is U93000WB2011PLC160665.

Registered Office: 207 Mahatma Gandhi Road, Flat No - F-1 & F2, Kolkata – 700082, West Bengal, India; **Tel:** +9133 24026403; **Email:** info@powertronix.co.in
Website: www.powertronix.co.in; **Contact Person:** Puja Dhanania, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: TAPAN KUMAR DASGUPTA, TARUN DASGUPTA AND ARUN DASGUPTA

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 41,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF POWERTRONIX ENGINEERING LIMITED ("OUR COMPANY" OR "POWERTRONIX" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS COMPRISING OF FRESH OFFER OF UPTO 35,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS ("FRESH OFFER") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 5,50,000 EQUITY SHARES BY PROMOTERS ("SELLING SHAREHOLDERS") AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS ("OFFER FOR SALE") ("PUBLIC OFFER"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IN 10/- EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES OF THE FACE VALUE

In terms of Rule 19(2)(b)(I) of the SCRR this Offer is being made for at least 25% of the post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company. This Offer is being made through Fixed Price process in accordance and compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations wherein a minimum 50% of the Net Offer is allocated for Individual Investors who applies for minimum application size and the balance shall be offered to individual applicants other than Individual Investors who applies more than minimum application size and other investors including corporate bodies or institutions, QIBs and Non-Institutional Investors. However, if the aggregate demand from the Individual Investors is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be added to the non-retail portion offered to the remaining investors including QIBs and NIIs and vice-versa subject to valid applications being received from them at or above the Offer Price. Additionally, if the Individual Investors category is entitled to more than 50% on proportionate basis, the Individual Investors shall be allocated that higher percentage. All potential investors shall participate in the Offer only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the respective bank accounts and / or UPI IDs, in case of UPI Applicants, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) for the same. For details in this regard, specific attention is invited to ***"Offer Procedure"*** beginning on page 279 of this Draft Prospectus. A copy will be filed with the Registrar of Companies as required under Section 26 of the Companies Act, 2013 .

This Public Announcement is made pursuant to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 (**"SEBI ICDR Regulations"**) vide notification dated March 08, 2025.

The DP filed with the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**") shall be made available for the public comments, if any, for the period of at least 21 days from the date of such filing and hosting the same on the website of the BSE at www.bseindia.com, website of the Issuer at www.powertronix.co.in and on the website of LM i.e. Khandwala Securities Limited at www.kslindia.com. Our Company invites the public to give their comments on the DP filed with the BSE, with respect to the disclosers made in the DP. The members of the public are requested to send the copies of their comments to BSE SME and/or Company Secretary and the Compliance Officer of the Issuer and/or LM at their respective address mentioned below and the same should reach on or before 5:00 P.M. on the 21st day from the aforesaid date of filing of DP with BSE SME.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their Own examination of the issuer and the offer including the risk involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Prospectus. Specific attention of investors is invited to the section titled ***"Risk factors"*** on page 21 of the Draft Prospectus.

Any investment decision may only be taken after the prospectus ("**Prospectus**") has been filed with RoC and must be based soley on the basis of such prospectus, as there may be any material changes in the Prospectus from the DP. Equity Shares, when offered through prospectus are proposed to be listed on BSE SME.

For details of share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of the Association and number of Equity Shares subscribed by them, see ***"Capital Structure"*** on page 78 of the DP. The Liability of the members of our company is limited.

For details of the main objects of the issuer as contained in the Memorandum of the Association, see ***'History and Certain Corporate Matters'*** on page 167 of the DP.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
KHANDWALA SECURITIES LIMITED	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.	PEL
Khandwala Securities Limited G-II, Ground Floor, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India **Telephone:** +91 224 076 7373; **Email:** ipo@kslindia.com **Investor grievance e-mail:** mbinvestorgrievance@kslindia.com **Contact Person:** Alok Desai **Website:** www.kslindia.com **SEBI Registration Number:** INM000001899	**Skyline Financial Services Private Limited** D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 **Tel:** +91 11 4045 0193 / 197 **Email ID:** ipo@skylinerta.com **Investor Grievance Email Address:** grievances@skylinerta.com **Contact Person:** Anuj Rana **Website:** www.skylinerta.com **SEBI Registration No.:** INR00000324 **CIN:** U74899DL1995PTC071324	**Puja Dhanania** 207 Mahatma Gandhi Road Flat No - F-1 & F2, Kolkata - 700082 West Bengal, India **Telephone:** 033 24026403 **E-mail:** cs@powertronix.co.in Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the LM or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post- Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode etc.

All the capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in DP.

For, POWERTRONIX ENGINEERING LIMITED
Sd/-
Puja Dhanania
Company Secretary & Compliance Officer

Date : June 26, 2026
Place : West Bengal, India

POWERTRONIX ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and considerations, to make initial public offer of Equity Shares and has filed DP with BSE SME on June 26, 2026 . The DP is available on the website of BSE at www.bsesme.com, Issuer at www.powertronix.co.in and on the website of LM i.e. Khandwala Securities Limited at www.kslindia.com. Any potential investor should note that the investment in the Equity Shares involves high degree of risk and for details relating to such risk kindly refer ***"Risk Factors"*** on page 21 of the DP. Potential investors should not rely on the DP filed with BSE SME for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.
There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

KIRIN ADVISORS

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 10/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Emergent surging 1 (one) no. of existing tubewell with changing column pipe beside of Block- 2 in KIT Housing Scheme No. BRS-II under Housing Sector, KMDA, Rs.1,17,249/- (including GST & LWC), Rs.2,250/-, 01 month, **Last date & time of Online Bid submission:** 08.07.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-191)
www.wbtenders.gov.in ICA-T11252(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-04 of 2026-27
Online **percentage rated** e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Supply, delivery and replacement of the existing old MS column pipe with the new PVC Column pipe and some other allied works at Kanaipore Nawpara, Barojibi and Raghunathpore-2 P/H under FAWS-1 scheme., Rs.4,54,269.48, Rs.9,400/-, 10 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 15.07.2026, 12PM., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-196)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T11254(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Sub-Divisional Officer, Salt Lake Water Supply Sub-Division invites e-tender vide Tender ID No. 2026_UDD_1029522_1 vide NIT No.: WBUDMAD/SLP/NIeT-01/2026-27 of SDO, SLWSSD dated: 24.06.2026. Estimated Amount of work is Rs. 2,72,760.00. Bid submission start date (online) 29/06/2026 from 11.00 hrs. Bid submission closing date (online) 06/07/2026 upto 13:00 hrs. All documents can be seen/obtained from the website https://wbtenders.gov.in Detailed information can also be seen in the website https://udma.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Sub-Divisional Officer, Salt Lake Water Supply Sub-Division, Nirman Bhawan, 2nd Floor, Kolkata-91 ICA-T11256(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-10 (Date)
Irrigation & Waterways Directorate
Ref. e-NIT No.:- WBIW/SE/CE(W)/ NIT-09e/2025-26
(Tender Id:- 2026_IWD_996915_4)
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/ Bid submission end date is now extended up to 10.07.2026 till 12:30 Hours instead of 22.06.2026 till 12:30 Hours and technical bid opening date is extended up to 15.07.2026 at 15:00 Hours instead of 25.06.2026 at 15:00 Hours. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Details of the corrigendum may be seen from the departmental website and http://etender.wb.nic.in (direct site). Email address and mobile nos. are mentioned here under : e-mail id :. ce2iwd2007@gmail.com Mobile No. : 9804659659 Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (West) I &W Dte. Purba Bardhaman.
ICA-T11242(1)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: SWM-II/GRU-002/2026-27, Tender ID: 2026_KMC_1029485_1
Name of the Work: **Engagement of one hired LCV truck for attending break down services of different vehicles under GRU/SWM-II Deptt.** Estimated Amount: ₹ **1,79,100.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00**. Period of Completion: **180 days**. Last date and time of submission of Bid: **02.07.2026 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2026 (6 p.m.)** from the websites: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Electrical)/Lighting, KMC** invites item rate tender (Open Quotation) online in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-01/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of Furnace No.-8 at new complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **9,000.00 (L.S.)**. Last date and time of submission of Bid: **09.07.2026.** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 at 4 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting-HQ, KMC** invites e-Tender online quoted rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/08/26-27
Name of the Work: **Installation of G.I. Wire Mesh for Air conditioning indoor units at various locations in CMO Building & Hogg Building under KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **7,900.00**. Period of completion: **12 Days.** Last date and time of submission of Bid: **10.07.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in/**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid systems for following works:
(1) NIT No.: LTG/17/WD-18/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-18 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,46,320.82**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.
(2) NIT No.: LTG/16/WD-19/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-19 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,48,013.58**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.
(3) NIT No.: LTG/15/WD-20/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-20 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,49,706.34**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of completion: **30 Days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **13.07.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for following works:
(1) NIT No.: KMC/XV/135/005/2026-2027/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Removal of silt from Surface Drain at Lidi Para, China Para etc. N/H/No. P-16, P-244, P-227, P-55, P-37, P-91 etc. in Ward No.-135, Br.-XV.** Estimated cost (including GST & Cess): ₹ **2,49,549.71**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **30.06.2026 – 12 Noon**. Documents download/sell start date and time (online): **30.06.2026 – 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online): **09.07.2026 – 4 p.m.** Bid submission start date and time (online): **30.06.2026 – 4 p.m.** Bid submission closing (online): **09.07.2026 – 4 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (online): **11.07.2026 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/004/2026-2027/R
Name of the Work: **Maintenance of Paver Block passage near H/No. R-130, R-131, R-38, R-42, R-80, S-29 etc. and at different places in Ward No.-137, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,75,971.77**. Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Period of completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid: **09.07.2026 – 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **11.07.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (163/26-27)

দেশ-বিদেশ

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাজুড়ে জেএমবি-র বড় ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস ধর্মীয় উগ্রপন্থা মামলায় এনআইএ-র চার্জশিট দাখিল

আগরতলা, ২৮ জুনঃ ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) ত্রিপুরায় সক্রিয় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সঙ্গে জড়িত একটি মামলায় বিস্তারিত চার্জশিট দাখিল করেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তসংলগ্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কথিত আন্ত ঃসীমান্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের দাবি, চার্জশিটে জেএমবি-র সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের সংগঠন কাঠামো, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের সম্ভাব্য যোগসূত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক মাস ধরে তদন্তাধীন এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, সংগঠনটি গোপন উপায়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার এবং স্থানীয় পর্যায়েসদস্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। ভারতের প্রধান সন্ত্রাসবাদবিরোধী তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ গোয়ে ঃদা তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে যে, জেএমবি বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম বিস্তারের পাশাপাশি ভারতের ভূখণ্ডেও নিজেদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছিল। চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযুক্তরা গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে চলাফেরা সমন্বয় এবং সমর্থন সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল, যাতে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়ানো যায়। তদন্তকারীদের মতে, এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর নজরদারিতে থাকা আন্ত ঃসীমান্ত অনুপ্রবেশের একটি বৃহত্তর প্রবণতার প্রতিফলন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ও অনেকাংশে অরক্ষিত সীমান্ত থাকার কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে দীর্ঘদিন ধরেই সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে

বিবেচনা করা হয়। ফলে এই অঞ্চলে নজরদারি, গোয়ে ঃদা তথ্য বিনিময় এবং যৌথ নিরাপত্তা অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। তদন্তের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চার্জশিটে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ, যোগাযোগের রেকর্ড এবং জিজ্ঞাসাবাদে রেকর্ড করা বয়ানের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব তথ্যের মাধ্যমে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের মধ্যে সম্ভাব্য যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে যে, উপস্থাপিত প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। চার্জশিট দাখিলকে মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত মামলায় চার্জশিটই তদন্তের ফলাফল আদালতের সামনে উপস্থাপনের প্রধান নথি, যেখানে বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অভিযোগের যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে যে আন্ত ঃসীমান্ত উগ্রপন্থী নেটওয়ার্ক মোকাবিলা করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এসব সংগঠন সাধারণত বিকেঃন্দ্রীভূত কাঠামোয় পরিচালিত হয়, যা তাদের শনাক্ত ও দমন করাকে আরও কঠিন করে তোলে। পাশাপাশি এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সীমান্ত অতিক্রম করে চলাচলের কারণে তদন্ত আরও জটিল হয়ে পড়ে। ফলে একাধিক সংস্থার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ত্রিপুরায় চার্জশিট দাখিলের ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও সতর্কতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্ব পেয়েছে। প্রশাসন বারবার জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গোয়ে ঃদা তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো তাৎক্ষণিক কারণ নেই। এই মামলাটি ডিজিটাল যুগে উগ্রপন্থার পরিবর্তিত রূপ এবং অনলাইন মাধ্যমে চরমপন্থী মতাদর্শ প্রচারের বিষয়টিকেও সামনে নিয়ে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সদস্য সংগ্রহ এবং মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করছে। ফলে প্রচলিত গোয়ে ঃদা তৎপরতার পাশাপাশি সাইবার নজরদারি সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার দাবি উঠছে। চার্জশিট দাখিলের মাধ্যমে মামলাটি বিচারিক প্রক্রিয়ার নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করলেও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে সময় লাগতে পারে। চার্জশিটে নাম থাকা অভিযুক্তরা আদালতে নিজেদের বক্তব্য ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স উভয় পক্ষের যুক্তি এবং প্রমাণ বিচার করে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবে। বর্তমানে এনআইএ-র এই পদক্ষেপকে ভারতের সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী সংবেদনশীল এলাকাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। মামলাটি বিচারাধীন থাকলেও সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কগুলোর ওপর নজরদারি অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

পুণে হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়, জেরায় অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির দাবি

পুণে, ২৮ জুনঃ মহারাষ্ট্রের পুণেতে ঘটে যাওয়া বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন মোড় এসেছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক অভিযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিয়েছেন বলে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। সেই বয়ানে উঠে এসেছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিয়ে ঘিরে বিরোধ এবং দীর্ঘদিনের পারিবারিক ও আর্থিক দ্বন্দ্বের মতো একাধিক বিষয়। যদিও তদন্তকারী সংস্থা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করেনি, তবুও এই নতুন তথ্য মামলার তদন্তকে এক নতুন দিক দেখিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি পুণের একটি আবাসিক এলাকায় ঘটে। প্রথমদিকে এটিকে একটি সাধারণ মারাত্মক হামলার ঘটনা বলে মনে হলেও তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই উঠে এসেছে আরও জটিল তথ্য। তদন্তকারীদের মতে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি, গোপন মতবিরোধ এবং একাধিক পরিকল্পিত পদক্ষেপ থাকতে পারে। ঘটনার প্রতিটি পর্যায় এখন নতুন করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তদন্তে অগ্রগতি আসে, যখন নিহত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ বলে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, জেরার এক পর্যায়ে অভিযুক্ত ভেঙে পড়ে এবং অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন বলে অভিযোগ। তাঁর বয়ানে বিয়ে নিয়ে মতবিরোধ, আর্থিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতির মতো বিষয় উঠে এসেছে বলে জানা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি দাবিতে বলা হচ্ছে, অভিযুক্ত নাকি মন্তব্য করেছিলেন, বিয়ে ভাঙার চেয়ে কেতনকে হত্যা করা সহজ ছিল। তবে এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি এবং এটি তদন্তাধীন একটি দাবি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বয়ানকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে না। বরং সেই বক্তব্যের প্রতিটি অংশ ফরেনসিক বিশ্লেষণ, মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড, ডিজিটাল তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের মূল লক্ষ্য হলো ঘটনার প্রকৃত ক্রম নির্ধারণ করা এবং এতে অন্য কেউ জড়িত ছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের সম্মতি এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই পরিচয় প্রকাশ করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক ময়নাতদন্তে শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা থেকে তদন্তকারীদের ধারণা, মৃত্যুর আগে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনার পরপরই পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের বাড়ি ও দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে অভিযুক্তদের গতিবিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার আর্জি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ' শিক্ষকের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ

সম্পর্কে বিদ্যালয় স্তর থেকেই সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়েছেন ঝাড়গ্রামের শিক্ষক ও ' সম্মানপ্রাপ্ত সুব্রত মহাপাত্র। তাঁর দাবি, অল্প বয়স থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব।ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া কেসিএম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুব্রত দীর্ঘদিন ধরেই থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার কাজে যুক্ত। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত এই শিক্ষক মনে করেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে চিকিৎসার পাশাপাশি সচেতনতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সেই কারণেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় ছাত্রছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হোক। তাঁর যুক্তি, এই ব্যবস্থা চালু হলে শুধু পড়ুয়াদের নয়, তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যেও রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।সুব্রতের দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম-দুই জেলাতেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। দুই জেলা মিলিয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় বারোশো। অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনতার অভাবে মানুষ বিয়ের আগে বা সন্তান পরিকল্পনার আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করান না। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই বংশগত রোগের ঝুঁকি থেকে যায়। বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হলে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে বলেই তাঁর বিশ্বাস।বছরের পর বছর ধরে বিদ্যালয়ে কাজের পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার প্রচার চালিয়ে আসছেন সুব্রত। বিদ্যালয় ছুটির পর সাইকেলে চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পোস্টার সাঁটেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং দেওয়ালে সচেতনতামূলক বার্তা লেখেন। সম্প্রতি তিনি দেওয়ালে লিখেছেন, ' সব স্তরে সরকারি সুবিধে পাওয়ার জন্য থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক।' তাঁর প্রচারের অন্যতম স্লোগান, ' সন্তানের জন্ম দিতে বিয়ের আগে কুষ্ঠী বিচার নয়, থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা অবশ্যই করান।'' এই বার্তা নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।শুধু থ্যালাসেমিয়া নয়, সমাজসেবার নানা ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে সুব্রতের। বাল্যবিবাহ রোধ, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে তিনি নিয়মিত অংশ নেন। তাঁর মতে, বিদ্যালয় কেবল পড়াশোনার জায়গা নয়, সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলারও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কাজে লাগানো প্রয়োজন।মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে সুব্রত আবেদন জানিয়েছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে বিদ্যালয় স্তরে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক। তাঁর আশা, সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিলে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে একটি কার্যকর সচেতনতামূলক উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সরগরম রাজনৈতিক মহল

১-র পাতার পর - দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। এদিকে রাজনৈতিক মহলেও ইউসিসি ইস্যু নিয়ে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে সরকারপক্ষের দাবি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইনের সমতার নীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, এই ধরনের আইন প্রণয়নের আগে বিস্তৃত আলোচনা, সাংবিধানিক ব্যাখ্যা এবং সামাজিক প্রভাবের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন জরুরি। সব মিলিয়ে সোমবারের বিধানসভা অধিবেশন এখন রাজনৈতিক মহলের নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে। ইউসিসি বিল সত্যিই পেশ হয় কি না, হলে তার চূড়ান্ত রূপ কী হবে এবং তা নিয়ে বিধানসভায় কী ধরনের আলোচনা ও রাজনৈতিক অবস্থান সামনে আসে-সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল, আইন বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের।

সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

১-র পাতার পর - অভিযোজনের মতো ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। সরকারি সূত্রের দাবি অনুযায়ী, সেশেলসের এই স্বীকৃতি পাওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সম্মানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেল। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সম্মান ভারতের বৈশ্বিক কূটনৈতিক উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি বিভিন্ন দেশের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করা, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাই এই সফর ও সম্মানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বর্ধমান গড়ার বার্তা দিতে গ্লাভস হাতে রাস্তায় মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জুনঃবর্ধমান শহরকে পরিচ্ছন্ন, দূষণমুক্ত ও সবুজ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে রবিবার ক্লিন বর্ধমান, গ্রিন বর্ধমান কর্মসূচির সূচনা করল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফাউন্ডেশন। শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে একদিন করে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে শহরের সবুজায়ন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বর্ধমান পৌরসভার সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং সমাজসেবী অচিন্ত্যকুমার মণ্ডল। পরিচ্ছন্নতা অভিযানে মন্ত্রী নিজে হাতে গ্লাভস পরে আবর্জনা পরিষ্কার করেন এবং পরে চারা গাছ রোপণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেন। তিনি নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বর্ধমান গড়ার এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।ফাউন্ডেশনের সদস্য সন সিংহ ও সুধীরঞ্জন সাউ বলেন, শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তনে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে।সুধীরঞ্জন সাউ জানান, এই উদ্যোগ স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর ভাবনায় অনুপ্রাণিত। তাদের লক্ষ্য, বর্ধমান শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এই অভিযান ছড়িয়ে দিয়ে ক্লিন বর্ধমান, গ্রিন বর্ধমান-কে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করা এবং শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও বাসযোগ্য করে তোলা।

মুকার বে ছিল লক্ষ্য, মানালি শৃঙ্গে সাফল্য

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- লক্ষ্য ছিল হিমাচল প্রদেশের ৬,০৬৯ মিটার উচ্চতার দুর্গম মুকার বে শৃঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলতা, ভয়ঙ্কর বরফঢাকা পথ এবং প্রাণঘাতী ঝুঁকির মুখে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন অভিযাত্রীরা। তবুও অভিযান থেমে থাকেনি। মানালি শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান শেষ করলেন কৃষ্ণনগরের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব কৃষ্ণনগর (ম্যাক)-এর চার সদস্যের দল। এই অভিযানে ছিলেন নবদ্বীপের বামুনপুকুর হাই স্কুলের শিক্ষক প্রশান্ত সিংহ, যা নদীয়ার কাছেও গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।দলের নেতৃত্বে ছিলেন ষাটোর্ধ্ব এভারেস্টজয়ী বসন্ত সিংহরায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা, পার্থসারথি লায়েক এবং প্রশান্ত সিংহ। গত ৬ জুন কৃষ্ণনগর থেকে যাত্রা শুরু করে দলটি হাওড়া, চণ্ডীগ।, মানালি হয়ে হুম্ভার পৌঁছায়। এরপর টানা পদযাত্রা শেষে বিয়াস কুন্ড থেকে শুরু হয় প্রকৃত পর্বতারোহণ। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল প্রায় ৬৫ বছর ধরে কার্যত অচর্চিত ও অত্যন্ত দুর্গম মুকার বে শৃঙ্গ।

NAME CHANGE

I, Abdul Rahim SK S/O- Sekh Abdul Salam, residing at Vill- Minapur, P.O.- Bohar, P.S.- Memari, District – Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713430, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL RAHIM SEKH vide affidavit No-88, Dated -25/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Abdul Rahim SK and Abdul Rahim Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mijanur Sekh (Old Name) S/O–Samim Sk resident of Vill & Po-Natial, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Mijanur Sekh to Mijanur Shaikh and henceforth I shall be known as Mijanur Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/06/2026 . My name Mijanur Shaikh & Mijanur Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Haidar Ali Seikh, S/O–Akher Seikh resident of Halsanapara, Chowrigacha, Chumarigacha, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that (my name) Haidar Ali Seikh, recorded my aadhar card no-474657587667, & my voter card no- WOB1606383 , & Haider Ali recorded my ration card no-RKSY-I 204196221 , & Haidar Ali recorded My madhyamik certificate, & my passport no –N8007994, & Haidar Ali Sk recorded my birth certificate , & my father's name Akher Seikh recorded my aadhar card no-474657587667, & Akher Sk recorded my voter card no- WOB1606383, Akher Ali Sk recorded my birth certificate, & Akher Ali recorded my passport no –N8007994 , & my mother's name Nargij Bibi recorded my birth certificate, & Nargiz Bibi recorded my passport no –N8007994.

NAME CHANGE

I, Jahanghir Biswas (Old Name) S/O–Asrab Biswas resident of Haripur Paschimpara , Haripur Chhitka, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741189 do hereby declared that I have changed my name from Jahanghir Biswas to Jahangir Biswas and henceforth I shall be known as Jahangir Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Jahangir Biswas & Jahanghir Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Kudduch Malita (Old Name) S/O–Bhadu Malita resident of Haripur, Haripur Chhitka, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741189 do hereby declared that I have changed my name from Kudduch Malita to Quddus Malitya and henceforth I shall be known as Quddus Malitya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Quddus Malitya & Kudduch Malita both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mahiruddin Sarkar (Old Name) S/O–Nebaruddin Mondal resident of Vill –Mehedipara, Jalilpara, Po-P. T Rasulpur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Mahiruddin Sarkar to Mahiruddin Mondal and henceforth I shall be known as Mahiruddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Mahiruddin Mondal & Mahiruddin Sarkar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sikensi Sarkar (Old Name) S/O–Mahiruddin Mondal resident of Vill –Mehedipara, Jalilpara, Po-P. T Rasulpur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Sikensi Sarkar to Sikensi Mondal and henceforth I shall be known as Sikensi Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Sikensi Mondal & Sikensi Sarkar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Samim Shaikh (Old Name) S/O–Saiyad Sk resident of Vill & Po-Natial, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Samim Shaikh to Samim Sk and henceforth I shall be known as Samim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/06/2026 . My name Samim Sk & Samim Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aliya Bibi Sk (Old Name) W/O–Nabiur Sekh resident of Vill & Po-Natial, Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Aliya Bibi Sk to Aliya Bibi and henceforth I shall be known as Aliya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/06/2026 . My name Aliya Bibi & Aliya Bibi Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Asaratan Bibi (Old Name) W/O–Samsuddin Mandal resident of Vill –Kuthi Satbariya , Po-Gangadaspara, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Asaratan Bibi to Asratan Bibi and henceforth I shall be known as Asratan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Asratan Bibi & Asaratan Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Sagir S/O- Abdul Rahim Sekh, residing at Vill- Minapur, P.O.- Bohar, P.S.- Memari, District – Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713430, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH SAGIR vide affidavit No-89, Dated -25/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Sagir and Sekh Sagir both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কিরণ দেবী স্বামী ব্রিজেশ কুমার গত ইংরাজি ২২.১২.২০২৩ হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-13422 নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী রাজকুমার বর্মা পিতা-কেবল কিষান বর্মা নিকট হইতে কোনো মৌজায় হাল ১৭৩ নম্বর দাগে হাল ৯৫২ নম্বর খতিয়ানে ২ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি জগাছা B.L&L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

NAME CHANGE

I, Abu Taher Sk (Old Name) S/O–Lakumaddin Sekh resident of Vill - Chhetiani , Po-Dadpur, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Abu Taher Sk to Abutaher Sekh and henceforth I shall be known as Abutaher Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Abutaher Sekh & Abu Taher Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamal Sekh (Old Name) S/O–Jarjis Sk resident of Vill -Parbatpur , Po-Durdapur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Kamal Sekh to Kamal Sk and henceforth I shall be known as Kamal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Kamal Sk & Kamal Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Badrul Haque (Old Name) S/O–Abdul Mazid Sk resident of Vill -Laskarpur , Po-Naskarpur, Ps-Samserganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Badrul Haque to Badrul Hoque and henceforth I shall be known as Badrul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Badrul Hoque & Badrul Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Masud Alam Miyan (Old Name) S/O–Aulad Hossain Mia resident of Pratapnagar, Ps-, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Masud Alam Miyan to Masud Alam Mia and henceforth I shall be known as Masud Alam Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Masud Alam Mia & Masud Alam Miyan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aolad Miyan (Old Name) S/O–Abdus Sattar Mia resident of Pratapnagar, Ps-, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Aolad Miyan to Aulad Hossain Mia and henceforth I shall be known as Aulad Hossain Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Aulad Hossain Mia & Aolad Miyan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ejabul Hoque Momin (Old Name) S/O–Kashimuddin Momin resident of Vill & Po-Alipur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Ejabul Hoque Momin to Md Ejabul Hoque and henceforth I shall be known as Md Ejabul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Md Ejabul Hoque & Md Ejabul Hoque Momin both are same and one identical person..

NAME CHANGE

I, Mohammad Sadamul Hoque (Old Name) S/O–Mohammad Motalim Shaikh resident of Ratanpur, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Sadamul Hoque to Md Sadamul Hoque and henceforth I shall be known as Md Sadamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Md Sadamul Hoque & Mohammad Sadamul Hoque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Belal Khan (Old Name) S/O–Md Samsuzzoha Khan resident of Vill -Katnai , Po-Gankar, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Belal Khan to Md Belal Khan and henceforth I shall be known as Md Belal Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/06/2026 . My name Md Belal Khan & Mohammad Belal Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramzan Ali Mondal (Old Name) S/O-Atar Ali Mandal resident of Purba Aptair, Po-Hili, Ps-Hili, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my name from Ramzan Ali Mondal to Ramjan Ali Mondal and henceforth I shall be known as Ramjan Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Ramjan Ali Mondal & Ramzan Ali Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramjan Ali Mandal (Old Name) S/O–Atar Ali Mandal resident of Purba Aptair, Po-Hili, Ps-Hili, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my name from Ramjan Ali Mandal to Ramjan Ali Mondal and henceforth I shall be known as Ramjan Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Ramjan Ali Mondal & Ramjan Ali Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramjan Ali Mondal S/O– Atar Ali Mandal resident of Purba Aptair, Po-Hili, Ps-Hili, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my son's name from Mohammad Priyo Mondal (Old Name) to Md Priyo Mondal (new name) and henceforth he shall be known Md Priyo Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My son's name Md Priyo Mondal (new name) & (Old Name) Mohammad Priyo Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sukhen Rajbonshi (old name) S/o- Narayan Rajbanshi residing at Gokarna Panapara, Gokarna, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUKHEN RAJBONSHI to SUKHEN RAJBANSHI and henceforth I shall be known as SUKHEN RAJBANSHI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 16/06/2026. SUKHEN RAJBONSHI (old name) and SUKHEN RAJBANSHI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dilip Rajbonshin (old name) S/o- Sukhen Rajbanshi residing at Gokarna Panapara, Gokarna, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DILIP RAJBONSHIN to DILIP RAJBANSHI and henceforth I shall be known as DILIP RAJBANSHI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 16/06/2026. DILIP RAJBONSHIN (old name) and DILIP RAJBANSHI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bilwamangal Deb (old name) S/o- Keshab Kantha Dev residing at Bagshirapara, Aurangabad, Suti, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BILWAMANGAL DEB to BILLWAMANGAL DEV and henceforth I shall be known as BILLWAMANGAL DEV (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 27/06/2026. BILWAMANGAL DEB (old name) and BILLWAMANGAL DEV (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Panuara Bibi (old name) W/o- Ainuddin Sk residing at Kantanagar, Kantanagar, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PANUARA BIBI to PANU BIBI and henceforth I shall be known as PANU BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 27/06/2026. PANUARA BIBI (old name) and PANU BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amena Khatun (old name) W/o- Abu Raihan residing at Kantanagar, Kantanagar, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMENA KHATUN to AMINA KHATUN and henceforth I shall be known as AMINA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 27/06/2026. AMENA KHATUN (old name) and AMINA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abed Ali Sk (old name) S/o- Nurnabi Seikh residing at Alampur, Sabdarnagar, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742175 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABED ALI SK to ABED SEIKH and henceforth I shall be known as ABED SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 27/06/2026. ABED ALI SK (old name) and ABED SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Fazar Sk (old name) S/o- Swapan Sk residing at Kagram, Kagram, Purba Madhyapara, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FAZAR SK to FAJAR SK and henceforth I shall be known as FAJAR SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 27/06/2026. FAZAR SK (old name) and FAJAR SK (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, জিশান খান (পিতাঃ স্বর্গীয় আমানুল্লাহ খান), ৬৬, ব্রাইট স্ট্রিট, থানা-কারায়া, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে-

১. আমার মায়ের সঠিক নাম হলো 'মাহতাব আরা বেগম' (MAHTAB ARA BEGUM), যা তাঁর আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের মতো নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

২. আমার পাসপোর্ট এবং জন্ম সনদে আমার মায়ের নাম ভুলবশত 'মাহতাব বেগম' (MAHATAB BEGUM) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাহতাব আরা বেগম' এবং 'মাহতাব বেগম' যে একই ব্যক্তি, তা আলিপুরের বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিলকৃত হলফনামা নং - ৫৩৫৪৫ (তারিখঃ ২২-০৬-২০২৬) অনুযায়ী নিশ্চিত করা হলো।

কার্নিশে আটকে বিড়াল, ক্লাইম্বিং করে উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ২৮ জুনঃ কার্যত পশুপ্রেমী মানুষের সচেতনতা, বিধায়কের তৎপরতা ও দমকলের প্রচেষ্টায় ৩ দিন পর জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বহুতলের কার্নিশে আটকে থাকা ওই বিড়ালকে। গত তিনদিন ধরে ওই বহুতল ভবনের চারতলায় অবস্থিত একটি ব্যাঙ্কের এসির নিচে কার্নিশে আটকে পড়েছিল বিড়ালটি। অবিরত চিৎকার করছিল অবলা প্রাণীটি। আশেপাশের প্রতিবেশীরা তাকে বাঁচাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। খাবার দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিড়ালটি ভয়েতে কিছুই মুখে তোলেনি। এরপর তাকে উদ্ধারের জন্য তৎপরতা শুরু হয়। শনিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় ভিতর থেকে উদ্ধার করা কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। শেষমেশ এলাকার সাধারণ মানুষ ও প্রতিবেশীরা উদ্যোগ নিয়ে বিষয়টি বালির স্থানীয় মাননীয় বিধায়ক সঞ্জয় সিংকে জানান। খবর পাওয়ামাত্রই বিধায়ক সঞ্জয় সিং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে নিজেই সরাসরি ফায়ার স্টেশনে ফোন করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। এদিকে, বিধায়কের ফোন পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালি ফায়ার স্টেশনের এক দল। অবশেষে বালি দমকল কেন্দ্রের সাব-অফিসার বাপন কুমার বাকুলি এবং তাঁর দলের প্রায় ২ ঘণ্টার অক্লান্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ (ক্লাইম্বিং করে) চেষ্টার পর বিড়ালটিকে সম্পূর্ণ জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রাণীটি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় খুশি সকলেই।

বিজেপির অভিযোগে জেরবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে এবার পুলিশও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করলো, গ্রেপ্তার হবেন বিধায়ক?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান,২৮ জুন ঃ শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-২ নম্বর ব্লকের কাশিপুর এলাকায় একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিপাকে পড়তে চলেছেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা দলের নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক থানা ছাড়াও রাজ্যের আরও কয়েকটি থানায় বিজেপি দল এবং তাদের যুব মোর্চার তরফ থেকে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন ,নওদার বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে একাধিক থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। সমস্ত থানায় 'জিরো এফআইআর' রুজু করা হচ্ছে। যেহেতু হুমায়ুন কবীর এই বিতর্কিত বক্তব্য রেজিনগর থানার কাশিপুর এলাকায় রেখেছিলেন, তাই রেজিনগর থানা বিধায়কের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগগুলোর তদন্ত করবে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রেজিনগরের কাশিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর, ভরতপুরের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অনামিকা ঘোষের নাম নিয়ে এবং রেজিনগরে বিজেপির কিছু কার্যকলাপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন -ভোটে হেরেও এরা মনে করছে যেন এমএলএ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা এমন আস্ফালন শুরু করেছে... আমি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বলেছি আপনি এবং আপনার দল জিতেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু মুর্শিদাবাদে তাঁদেরকে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলুন। আমি

যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব সেদিন এমন স্যাটা ভাঙ্গা মার শুরু করব যে আপনাদের পতাকা (পড়ুন বিজেপির পতাকা) বহন করার লোক থাকবে না। হুমায়ুনের এই বিতর্কিত মন্তব্যের পরই শনিবার রাতে বিজেপির যুব মোর্চার তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর পাশাপাশি মালদার ইংরেজবাজার থানাতেও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে হুমায়ুন কবীর বড় বিপদে পড়তে চলেছেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্বে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে হুমকি দেওয়ার জন্য। শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অতনু দাস শনিবার রাতে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯২, ১৯৬(২১), ১৯৭, (১)(সি), ২৯৬ (বি), ১৩২, ৩৫৬ (২),৩৫২ ৩৫৩ (২) এবং ৩৫১ (২) ধারায. একটি সুয়ো মোটো মামলা রুজু করেছেন। হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া, দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা, জাতীয় সংহতি নষ্টের চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীকে আঘাত এবং কর্তব্যে বাধা দানের চেষ্টা, মানহানি ,উত্তেজনামূলক ভাষণ, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যে ধারায় পুলিশের তরফ থেকেও মামলা রুজু করা হয়েছে তার মধ্যে একাধিক ধারা জামিন অযোগ্য। একের পর এক দায়ের হওয়া মামলা এবং পুলিশের সুয়ো মোটো মামলা নিয়ে হুমায়ুন কবীরের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি প্রতিক্রিয়া দেননি। হুমায়ুন কবীর যদি প্রতিক্রিয়া দেন তাহলে পরে তা এই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হবে। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিজেপির যুব মোর্চার অভিযোগ দায়ের এবং পুলিশের সুয়ো মোটো মামলা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, হুমায়ুন কবীর 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান। তবে ওঁর সঙ্গে আম জনতাও নেই আর উন্নয়নও নেই। তাই শুধু বাবরি মসজিদ আর মুসলমান নিয়ে আলোচনা। উনি কি শুধু মুসলমানদের নেতা ? বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে গোটা রাজ্যের লোক এবং হুমায়ুন কবীরের পরিবারের লোকেরাও তাঁর মুখের ভাষা শুনেছেন। হুমায়ুন কবীর যদি নিজের ভাষা শুদ্ধ না করেন তাহলে তাকে শোধন করার ব্যবস্থা বিজেপি করবে। তিনি বলেন, হুমায়ুন কবীর যাকে যা পারছেন বলে যাচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু হচ্ছে তা শোধন করার একটা প্রক্রিয়া। এতে যদি তিনি শুধরে যান ভালো, না হলে তাঁকে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে (পড়ুন জেলে) শোধন করে দেওয়া হবে।

অরিজিৎ কি অসুস্থ? বহরমপুরে চিকিৎসকের চেম্বারে দেখা যাওয়ার পর জোর জল্পনা

মিঠুন হালদার ঃ ভারত বিখ্যাত গায়ক অরিজি সিং কি অসুস্থ? বিখ্যাত এই গায়কের বহরমপুরে এক চিকিৎসকের চেম্বারে দেখাতে আসার ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরই তাঁর গুনগ্রাহীদের মধ্যে এই প্রশ্ন এখন মাথা চাড়া দিয়েছে। তবে নিজের বাড়ি জিয়াগঞ্জ শহর থেকে বহরমপুর শহরে ডাক্তারের কাছে দেখাতে আসার কারণ অজানাই থেকে গিয়েছে অরিজিৎ ভক্তদের কাছে। এ বছরের শুরুতেই অরিজিৎ তাঁর ভক্তদেরকে নতুন বছরে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজ মাধ্যমের পাতায় সকলকে চমকে দিয়ে লেখেন,' এত বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। জানাতে চাই, প্লেব্যাক গায়ক হিসাবে আর কোনও নতুন কাজ গ্রহণ করছি না। এখানেই ইতি টানছি। এই যাত্রাটা সত্যিই অসাধারণ ছিল।' বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ থাকলেও সকলকে চমকে দিয়ে অরিজিৎ কেন নতুন কোনও 'প্লেব্যাক প্রজেক্টে' আর কাজ না। করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সকলেরই অজানা রয়ে গিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন বলিউডের চকলেট হিরো আমির খান। টানা কয়েকদিন বহরমপুর থেকে জিয়াগঞ্জে গিয়ে অরিজিৎকে দিয়ে আমির তাঁর ছেলের পরবর্তী সিনেমা 'এক দিন' -এর জন্য গান রেকর্ড করিয়ে যান। এতদিনে সকলেই জেনে গিয়েছেন অরিজিৎ জিয়াগঞ্জের বাড়িতে থাকলে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন অতিবাহিত করেন। কখনও তাঁকে জিয়াগঞ্জ স্টেশনের কাছে হাঁটতে দেখা যায়, আবার কখনও বা নিজের স্কুটারে করে জিয়াগঞ্জ শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখেন প্রচুর মানুষ। তবে জিয়াগঞ্জের সকলের প্রিয় সমু কী কারনে বহরমপুরের রানীবাগান এলাকায. চিকিসকের কাছে এসেছিলেন তা এখন নতুন করে চর্চার বিষয। তবে যে ডাক্তারের চেম্বারে অরিজিৎ এসেছিলেন তাদের তরফ থেকে অরিজিৎ বা তাঁর পরিবারের কারও চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হয়নি। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অরিজিতের ছবিগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে সন্ধ্যে নাগাদ তিনি বহরমপুরের রানীবাগান এলাকায় এক চিকিৎসকের চেম্বারে এসেছিলেন। তবে অরিজিৎ যখন সেখানে এসেছিলেন সম্ভবত তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিলেনা। কিছু ছবিতে তাঁকে একাই দেখা গিয়েছে। চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার পর নিজের স্কুটারে করে অরিজিৎ দ্রুত রানীবাগান এলাকা ছেড়ে চলে যান।

বেতন বাড়লে আমার লাভ কী?-কেএমসি ক্যান্টিন মামলায় নতুন অনিয়মের অভিযোগ, প্রশাসনিক তদন্তে জোর

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ কলকাতা পুরনিগম (কেএমসি)-এর ক্যান্টিন পরিচালনাকে ঘিরে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিযমের নতুন অভিযোগ সামনে এসেছে। এই ঘটনায় কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহল, পুর প্রশাসন এবং কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তদন্তাধীন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরনিগমের মূল ভবনের ক্যান্টিন পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্যান্টিনটি প্রতিদিন পুরকর্মী, আধিকারিক এবং বিভিন্ন কাজে আসা সাধারণ নাগরিকদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। সেই কারণে এর পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে ওঠা অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, ক্যান্টিনের পরিচালনায় ব্যবহৃত আর্থিক নথি, সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে হওয়া চুক্তি, ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক অনুমোদনের নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তবে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, সমস্ত প্রক্রিয়া নির্ধারিত সরকারি বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কি না এবং কোথাও প্রশাসনিক ত্রুটি বা অনিয়ম ছিল কি না। এদিকে, সামাজিক মাধ্যম ও রাজনৈতিক মহলে একটি কথিত মন্তব্য নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, বেতন বাড়লে আমার লাভ কী?-এই ধরনের একটি মন্তব্য নাকি তদন্তে উঠে এসেছে। তবে এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে কোনও সরকারি সংস্থা এখনও নিশ্চিত করেনি। ফলে বিষয়টি আপাতত অভিযোগের পর্যায়েই রয়েছে এবং তদন্তে প্রমাণিত না হওয়া. পর্যন্ত এটিকে চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না। কালিচরণ বঃেদ্যাপাধ্যায. এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগ নিয়ে. বিস্তারিত প্রকাশ্য বিবৃতি দেননি। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ক্যান্টিন পরিচালনার সমস্ত কাজই নির্ধারিত নিযম মেনেই হয়েছে এবং কোনও ধরনের ইচ্ছাকৃত অনিয়ম করা হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, যদি কোথাও কোনও অসঙ্গতি থেকে থাকে, তবে তা প্রশাসনিক বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি হতে পারে, দুর্নীতির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘটনা নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুরনিগমের বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে, কর্মচারীদের কল্যাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এমন একটি পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ ওঠায় স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের বিতর্কের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য আরও কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও উঠেছে।পুর প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের অংশ হিসেবে আর্থিক নথিপত্রের পাশাপাশি সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে হওয়া চুক্তি, বিল, অর্থপ্রদানের রেকর্ড এবং ক্যান্টিন পরিচালনার সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি কোনও নিয়মভঙ্গ বা প্রশাসনিক গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনা নিয়ে. শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধী দলগুলির দাবি, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া উচিত এবং তদন্ত শেষ হলে সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। তাঁদের মতে, জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব। অন্যদিকে শাসকদলের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, তদন্ত শেষ হওযার আগে কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। তাঁদের বক্তব্য, অভিযোগ উঠলেই তা সত্য প্রমাণিত হয় না। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনেই অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলছে এবং তদন্তে যদি কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী. প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নগর প্রশাসন নিয়ে.কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের অভিযোগ শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হোক বা না হোক, এই ধরনের ঘটনা সরকারি প্রতিষ্ঠানে আরও শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। তাঁদের মতে, ক্রয় প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন এবং পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ট্র্যাকিং, ই-টেন্ডার ব্যবস্থা, নিয়মিত অডিট এবং স্বচ্ছ নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিতর্ক অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। বর্তমানে তদন্ত চলছে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সমস্ত তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখে একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তদন্তের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে কোনও প্রশাসনিক পরিবর্তন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা নীতিগত সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কি না। ততদিন পর্যন্ত এই ঘটনায় ওঠা সমস্ত অভিযোগ তদন্তাধীন এবং কোনও অভিযোগই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

নার্স ও শিশুকন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অফিসারকে ফোন মন্ত্রীর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ জুনঃ হিঙ্গলগঞ্জে নার্স ও তার শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার। খুনের অভিযোগ পরিবারের। কিন্তু থানায় অভিযোগ দায়েরের পরও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার সরাসরি মন্ত্রীর দ্বারস্থ পরিবার। মন্ত্রীর কাছে গোটা বিষয়টি খুলে বলতেই তদন্তকারী অফিসারকে ফোন। রীতিমতো ধমক দিলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। জানা যাচ্ছে, জুন মাসের ২৩ তারিখে হিঙ্গলগঞ্জের বাসিন্দা পেশায় নার্স শুভ্র সাহা ও তাঁর শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরের শ্রাদ্ধের কাজে গিয়ে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় তাদের। শুভ্রা সাহার বাপের বাড়ি নদিয়ার হরিণঘাটা এলাকায়। পরিবার তরফ থেকে খুনের অভিযোগ তোলা হয় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে রবিবার রাজ্যর খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার দ্বারস্থ হলেন ওই নার্স এর পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে আগে থেকেই বিভিন্নভাবে টর্চার করা হতো। মেয়ে মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও তাদের জামাইয়ের দুই বোন ভীষণ অত্যাচার করত। ১৩ তারিখে শ্বশুরের শেষকৃত্যের কাজে গেলে তাকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছে তাঁরা। তারা চাইছেন মন্ত্রী তাদের পাশে থেকে তারা যেতে বিচার পায় তার ব্যবস্থা করুক। মৃতার পরিবারকে সামনে রেখেই এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে ফোন করেন মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। রীতিমতো অফিসারকে ধমক দেন তিনি। মৃতার পরিবারের সাথে এমন দুর্ব্যবহার কেন করা হয়েছে তার কৈফিয়তও চান। সঠিক তদন্ত করে দোষীদের ফাঁসির বন্দোবস্ত করার কথাও বলেন অশোক কীর্তনীয়া। তদন্তকারী অফিসারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''আমার হিঙ্গলগঞ্জ থানায় আসতে হলে ভালো হবে না।'' পরবর্তীতে অশোক কীর্তনীয়া হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসির সাথেফোনালাপ করেন। জোর করে মৃতার মা বাবার কাছ থেকে বয়ান লিখিয়ে কেন নেয়া হয়েছে তার জবাবদিহি চান। ওসিকে বলেন, ''মৃতার মা-বাবা এবং তার উকিল যেভাবে কেস করতে বলবে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতেই আগের মামলার সাথে এফআইআর ট্যাগ করে তদন্ত শুরু করতে হবে।''

রিষড়ায় গৃহবধূ খুন, মেট্রো স্টেশনে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী স্বামীও

বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি, ২৮ জুন ঃ এক ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় রিষড়ায় তিন নম্বর নতুনগ্রামে। রিষড়ায় গৃহবধূ খুন। বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী স্বামীও। মৃতদের নাম মণিকা ওঝা (৩১) ও দীপঙ্কর সরকার (৩৭)। নতুনগ্রামে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছ'বছরের মেয়েকে নিয়ে রিষড়ায় থাকতেন মণিকা। স্বামী দীপঙ্কর সরকার দিল্লিতে থাকতেন। শুক্রবার রিড়ায় আসেন তিনি। শনিবার সকালে মণিকার দেহ উদ্ধার হয়। গলকাটা দেহ পড়ে ছিল বিছানায়। পাশেই ঘুমিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়ে। এ দিকে এই ঘটনার পরে দীপঙ্করের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দুপুরের পরে কলকাতা মেট্রোয় বেলগাছিয়া স্টেশনে লাইনে একজন ঝাঁপ মারেন বলে খবর আসে। মৃত্যুও হয়। পরে মেট্রোর তরফে জানানো হয়, মৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার (৩৭)। রিষড়ার বাসিন্দা তিনি। সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে মণিকাদের বাড়ি থেকে চিকারের শব্দ পান প্রতিবেশীরা। কিন্তু শনিবার সকালে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে গেটের তালা ভাঙেন পড়শিরা। এর পরেই দরজা খুলে দেখেন মণিকা বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে।

রেল প্রশাসন নিম্নোক্তভাবে ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করবে

গোরখপুর, ২৮ জুনঃ উত্তর মধ্য রেলওয়ের ঝাঁসি বিভাগের অন্তর্গত বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই-বিনা সেকশনের ললিতপুর স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের কাজের কারণে, রেল প্রশাসন নিম্নোক্তভাবে ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। বাতিল -- ২০২৬ সালের ১১ এবং ১৮ই জুলাই লালকুয়া. থেকে চলাচলকারী ০৫০৭৪ লালকুয়া.-ক্রান্তিবীর সঙ্গোল্লি রাযান্না (বেঙ্গালুরু স্টেশন) বিশেষ ট্রেনটি বাতিল থাকবে।- ২০২৬ সালের ১৪ এবং ২১শে জুলাই ক্রান্তিবীর সঙ্গোল্লি রাযান্না (বেঙ্গালুরু স্টেশন) থেকে চলাচলকারী ০৫০৭৩ ক্রান্তিবীর সঙ্গোল্লি রাযান্না (বেঙ্গালুরু স্টেশন)-লালকুযা. বিশেষ ট্রেনটি বাতিল থাকবে।পথ পরিবর্তন -- পুরাচি থালাইভার ডঃ এম.জি. ১৬০৯৩ পুরাচি থালাইভার ডঃ এম.জি. ২০২৬ সালের ১৪ এবং ১৮ই জুলাই রামচন্দ্রন (চেন্নাই) সেন্ট্রাল থেকে ছেড়ে যাওযা. রামচঃদ্রন (চেন্নাই) সেঃট্রাল - লখনউ জংশন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ইটারসি-জবলপুর-ওহান কেবিন-কানপুর সেন্ট্রাল হযে. ঘুরিযে. দেওযা. হবে।- ২০২৬ সালের ১৪ থেকে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত দাদার থেকে ছেড়ে যাওযা. ০১০২৭ দাদার-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ইটারসি-জবলপুর-সাতনা-মানিকপুর হযে. ঘুরিযে. দেওযা. হবে।- ২০২৬ সালের ১৩ থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত দাদার থেকে ছেড়ে যাওয়া ০১০২৫ দাদার-বলিয়া স্পেশাল ট্রেনটি ইটারসি-জবলপুর-সাতনা-মানিকপুর হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।- ২০২৬ সালের ১৭ এবং ১৯শে জুলাই বল্লিয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া ০১০২৬ বল্লিয়া-দাদার স্পেশাল ট্রেনটি মানিকপুর-সাতনা-জবলপুর-ইটারসি হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।- ১৮ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০১০২৮ গোরখপুর-দাদার স্পেশাল ট্রেনটি মানিকপুর-সাতনা-জবলপুর-ইটারসি হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।নিয়ন্ত্রণ -- ৯ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০১০২৮ গোরখপুর-দাদার স্পেশাল ট্রেনটি খাজুরাহো-বিরারি স্টেশনের মধ্যে ৩০ মিনিটের জন্য লাইনচ্যুত হবে।- ১২ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে বল্লিযা. থেকে ছাড়ার ০১০২৬ বল্লিয়া-দাদার স্পেশাল ট্রেনটি খাজুরাহো-বিরারি স্টেশনের মধ্যে ৪৫ মিনিটের জন্য লাইনচ্যুত হবে।- ১৬ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ছাড়ার ০১০৭৩ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-বারাণসী স্পেশাল ট্রেনটি পশ্চিম মধ্য রেলওয়েতে ৫০ মিনিট এবং ঝাঁসি ডিভিশনে ৬০ মিনিট দেরিতে চলবে।- ১৬ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ছাড়া ২২৫৮৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-ছাপড়া এক্সপ্রেসটি ঝাঁসি ডিভিশনে ৪০ মিনিট দেরিতে চালানো হবে।- ১১, ১৩ এবং ১৪ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে আহমেদাবাদ থেকে ছাড়া

১৯১৬৭ আহমেদাবাদ-বারাণসী সিটি এক্সপ্রেসটি ঝাঁসি ডিভিশনে ৬০ মিনিট দেরিতে চালানো হবে।- ১০ এবং ১৫ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে আহমেদাবাদ থেকে ছাড়া ১৯১৬৫ আহমেদাবাদ-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেসটি ঝাঁসি ডিভিশনে ৬০ মিনিট দেরিতে চালানো হবে।- ১৯শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে আহমেদাবাদ থেকে ছাড়া ১৯১৬৫ আহমেদাবাদ-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেসটি পশ্চিম মধ্য রেলওয়েতে ৫০ মিনিট এবং ঝাঁসি ডিভিশনে ৫০ মিনিট নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো হবে।

GOVT. OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
e-SNIT notice NO.-WBIW/EE-II/LDID/ e-SNIT- 01/2026-27

e-SNIT is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for **2 (Two)** no. Works under **SDS/AE Fund.** Last date & time of Bid Submission is on **01.07.2026 upto 14:00 Hrs. for Sl. 1 to 2**

Details information are available in the site website: **www.wbiwd.gov.in** and in the office notice board.

Sd/-
Executive Engineer-II
Lower Damodar Irrigation Division

গোপের গোপন সুড়ঙ্গে কি এখনও বন্দি সেই সব ভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ জুনঃ রাঙামাটির বাড়ি থেকে পিসেমশাইয়ের হাত ধরে লাল কাঁকরের পথ মাড়িয়ে চলেছে পঞ্চমের বালক। গন্তব্যগোপগড়। গোপের গড়ান দিয়ে বার চারেক ওঠা-নামা করে ঘাম ঝরাতে পারলেই শরীর পুরো ফিট! অদূরে আঁকাবাঁকা কংসাবতীতে বয়ে চলেছে টলটলে জল। নতুন সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে আইটিআই পাঁচিলে জমে থাকা শিশিরকুচি। কৈশোর হাটছে গোপনন্দিনীদেবীর আশীর্বাদ নেবে বলে। বট আর অশ্বত্থ গাছের আদুরে যত্নে দীর্ঘদিনের লোকায়ত মাতারানি গোপের একনিষ্ঠ রক্ষক। খানিক দূরে এগোলেই উঁচু টিলার ওপারে গোপের প্রসাদ। মহাভারতীয় ম!স্যাধিপতি বিরাট রাজার দক্ষিণ গো-গৃহ। ভাঙাচোরা ইটের অবয়ব মাত্র। গোপগড়ের উঁচু থেকে দৃশ্যমান কংসাবতী ওরফে কাঁসাই তখন স্রোতস্বিনী 'কপিশা'। পঞ্চমের বালক মহাকবি কালিদাস বর্ণিত দিগ্বিজয়ী রঘুর বেশে জগসংসারের সারমর্ম বুঝে নিচ্ছে। এই সেই ছেলের জন্মমাটি। গেরুয়া লাল। গোপনন্দিনী মায়ের সিঁদুরের মতো টকটকে। জনশ্রুতি, গোপের বিরাট রাজা আসলে প্রাচীন দন্তপুরের অধিপতি গুহসিব বা শিব গুহের বংশধর। কালক্রমে তাদের প্রভুত্ব সমগ্র গড়জাত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিরাট গুহ তাই রামচরিতের টাকায় 'দক্ষিণ সিঙ্ঘাসন চক্রবর্তী' নামে পরিচিত। কথিত আছে, আজ থেকে বহু যুগ আগে অধুনা ওড়িশার রায়বনিয়া দুর্গের রাজা বিরাট নাকি মেদিনীপুরের কাঁকুরে টিলার উপরে একটি দুর্গ তৈরি করেন। নাম গোপগড়। যুগ-যুগান্তরের জনশ্রুতি তখন পিসেমশাইয়ের মুখ নিঃসৃত সত্য বচন। কল্পনার আলপনায় বালক-মনকে নিয়ে গিয়েছে আয়ুধ ও বর্ম পরিহিত রাজা-রাজড়াররোমাঞ্চকর আর্যদেশে।ঘোর কাটত একমাত্র রেলগাড়ির ঝমঝমে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত কল্পস্রোত। কংসাবতীর বুকে ব্রিটিশের তৈরি রেল-ব্রিজ। কু-ঝিক-ঝিক শব্দে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্রবেশ করছে শহরের অন্দরমহলে। ১৮০০-য় কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি নাড়াজোলের আনন্দলাল খানকে মেদিনীপুর শহরের জমিদারি দানপত্র করেন। ১৮৮৭ নাগাদ আনন্দলালেরপৌত্র মহেন্দ্রলাল খান 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র নরেন্দ্রলাল খান নাড়াজোলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৯১৫-য় বড়লাট লর্ড এলগিন তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন।গোপগড় বা গোপগিরি থেকে অনতিদূরে রাজা নরেন্দ্রলাল খান একটি প্রমোদ অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে সপরিবার বসবাস শুরু করেন। সে কালে জলের কল থেকে শুরু করে তৎকালীন উন্নততর প্রযুক্তির বৈদ্যুতিক আলো, গ্রীষ্মের উত্তাপ নিবারণের জন্য মাটির ভেতরে ঘর ইত্যাদির আয়োজন সেখানে ছিল। অবশ্য এই গোপপ্রাসাদ অন্য কারণে ঐতিহাসিক। বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে নরেন্দ্রলাল খান স্মরণীয় নাম, যে রাজার খেতাব ইংরেজ সরকার কেড়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯২০-তে নরেন্দ্রলালের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান জমিদার হন। তিনিও বাবার মতো দেশপ্রেমে দীক্ষিত ছিলেন। নাড়াজোল রাজাদের গোপ প্রাসাদ তখন ছিল মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের গোপন ডেরা। আনুমানিক ১৮৯৫-এ তৈরি ওই গোপ প্রাসাদে মাটির নীচে গুপ্ত কুঠুরি ছিল। সেখানেই বিপ্লবীদের গোপন সভা হতো। সুড়ঙ্গ ব্যবহার করে ইংরেজদের চোখে বহু বার ধুলো দিয়েছেন বিপ্লবীরা। ছেলেবেলায় শুনেছি, ওই গোপ প্যালেসের গোপন সুড়ঙ্গ এসে উঠেছে গোপগড়ের টিলায় থাকা বহু পুরোনো একটি কুয়োয়। কুয়োর মধ্যে থেকে অতীতের অশরীরী আত্মারা আজও নাকি বেরিয়ে আসে। চল্লিশের চোখে চালশে পড়লেও কৈশোরের সেই গা ছমছমে ভয়টা আজও সমান ভাবে অনুভব করি। শোনা যায়, ১৯৫৭-এর ২২ আগস্ট ঐতিহাসিক গোপ প্রাসাদে রাজার নামে একটি মহিলা কলেজের (জনমানসে গোপ কলেজ নামে সুপরিচিত) পথ চলা শুরু হলে, সেই সুড়ঙ্গের ঘরটি বড় বড় তালা দিয়ে বন্দি করে দেওয়া হয়।

বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার ভাঙড়ের তৃনমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদাতা, ক্যানিং, ২৮ জুনঃ পালিয়ে ও শেষ রক্ষা হলো না তৃনমূল নেতার।বেশ কয়েকদিন আগেই রাজ্যে চলছে 'থেরাপি'।আর এই তৃনমূল নেতা দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত জনতা নাকি বেধড়ক মারধরও করেছিল। তারপর থেকেই কার্যত হাওয়া গিয়েছিল। এলাকার তাঁর টিকিও দেখা যায়নি বেশ কয়েকদিন।২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী অশান্তিতে নাম জড়িয়েছিল ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ খয়রুল ইসলামের। ওই ব্যক্তি এলাকায় শওকত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রবিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এলাকা থেকে ভাঙড় ডিভিশনের অন্তর্গত উত্তর কাশীপুর ও বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা তাঁকে।পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে ভাঙড়ে অশান্তির মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় নাম ছিল খয়রুলের। অভিযোগ, ভাঙড়ের চকুয়া এলাকার বাসিন্দা ইসমাইল পাহাড়ি নামে এক আইএসএফ কর্মী খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় তাঁর।

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস্ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস্, সিউডস্ দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০ ৭০৬

দখল নোটিশ

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

আমি, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (অতঃপর '**ইউএসএফবিএল**' হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্রান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বই-৪০০৭০৬-এ অবস্থিত-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের দাবির (চার্জ) সাপেক্ষে গণ্য হবে (যার পরিমাণ ও সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ তারিখ ও অর্থ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFB511GCTL000002084 **১. মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজেস (এর স্বত্বাধিকারী/স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে),** **২. সুপার রিট্রেডস (এর স্বত্বাধিকারী/স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে),** **৩. সুপ্রিম টায়ারস (এর স্বত্বাধিকারী/স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে),** **৪. জয়দীপ দাস** **৫. মহুয়া দাস** **৬. সৌমেন দত্ত** **৭. দীপালি দত্ত** **৮. সুদর্শন দাস** **৯. শর্মিলা দাস** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** পি সি চন্দ্র জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, লক্ষ্মী নারায়ণ এভিনিউ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। **ক্রমিক নং ১, ৪, ৫, ৮ এবং ৯-এর ঠিকানাঃ** ১৭০ আপকার গার্ডেন, জিটি রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবানি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** ফ্ল্যাট নং- ইউডি০৬০ ৫০১, ৫ম তল, ষষ্ঠী, উদয়ন দ্য কন্ডোভিল, অজয় নগরের কাছে, ইএম বাইপাস প্রাঙ্গণ- ১০৫০১, মৌজা- রাজাপুর (নং- ২৩), আরএস প্লট নং- ১০২৮ ডাকঘর-সন্তোষপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর (সার্ভে পার্ক), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। **ক্রমিক নং ২-এর ঠিকানাঃ** জি.টি. রোড, রোড পূর্ব উশগ্রাম, পশিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। **ক্রমিক নং ৩ এর ঠিকানাঃ** গ্রাউন্ড, সিনরালেহ্ রোড, ৬১৩, বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট-এর কাছে, পশ্চিমঙ্গল ৭১৩৩০৫। **ক্রমিক নং. ৬ এবং ৭ এর ঠিকানাঃ** গ্রাম-বাবুরাম টলি, রাঁচি, বুন্দু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪	উক্ত সম্পূর্ণ জমির অংশ, যার উপর ২০২৭ বর্গফুট আয়তনের একটি নির্মিত স্থাপনা রয়েছে এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন ৩৮০৫ বর্গফুট জমি রয়েছে। অর্থাৎ মোট জমির পরিমাণ ৫৮৩২ বর্গফুট, যা ০৮ কাঠা ০১ ছটাক ২৭ বর্গফুট-এর সমতুল্য। উক্ত সম্পত্তি সি.এস. ৬৫/২৬প্লট নং ৩৩, সি.এস. খতিয়ান নং ৪৪৮০-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তারই অংশবিশেষ, যা আর.এস. প্লট নং ৬৪২ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৯৯২-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পত্তিটিমৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, থানা- আসানসোল (দক্ষিণ), চৌকি ও এ.ডি.এস.আর.- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান-এর অন্তর্গত। এছাড়াও, 'এ' তালিকা তিনতলা ভবনের পশ্চিমাংশ, যা জি.টি.রোডমুখী, উক্ত সম্পত্তির অংশ এবং নিম্নে বর্ণিত কাঠামো-সহ অন্তর্ভুক্ত। (i) নিচতলাঃ একটি অর্ধেক ঘর, একটি আচ্ছাদিত বারান্দ, যার মোট আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট। এছাড়া জি.টি. রোডমুখী ২২৮ বর্গফুট খোলা জায়গা রয়েছে। আরও একটি অসম্পূর্ণ নির্মাণ রয়েছে, যার কোনো দেয়াল নেই এবং যা শুধুমাত্র স্তম্ভ-এর উপর নির্মিত। এর আচ্ছাদিত আয়তন ৪০৮ বর্গফুট। উক্ত অসম্পূর্ণ কাঠামোর নিচে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সোকপিট অবস্থিত। (ii) প্রথম তলঃ প্রধান নির্মাণে রয়েছে-২টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি পূজার ঘর, ২টিশৌচাগার, এসবের মোট আচ্ছাদিত আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট। এছাড়া রয়েছে- ২২৮ বর্গফুটের একটি খোলা বারান্দা এবং ৪০৮ বর্গফুট আয়তনের একটি অসম্পূর্ণ নির্মাণ, যার কোনো দেয়াল নেই এবং যা কেবল স্তম্ভের উপর নির্মিত। (iii) দ্বিতীয় তলঃ প্রধান নির্মাণে রয়েছে- ২টি শয়নক, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি পূজার ঘর, ২টিশৌচাগার, ১টি ছোট ঘর, এসবের মোট আচ্ছাদিত আয়তন ১৪৬৩ বর্গফুট। এছাড়াও রয়েছে- ১৫৬ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত বারান্দা এবং প্রথম তলার অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপর নির্মিত একটি খোলা ছাদ, যার সঙ্গে দ্বিতীয় তলার ছাদও (অর্থাৎ তৃতীয় তলার খোলা ছাদ) অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির পরিচিতি উক্ত সম্পত্তিটি আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন-এর ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং নং ১৭০, অ্যাপকার গার্ডেন-এর অংশ। সম্পত্তির সীমানা উত্তরেঃ জয়দীপ দাসের বাড়ি **দক্ষিণেঃ** জি.টি. রোড **পূর্বেঃ** টি. দাসের বাড়ি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক **পশ্চিমেঃ**- এএমসি সিসি	০৭.১১.২০২৫ ৪,৬০,২০,৫০৩.১০ **টাকা (চার কোটি ষাট লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো তিন টাকা এবং ১০ পয়সা মাত্র) ০৫.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী**	২৩.০৬.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থানঃ আসানসোল, (পশ্চিমবঙ্গ)
তারিখঃ ২৯.০৬.২০২৬

দিকভ্রষ্ট পথিকের মতো হেঁটে বেড়ালেন রোনাল্ডো!

গোলশূন্য ড্রয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কলম্বিয়া

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২৮ জুনঃ মুরগি আগে না ডিম আগে-র মতো একটা উত্তরহীন ধাঁধা চলতি বিশ্বকাপে পর্তুগালকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। প্রশ্নটা এইঃ রোনাল্ডো কি মাঠে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো স্বেচ্ছায় একাকী? নাকি তাঁকে খেলায় জুড়তে ব্যর্থ ভিতিনিয়া-পেদ্রো নেতোরা? ফাইনাল ডেলিভারি, গোলস্কোরিং সুযোগ প্রয়োজনের তুলনায় কম পাচ্ছেন পর্তুগিজ তারকা? লোভনীয় অ্যাসিস্ট কার্যত জুটছেই না? সার্ভিসহীন, তাই বিষদাঁতহীন-রোনাল্ডোর সমূহ ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে বসে এই উপসংহারেই উপনীত হচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁদের তত্ত্ব যদিও আজকের কলম্বিয়া ম্যাচের পর পালে হাওয়া পাবে না। ৪-২-৩-১ ছকে দল সাজিয়েছিলেন কোচ রবার্তো মার্তিনজ। কিন্তু বৃক্ষের সর্বোচ্চ চূড়ার ফল যেভাবে হাওয়ায় দোলে, সেভাবে গোটা নব্বই মিনিটে গালভারী কিছুই করলেন না রোনাল্ডো। না ন্যূনতম প্রেসিং, না মাঝমাঠে নেমে আক্রমণ পরিচালনা-আধুনিক স্ট্রাইকারদের অবশ্যপালনীয় ব্যাকরণের ছিটেফোঁটাটুকুও কি সিআরসেভেনের খেলায় ঝলসে উঠল? ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ গোটা স্টেডিয়াম। দর্শকদের বিনোদন দিল মাঝারি মানের অ্যাক্রোব্যাটিক কিক আর খান দুই টাচ। স্মরণীয় মুভমেন্ট বলতে কিস্যু নেই। এককথায় উদ্দেশ্যহীন পথিকের মতো চক্কর কেটে গেলেন। তবু বেঞ্চ বসলেন না। কেন তাঁর বদলি কেউ নামল না, উত্তর একটাইঃ কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। বরাবর ডিফেন্সিভ। তাঁর সিভিই প্রমাণ, অযথা ঝুটঝামেলায় জড়াতে বেজায় অনীহা। তারকাদের সন্তুষ্ট রেখে আখের গোছানোর চেষ্টা করেন। এর আগে বেলজিয়ামের গোল্ডেন জেনারেশনকে পথে বসিয়েছেন। একাধিক তারকাসমৃদ্ধ পর্তুগালেরও একই দশা হয় কিনা-সময়ই বলবে। আপাতত কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ে বেজায় বেকায়দায় পর্তুগাল। নকআউট রাউন্ডে একের পর এক কঠিন প্রতিপক্ষ। সহজ বাংলায়, আজ জিতলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু নির্বিষ আক্রমণে সব আশা নিভে গেল। আপাতত শেষ বত্রিশে পর্তুগিজদের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া। কলম্বিয়া খেলবে ঘানার বিরুদ্ধে। একই সময়ে আটলান্টায় উজবেকিস্তানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে নকআউটে জায়গা নিশ্চিত করেছে ডিআর কঙ্গোও। তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। মায়ামিতে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ শানাতে থাকে কলম্বিয়া। দ্বিতীয় মিনিটেই লুইস দিয়াসের শট প্রতিহত হওয়ার পর হনের কর্দোবার হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়। ১৬ মিনিটে জন আরিয়াসের দারুণ দৌড় থেকে কর্দোবা নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেলেও অসাধারণ সেভ করেন দিয়োগো কোস্তা। ২২ মিনিটে আবারও বিপদে পড়ে পর্তুগাল। হেমস রদ্রিগেসের পাস থেকে জন আরিয়াসের শট গোললাইন থেকে ক্লিয়ার রুবেন নেভেসের। মাঝমাঠে হেমসের নিয়ন্ত্রণ আর গ্যালারিতে কলম্বিয়ার সমর্থকদের প্রবল সমর্থনে প্রথমার্ধের বড় অংশেই চাপে ছিল রবার্তো মার্তিনেজের দল। তবু বিরতির আগে ম্যাচের সেরা সুযোগটি পায় পর্তুগাল। জোয়াও কানসেলোর লো ক্রস থেকে ব্রুনো ফার্নান্দেস একেবারে সামনে থেকে শট নেন। কিন্তু দুর্দান্ত সেভে ত্রাতা কামিলো ভার্গাস। ফিরতি বলে রোনাল্ডোর ওভারহেড কিকও রুখে দেয় কলম্বিয়ার রক্ষণ।

বিরতির পর বদলি হিসেবে জোয়াও নেভেস ও দিয়োগো দালোতকে নামান মার্তিনেজ। মাঝমাঠে ভিতিনিয়া কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফেরালেও শেষ পাসে বারবার আটকে যায় পর্তুগাল। ৫৯ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের পাস থেকে রোনাল্ডো বল জালে ব্যর্থ। ওঠে অফসাইডের পতাকাও। অন্যদিকে ৬৪ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত কলম্বিয়া। সোনার সুযোগ নষ্ট করেন রিচার্ড রিওস। হেমসের নিখুঁত পাস থেকে জন আরিয়াস বল বাড়ালেও স্লাইডিং শট পোস্টের বাইরে মারেন তিনি। শেষ দিকে রাফায়েল লেয়াও, পেদ্রো নেতো এবং দিয়োগো দালোত আক্রমণ গড়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু কলম্বিয়ার রক্ষণ ভাঙেনি। পালটা অ্যাটাকে ড্যানিয়েল মুনিয়োসের বিপজ্জনক ক্রস থেকে লুইস দিয়াসকে গোল করতে দেননি রুবেন দিয়াস। ৮৯ মিনিটে তাঁর হেড ক্লিয়ার পর্তুগালকে বড় বিপদ থেকে বাঁচায়। ম্যাচের যোগ করা সময়ে আসে নাটকীয় মুহূর্ত। কর্নার থেকে হেমস রদ্রিগেসের বদলি হিসেবে নামা হুয়ান কুইন্তেরোর ক্রসে দাভিনসন সানচেস হেডে বল জালে জড়ান। উল্লাসে ফেটে পড়ে কলম্বিয়ার সমর্থকেরা। কিন্তু মুহূর্তে অফসাইডের পতাকা তোলেন সহকারী রেফারি। পরে ভিএআরেও সেই সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। রিপ্লেতে দেখা যায়, সানচেসের ডান পা শেষ ডিফেন্ডারের পিছনে ছিল। গোল বাতিল। শেষ পর্যন্ত ০-০ ফলেই খতম হয় ম্যাচ। তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে কলম্বিয়া। পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল পর্তুগাল। রোনাল্ডোর ঝুলিতে রইল চলতি বিশ্বকাপে দুই গোলই। এই ম্যাচে বহু প্রতীক্ষিত গোল বা ইতিহাস, কোনওটিই যোগ হল না তাঁর নামের পাশে। পর্তুগালও হার এড়াল ঠিকই, কিন্তু গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে প্রবল চাপে।

ফের বিশ্ব রেকর্ড মেসির

জর্ডনকে হেলায় হারিয়ে নকআউটে আর্জেন্টিনা

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ২৮ জুনঃ নকআউট চূড়ান্ত। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নেও সিলমোহর পড়েছে। তাই লড়াই শুরুর আগেই চূড়ান্ত, বিশ্রামে থাকবেন লিওনেল মেসি। সেই মতো আজ প্রথম একাদশে তাঁর নাম ছিল না। যদিও ম্যাচের শেষ আধঘণ্টায় মাঠে নামলেন। আর নামা মাত্রই পার্থক্য গড়ে দিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। দুরন্ত ফ্রি-কিকে গোল করে গড়লেন নতুন বিশ্বরেকর্ড। জর্ডনকে ৩-১ হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ বত্রিশে উঠল বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ডালাসে শুরু থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল আর্জেন্টিনার দখলে। ষষ্ঠ মিনিটেই জিওভানি লো সেলসো বল জালে পাঠালেও অফসাইডের জন্য গোল বাতিল হয়। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯ মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে পাওয়া ফ্রি-কিক বাঁক খাইয়ে জালে জড়ান লো সেলসো। জর্ডনের

গোলরক্ষক ইয়াজিদ আবু লায়লা দেওয়ালে ভরসা না করে এক ধাপ সরে যেতেই সেই ফাঁকটুকু কাজে লাগান মাঝমাঠের ফুটবলার। ২৬ মিনিটে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। কর্নারের পর মার্কোস সেনেসিকে হাই বুটে মুখে আঘাত করার অপরাধে স্পট-কিকের নির্দেশ দেন রেফারি। ৩১ মিনিটে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লাউতারো মার্তিনেজ। ডানদিকে শট নিয়ে গোলরক্ষককে ভুল পথে পাঠান তিনি। প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত একাধিক সেভ করে জর্ডনকে আরও বড় ব্যবধানে পরাজয়ের থেকে বাঁচান আবু লায়লা। বিরতির পর ৪৮ মিনিটে আবারও লো সেলসোর গোল বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। এরপর ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় জর্ডন। ৫৫ মিনিটে ডান দিক থেকে আসা নিখুঁত ক্রসে পিছনের পোস্টে ঢুকে গোল মুসা আল-তামারির। ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ২-১। পরিস্থিতি বুঝে ৫৮ মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন লিওনেল স্কালোনি। ময়দানে নামেন লিওনেল মেসি, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও থিয়াগো আলমাদা। দ্বিতীয়ার্ধের বাকি সময়ে আক্রমণের ছন্দ ফেরে আর্জেন্টিনার খেলায়। ৭২ মিনিটে আরও একটি বদল। এবার নামেন ভ্যালেন্তিন বারকো। ৭৮ মিনিটে আসে লড়াইয়ের সেরা মুহূর্ত। বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি-কিক পায় আর্জেন্টিনা। পরিচিত জায়গা থেকে বাঁ-পায়ের নিখুঁত শটে নিচু বল জালের কোণে পাঠিয়ে দেন মেসি। গোলরক্ষক নিশ্চল। পাথরের মূর্তির মতো গোল হতে দেখেন মাত্র। নড়ারও সুযোগ পাননি। আজকের পর চলতি বিশ্বকাপে মেসির গোলসংখ্যা দাঁড়াল ছয়। গড়লেন বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা সাতটি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোল করার নজির। খেলার শেষ দিকে জর্ডনের ইব্রাহিম দাহাব ভ্যালেন্তিন বারকোর সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর চোট পান। দীর্ঘ চিকিৎসার পর স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। ৩-১ ব্যবধানে জিতে গ্রুপের শীর্ষে শেষ করল আর্জেন্টিনা। অস্ট্রিয়া শেষ মুহূর্তের গোলে ৩-৩ ড্র করে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে। ছয় নম্বর সেরা তৃতীয় দল হিসেবে শেষ বত্রিশে জায়গা পেল আলজেরিয়া। যার সূত্রে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হল ইরানের। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ বত্রিশে কেপ ভার্দের মুখোমুখি লিও মেসির আর্জেন্টিনা।

কেন ও বেলিংহ্যামের গোলে গ্রুপ সেরা ইংল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২৮ জুনঃ নিউ জার্সিতে বাংলাদেশ সময় রবিবার ভোরে শেষ হওয়া ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে টমাস টুখেলের দল। দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'এল' গ্রুপের সেরা হলো ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচেই হেরে অভিযান শেষ হলো পানামার। প্রথমার্ধে ৭২ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ৯টি শট নিয়ে কেবল দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের আট শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল, দুটি সফল। দুই উইংয়ে মার্কাস রাশফোর্ড ও বুকায়ো সাকাকে বেশ ক্ষিপ্র দেখা যায়। অষ্টম মিনিটে বাঁ দিকের বক্সের বাইরে একজনকে কাটিয়ে জোরাল নিচু শট নেন রাশফোর্ড। ঝাঁপিয়ে ঠেকান পানামা গোলরক্ষক। পঞ্চদশ মিনিটে সাকার প্রচেষ্টাও রুখে দেন তিনি। বিরতির আগে রাশফোর্ডের একটি ফ্রি-কিক পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। প্রথমার্ধে পানামা পাল্টা আক্রমণে ইংল্যান্ডের রক্ষণে হানা দেয় কয়েকবার। ২৬তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন হোসে লুইস রদ্রিগেজ। দারুণ দক্ষতায় সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে জাল অক্ষত রাখেন জর্ডান পিকফোর্ড। ৬২তম মিনিটে 'ডেডলক' ভাঙতে পারে ইংল্যান্ড। সাকার কর্নারে কাছ থেকে ভলিতে দলকে এগিয়ে নেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার বেলিংহ্যাম। ইংল্যান্ডের হয়ে ৫১ ম্যাচে বেলিংহ্যামের গোল হলো আটটি, যার পাঁচটি বড় টুর্নামেন্টে (বিশ্বকাপে তিনটি, ইউরোয় দুটি)। চলতি আসরে তার দ্বিতীয় গোল এটি। ৬৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করা গোলেও অবদান রাখেন বেলিংহ্যাম। বাঁ দিকে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে তিনি ক্রস দেন বক্সে, আর হেডে জালে পাঠান কেন। ইংল্যান্ডের সফলতম গোলস্কোরারের বিশ্বকাপে গোল হলো ১১টি, প্রাক্তন স্ট্রাইকার লিনেকারের আছে ১০টি। এবারের আসরে কেনের গোল হলো তিনটি। শেষ দিকে দুই গোলদাতাকেই তুলে নেন ইংল্যান্ড কোচ। ব্যবধান বাড়ানোর ভালো একটি সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি রাশফোর্ড। ইংল্যান্ডের শেষ বত্রিশের প্রতিপক্ষ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফিলাডেলফিয়ায় এদিন ভোরে শেষ হওয়া ম্যাচে ঘানাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ক্রোয়াটরা।

ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপে ইতিহাস ভারতের

সংবাদ সংস্থা, লুসার্ন, ২৮ জুনঃ ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচিত হল সুইজারল্যান্ডের লুসার্নে। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপ-৩ প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রথমবারের মতো সোনার পদক জিতে নজির গড়লেন লক্ষয় ও উজ্জ্বল কুমার সিং। লাইটওয়েট পুরুষদের ডাবল স্কালস ফাইনালে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে তাঁরা ভারতের ঝুলিতে এনে দিলেন ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপের ইতিহাসে প্রথম স্বর্ণপদক। লুসার্নে অনুষ্ঠিত ফাইনালে লক্ষয় ও উজ্জ্বল ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান দখল করেন। মাত্র এক সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে তাঁরা পিছনে ফেলেন হংকংয়ের জুটি ল্যাম সান টুং ও চ্যান টিক লুংকে, যাদের সময় ছিল ৬ মিনিট ২৭.১৪ সেকেন্ড। তৃতীয় স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডসের এরিক ভ্যান আইজ্‌ক ভ্যান হেসেলিঙ্গা ও ফেরিক প্লোগ শেষ করেন ৬ মিনিট ২৭.৩৬ সেকেন্ডে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনার এই লড়াইয়ে ভারতীয় জুটির স্থিরতা ও ছন্দই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে এটিই ছিল লক্ষয় ও উজ্জ্বলের

অভিষেক প্রতিযোগিতা। অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক আসরেই তাঁরা সোনা জিতে ভারতীয় রোয়িংয়ের ইতিহাসে নিজেদের নাম লিখিয়ে ফেললেন। লক্ষয় এবং উজ্জ্বল- দু'জনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। শুধু তাঁরাই নন, ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপে অংশ নেওয়া ভারতের ১৮ সদস্যের পুরো দলই সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এবং একজন ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্য। ঐতিহাসিক এই সাফল্যের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার উইং সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছে, লুসার্নে লক্ষয় ও উজ্জ্বল ভারতের হয়ে প্রথম ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপ স্বর্ণপদক জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এটি সেনাবাহিনী এবং গোটা দেশের জন্য গর্বের।

৬ গোলের রুদ্ধশ্বাস ড্রয়ে নকআউটে অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়া, ইরানের হৃদয়ভাঙা বিদায়

অবিশ্বাস্য, অকিল্পনীয়, অভাবনীয় কিংবা আরও বেশি কিছু! ফুটবলীয় রোমাঞ্চের চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠল যেন গ্রুপ পর্বের শেষ দিনটির শেষ সময়ে। দুই দলের লড়াইয়ে মিশে ছিল তিন দলের সম্ভাবনা। ড্রয়ের পথে থাকা ম্যাচ ৯০ মিনিট শেষে হুট করেই টগবগ করে ফুটে উঠল উত্তেজনায়। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকল দলগুলির ভাগ্য। ৯৩তম মিনিটে আলজেরিয়ার গোলে বিদায়ের দুয়ারে পৌঁছে গেল অস্ট্রিয়া, জেগে ওঠল ইরানের আশা। ৯৫তম মিনিটে বদলি হিসেবে নামানো হলো সাশা কালাইজিচকে। পরের মিনিটেই ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফরোয়ার্ডের হেডের গোলে অস্ট্রিয়া আদায় করে নিল নকআউটের টিকেট। ছিটকে গেল ইরান।

সংবাদ সংস্থা, কানসাস, ২৮ জুনঃ কানসাস সিটিতে বিশ্বকাপের 'জে' গ্রুপে ৩-৩ গোলে ড্র হয় আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার ম্যাচ। নকআউট নিশ্চিত করতে দুই দলেরই প্রয়োজন ছিল স্রেফ ড্র। দুই দলের সতর্ক কৌশলে ম্যাড়ম্যাড়ে ম্যাচ হবে কি না, এমন কৌতূহল ছিল অনেকের। শেষ পর্যন্ত ড্র-ই হলো, তবে মহানাটকের পর। প্রথমার্ধে দুই দল সমতায় ছিল ১-১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় ২-২। এরপর একটু ভাটা পড়েছিল ম্যাচের গতিতে। ড্রয়ের ভাগ্য তারা মেনে নিয়েছিল বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ সময়ের ওই রোমাঞ্চ ম্যাচটিকে করে তুলল স্মরণীয়। মার্কো আর্নাউতোভিচের গোলে অস্ট্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার পর দুর্দান্ত গোলে আলজেরিয়াকে সমতায় ফেরান রাফিক বেলঘালি। পরে আফ্রিকার দলটির বড় তারকা রিয়াদ মাহরেজ পরে করেন দুটি গোল। অস্ট্রিয়ার গোল করেন মার্সেল জাবিতজার ও কালাইজিচ। মাঠে না থেকেও এই ম্যাচে প্রবলভাবে ছিল ইরান। ড্র ছাড়া অন্য কোনো ফল হলেই তারা নকআউটে চলে যেত। মেক্সিকোতে তাদের অনুশীলন করার কথা ছিল এ দিন। কিন্তু দিনের অন্য ম্যাচে ডিআর কঙ্গো-উজবেকিস্তান লড়াইয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকায় তারা অনুশীলনের সময়সূচী পরিবর্তন করে। এরপর যখন সেই ম্যাচের ফলাফল ইরানের পক্ষে যায়নি, কঙ্গো ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় পেয়ে যায়, তখন অনুশীলন বাতিল করে তারা তাকিয়ে ছিল আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচে। সেখানেও শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গী বিদায়ের যন্ত্রণা। গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে নকআউটে যাওয়া অস্ট্রিয়া খেলবে স্পেনের বিপক্ষে, সেরা তৃতীয় দলগুলির একটি আলজেরিয়ার প্রতিপক্ষ সুইজারল্যান্ড। আগেই গ্রুপ সেরা হওয়া নিশ্চিত করা আর্জেন্টিনা এ দিন ৩-১ গোলে হারায় জর্ডানকে। নকআউটে তাদের প্রতিপক্ষ এবারের আসরের চমক কেইপ ভার্ডে। কানসাস সিটিতে ম্যাচের শুরুতে

আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমিয়ে তোলে ম্যাচ। দশম মিনিটে থ্রো-ইন থেকে দারুণভাবে বল ধরেও অনেক ওপর দিয়ে মেরে দেন ইব্রাহিম মাজা। ২০ বয়সী এই মিডফিল্ডার বারবারই হানা দিচ্ছিলেন অস্ট্রিয়ার রক্ষণে। ২০ মিনিটের পর খেলায় নিয়ন্ত্রণ নেয় আলজেরিয়া। ২৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। নিজেদের অর্ধ থেকেই ডেভিড আলাবার একটি চমৎকার লম্বা বলে সময়মতো ছুটে যান আর্নাউতোভিচ। টাচটা খুব ভালো ছিল না, কিন্তু লুকা জিদানের বদলে একাদশে ফেরা আলজেরিয়ার গোলরক্ষক উসামা বনবত খুব একটা তৎপর ছিলেন না। আলতো টোকায় অস্ট্রিয়ান স্ট্রাইকার বিশ্বকাপে প্রথম গোলের স্বাদ পান ৩৭ বছর বয়সে। গোল পরিশোধে মরিয়া আলজেরিয়া আক্রমণের ধার বাড়ায়। বল নিয়ে ভেতরে ঢুকে দুজনকে কাটিয়েও সাইড নেটে মেরে দেন মাজা। ৪০তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফারেস শেইবির গোলা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৪২তম মিনিটে কাছ থেকে মাজার ভলি আটকে দেন অস্ট্রিয়ার গোলকিপার আলেকজান্দা শ্লাগা। ৪৫তম মিনিটে অস্ট্রিয়ার একজনকে ছিটকে বাঁদিক দিয়ে বক্সে ঢুকে আরও দুজনকে এগিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান বেলঘালি। ৫৫তম মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে কনরাড লাইমারের পাসে বক্সের ঠিক মাথা থেকে শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন জাবিতজার। মিনিট পাঁচেক পরই আবার সমতা ফেরায় আলজেরিয়া। দারুণ গোছানো আক্রমণ থেকে হুসেম আওয়াহ বল বাড়ান স্কের মাঝে। দ্রুতগতিতে ছুটে ফাঁকা থেকে বল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন মাহরেজ। বিশ্বকাপে তার প্রথম গোল এটি। এরপর ৯০ মিনিটের আগে আর ততটা উত্তেজনা ছড়ায়নি। শেষে গিয়ে জমে ওঠে আবার। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগে ফাঁক গলে আবার বল বাড়ান সেই আওয়াহ। কোনাকুনি গড়ানো শটে দূরের পোস্টে বল পাঠান মাহরেজ। অস্ট্রিয়ার বিদায় ঘণ্টা তখন বেজে গেছে বলেই মনে হচ্ছিল। কে জানত, নাটকের আরও বাকি! ৯০ মিনিট শেষে ৪ মিনিট সময় দেওয়া হলেও নষ্ট করা সময় পুষিয়ে দিতে আরেকটু বেশি সময় খেলা চালালেন রেফারি। কালাইজিচকে নামালেন অস্ট্রিয়া কোচ। শেষ বাঁশি বাজার যখন অপেক্ষা, বাঁ প্রান্ত থেকে লম্বা করে বল বাড়ানো হলো অস্ট্রিয়ার বক্সে। গোলপোস্টের পাশ দিয়ে সীমানা পার হওয়ার মুহূর্তে হেড করে বল ভেতরে রাখলেন মিশাইল গ্রেগোরিচ। সেখানে ফাঁকায় থাকা কালাইজিচ অনায়াসেই হেড করে বল জালে পাঠিয়ে বাঁধনহারা উল্লাসে মেতে উঠলেন সতীর্থদের নিয়ে। দুই দলকে স্বস্তি দিয়ে শেষ বাঁশি বেজে গেল এরপর। যেটি ইরানের বিদায়ের সুরও। আগের দিন মিশরের বিপক্ষে জিতে নকআউটে প্রায় উঠেই গিয়েছিল ইরান। কিন্তু মিলিমিটারের ব্যবধানে অফসাইড হওয়ায় তাদের গোল বাতিল হয়। এবার অন্য ম্যাচেও শেষ সময়ে হৃদয় ভাঙার অভিজ্ঞতা হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com